উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,২৫৩.৪৬ (-২৪৭.০১)

নিফটি : ২৫,০৮২.৩০ (-৬৭.৫৫)

খোয়া গেল ৫০০০ কোটি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি দেশ থেকে লাগাতার ভারতে সাইবার হানা চালানো হচ্ছে। এর জেরে গত ৫ মাসে খোয়া গেল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। এই সাইবার হানায় পাওয়া গিয়েছে চিনের যোগ। ৭

আজ ফিরছেন শুভাংশু

১৮ দিনের ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন মিশন শেষ করে পৃথিবীতে ফিরছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। মঙ্গলবার তাঁর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবতরণ করার কথা। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩০°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৬°	২৭°	২৬°

৬ বছরে সর্বনিম্ন মূল্যবৃদ্ধি

আরও কমল মূল্যবৃদ্ধির হার। জুনে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ২.১ শতাংশ। যা গত ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। খাদ্যপণ্যের দাম কমায় বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ৭

৩০ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 15 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 58

কথায় কথায়

পরীক্ষা চর্চায় সাত বছরে খরচ বেড়েছে ৫২২ শতাংশ

আশিস ঘোষ

দেশের বিজ্ঞানীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, তাঁদের গবেষণা খাতে বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রের সরকার। বন্ধ হচ্ছে একের পর এক স্কলারশিপ। এ দেশে শিক্ষার অধিকার এখন আইন। সেই আইন পাশের পনেরো বছর পরেও শিক্ষাবিদরা বলছেন, খাতায়-কলমে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও পরিকাঠামো উন্নয়ন এগোয়নি এক কদমও। না আছে ভালো স্কুলের বাড়ি, পরিস্রুত পানীয় জল, ভদ্রস্থ শৌচাগার। না আছে পর্যাপ্ত শিক্ষক। কোথাও বহুদূর থেকে হেঁটে, কোথাও নদী পার হয়ে আসতে হয় পড়ুয়াদের। তাদের ক্লাসঘরে আটকে রাখতে মিড-ডে মিল যথেষ্ট নয়। ফলে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। সর্বত্র। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে গবেষণার স্কলারশিপ। কমছে সুযোগ।

কমবয়সিদের মধ্যে মেধাবী বাছাইয়ে আগে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা হত। তারপর মেধাবী পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া হত। কোনও কারণ না দেখিয়ে সেই ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শেষ পরীক্ষা হয়েছিল ২০২১ সালে। তারপর থেকে সরকার কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। এই মেধা অন্বেষণে সবথেকে উপকৃত হত তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর গরিব পড়ুয়ারা। কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তপশিলি পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ। সেই কমানোর হার ৯৯.৯ শতাংশ। ১৬৫ কোটি থেকে মাত্র ২ লাখ টাকা বরাদ্দে এসে ঠেকেছে।

একইভাবে ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপে বরাদ্দ ৯৯.৮ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি, এবছর তা হয়েছে .০১ কোটি। মাধ্যমিকের আগে সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপের পরিমাণ গত বছর ছিল ৩২৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা। এ বছর কমে হয়েছে ৯০ কোটি। বরাদ্দ কমেছে ৭২.৪ শতাংশ। পেশাভিত্তিক আর কারিগরি কোর্সে অনুদানের পরিমাণ কমেছে ৪২.৬ শতাংশ। এক বছর আগে ছিল ৩৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এবার তা হয়েছে ১৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

পুজোর আগে ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ জুলাই : করোনা পরিস্থিতি, চিনের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন- সব বাধা কাটিয়ে পুজোর মুখেই চালু হতে পারে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু। ফরাক্কার এই সেতু চালু হলে উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ তথা দেশের যোগাযোগের সমীকরণ অনেকটাই বদলে যাবে।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দু'মাসের মধ্যেই ফরাক্কার নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুটি চালু হবে। সেতুটির কলকাতা থেকে মালদা আসার দিকের দুটি লেনের কাজ শেষের দিকে। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেই লেন দুটি খুলে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে। সেইমতো কাজও চলছে জোরকদমে। আর এই লেন দুটি চালু হয়ে গেলে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগের নতুন প্রান্ত খুলে যাবে। তাতে কমবে ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর চাপও।

সড়ক যোগাযোগে নয়া দিগন্ত উত্তরে

২০১৮ সালে নভেম্বর মাসে ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের বরাত পায় আরকেইসি নামে একটি কোম্পানি। তাদের সঙ্গে চিনের একটি সংস্থা যৌথভাবে কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় বিদেশি কোম্পানিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একাই কাজ শুরু করে ভারতীয় কোম্পানিটি। জোরকদমে কাজ চলার সময় ব্যারেজের একাংশ ভেঙে গিয়ে কয়েকজন আধিকারিক ও শ্রমিকের মৃত্যু হয়। করোনা পরিস্থিতির জন্যও কাজ বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন। সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে বর্তমানে দ্বিতীয় সেতু চালুর মুখে। নতুন সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সহ সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ৫.৪৬৮ কিলোমিটার। তারমধ্যে গঙ্গার উপর রয়েছে ২৫৮০ মিটার অর্থাৎ ২.৫৮ কিলোমিটার অংশ। একেকটি লেনে ৪২টি করে পিলার রয়েছে। আধুনিক মানের কংক্রিটের ঢালাই থাকছে সেতুর ওপর। দুই দিক মিলিয়ে চার লেনের সেতুতে চারটি পার্কিং জোন থাকছে। ফুটপাথের কাজও শেষ হয়েছে। ব্যারেজে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে রাতে দ্বিতীয় সেতু দেখার জন্য এলাকার মানুষ এখনই ভিড় জমাচ্ছেন।

ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতুর কাজ চলছে জোরকদমে।

এরপর দশের পাতায়

পুলিশি বাধা, পাঁচিল টপকে শহিদদের শ্রদ্ধা ওমরের

শ্রীনগর ও কলকাতা, ১৪ জুলাই : পুলিশের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ধস্তাধস্তি। ব্যারিকেড তৈরি করে তাঁকে বাধাদান। শেষপর্যন্ত পাঁচিল টপকালেন মুখ্যমন্ত্রী। দৃশ্যটা ভাবা যায়! বাস্তবে হয়েছে কাশ্মীরে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার পাঁচিল টপকানোর সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। বেনজির এই পরিস্থিতি কেন্দ্র ও বিরোধী শাসিত রাজ্যের সম্পর্ককে নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল।

সঙ্গে সঙ্গে ওমরের সঙ্গে কাশ্মীর পুলিশের এই আচরণের কড়া নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি

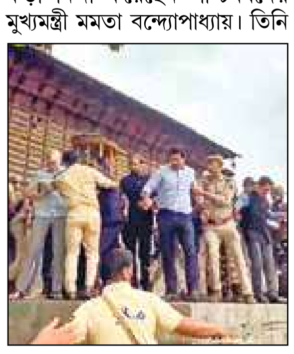

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে যেতে বাধা দিচ্ছে শ্রীনগর পুলিশ।

এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'শহিদদের কবরস্থানে যাওয়াটা কি দোষের? এটা শুধু যে দুর্ভাগ্যজনক তা নয়, একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের শামিল। একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অগ্রহণযোগ্য, মর্মান্তিক, লজ্জাজনক।'

ওমরের বক্তব্য, 'উর্দিধারী পুলিশকর্মীরা আইন ভুলে গিয়েছেন। ওঁরা কতটা নির্লজ্জ দেখুন, সোমবারও আমাদের আটকানোর চেষ্টা করেছে। কী লজ্জাজনক। কিন্তু আমরা কারও দাস নই।' অন্য রাজ্যে পুলিশ রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করলেও জম্মু ও কাশ্মীরে তা নয়। সেখানে পুলিশ চলে রাজ্যপালের নির্দেশে। সোমবার গোলমালের সূত্রপাত হয় ১৯৩১ সালে ১৩ জুলাই কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজা হরি সিংয়ের সেনাদের হাতে নিহতদের সমাধিতে ওমরের শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে।

এরপর দশের পাতায়

দেখা হবে ম্যাঞ্চেস্টারে।। মরণপণ লড়াই শেষ, দুর্ভাগ্যজনক আউট। জয়ের আনন্দে মেতে ওঠার আগে মহম্মদ সিরাজকে সান্ত্বনা ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুকের। সোমবার লর্ডসে। খবর বারোর পাতায়

আশ্বাস না মিললেও অবস্থান স্থগিত হঠাৎ

নবান্ন অভিযানে চাকরিহারারা হতাশ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৪ জুলাই : পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পেলেন না চাকরিহারা শিক্ষকরা। তাঁদের অভিযানের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু নবান্নেই ছিলেন। নাকের বদলে নরুনের মতো তাঁর বদলে চাকরিহারারা দেখা পেলেন মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি'র। কিন্তু যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশের আশ্বাস মিলল না। উলটে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের মুখে তাঁদের শুনতে হল, 'আপনারা তো বেতন পাচ্ছেনই। তাহলে কীসের সমস্যা আপনাদের?'

কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এই বেতন? জানতে চেয়েছিলেন নবান্ন অভিযানের নেতারা। উত্তর মেলেনি। বরং ১০ মিনিটের মধ্যে বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যসচিব। নবান্নতেও বৈঠক হয়নি। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মুখ্যসচিব বৈঠক করেন শিবপুর পুলিশ লাইনে। তিনি চলে যাওয়ার পর রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ৩০ মিনিট থাকলেও কোনও আশ্বাস না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ, হতাশ চাকরিহারারা রাত ১২টার মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ না করা হলে নবান্নের সামনে অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি দেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল হয়। অবস্থানে অনড় থাকতে পারেননি তাঁরা। বরং সরকারকে আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে অবস্থানের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। তবে চাকরিহারাদের নেতা মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'আর কোনও রুদ্ধদ্বার বৈঠক নয়, আন্দোলন হবে রাস্তায়।' চলতি সপ্তাহের শেষে কালীঘাট অভিযানের কর্মসূচি জানান তিনি।

এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কার্যত কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপর দশের পাতায়

সোমবার হাওড়ায় পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে চাকরিহারা শিক্ষকরা।

বিপাকে কোচবিহারের শ্রমিক

বাংলা বলায় ফের গ্রেপ্তার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : বাংলা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে ফের সিরোজ আলম মিয়াঁ নামে কোচবিহারের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ৩৮ বছর বয়সি সিরোজ কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বালাসি গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার বিকাল ৪টে নাগাদ তাঁকে হরিয়ানার গুরগাঁও এলাকার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঘটনার কথা জানাজানি হতে জিরানপুরে তাঁর পরিবারে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও তা নেওয়া হয়নি। এরপর ওই পরিবারের সদস্যরা তাঁদের এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের দ্বারস্থ হন। সোমবার দুপুরে পার্থ ধৃতের বাবা ও ভাইকে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত নথিপত্র জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালার কাছে জমা দেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা।

কয়েকদিন আগেই বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে কোচবিহারের দিনহাটার সাবেক ছিটমহলের সাতজন বাসিন্দাকে দিল্লির শালিমারবাগ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে সাতদিন আটকে রেখেছিল। তাঁরা সকলেই দিনহাটার কৃষিমেলার মাঠ সংলগ্ন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের জন্য নির্মিত আবাসনের বাসিন্দা ছিলেন। পরে দিনহাটা থানার পুলিশ তাঁদের সমস্ত নথিপত্র দিল্লির শালিমারবাগ থানায় পাঠালে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়। এই অবস্থায় কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে ফের গ্রেপ্তার করার ঘটনায় জেলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজের জন্য যাওয়া বাসিন্দাদের পরিবারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সিরোজের ভাই ছকিমুদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'দাদাকে বাংলাদেশি সন্দেহে গুরগাঁওয়ের সেক্টর ৫৫ থানার পুলিশ রবিবার বিকালে গ্রেপ্তার করে। দাদা তাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড দেখানোর পরেও পুলিশ মানছে না। দু'একদিন দেখি কী হয়। নাহলে দাদাকে ছাড়ানোর জন্য আমাদের ওখানে যেতে হবে।'

পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সিরোজের দুই ছেলেমেয়ে দিনহাটার বাড়িতে থাকে। স্ত্রীকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সিরোজ হরিয়ানায় কাজ করেন। সিরোজের শ্যালকও সেখানেই থাকেন। সিরোজের বাবা জাহেরউদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে ছেলে হরিয়ানায় থাকে। সেখানে সে একটি হোটেল ও জিম দুই জায়গায় কাজ করে। রবিবার হোটেল থেকে বিকাল ৪টে নাগাদ কাজ করে কোয়ার্টারে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর কোয়ার্টারে গিয়ে ছেলে ও ছেলের বৌয়ের মোবাইল পুলিশ নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কী করব, ছেলেকে কীভাবে ছাড়াব বুঝতে পারছি না। এখানে থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলাম।

আধারেও সন্দেহ

- আটক পরিযায়ী শ্রমিক সিরোজ আলম মিয়াঁ কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুরের বাসিন্দা
- গত পাঁচ বছর ধরে সিরোজ হরিয়ানায় থাকেন এবং সেখানে একটি হোটেল ও এক জিমে কাজ করেন
- রবিবার হোটেল থেকে বিকেল ৪টে নাগাদ কাজ করে কোয়ার্টারে ফেরার পথে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প

তিনের পাতায়

পঞ্চায়েতে ঢুকতে না দেওয়ার শাসানি বিধায়কের

দশের পাতায়

শমীকের ভরসায় পুরোনোরা উজ্জীবিত

নিউজ ব্যুরো

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুলাই : 'পুরোনো-নতুন সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দিনই ওই কথা শোনা গিয়েছিল শমীক ভট্টাচার্যর মুখে। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করলেন তিনি। আর উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই উজ্জীবিত দলের পুরোনো 'বসে যাওয়া' কর্মীরা।

এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে, শিলিগুড়িতে দলের নেতাদের সঙ্গে ঝটিকা সাক্ষাৎ সেরে সড়কপথে শমীক রওনা দেন আলিপুরদুয়ারের দিকে। পথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে সংবর্ধনা জানান দলের কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার জেলায় বিকেলের অনুষ্ঠান দিয়েই উত্তরবঙ্গ সফর শুরু হয় দলের নতুন রাজ্য সভাপতির। সফরের আগেই দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অন্যতম উদ্দেশ্য হল পুরোনো কর্মীদের উজ্জীবিত করা। এদিন আলিপুরদুয়ারে শমীকের অনুষ্ঠানে একাধিক পুরোনো, কার্যত 'ভুলে যাওয়া' নেতাদের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে। আর জলপাইগুড়ির জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে শমীকের হাতে একটি চিঠি তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির প্রবীণ নেতারা। তাতে বর্তমান নেতৃত্ব সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের একটি ভবনে শমীককে সংবর্ধনা জানানোর সভায় ভূষণ মোদক, গুণধর দাস, হেমন্তকুমার রায়, মানিক সাহার মতো দলের প্রবীণ নেতাদের দেখা গিয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগকেই কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে বিজেপির কর্মসূচিতে সেভাবে দেখা যায়নি। গুণধর বলছিলেন, 'হাওড়া গ্রামীণ এলাকা থেকে যখন শমীক রাজনীতি করেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি দায়িত্ব পাওয়ায় পুরোনো নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত। অনেক বসে যাওয়া কর্মী এদিনের সভায় এসেছিলেন।'

নির্ধারিত দুপুর সাড়ে তিনটার বদলে তিন ঘণ্টা দেরিতে সেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক বিশাল লামা, দীপক বর্মন, মনোজ ওরাওঁরা। আগামীতে কীভাবে দল কাজ করবে সেই বার্তা দেন শমীক। মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করেন। নাম না করে টার্গেট করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে। তাঁকে বলেন, 'দিনহাটার বিপ্লবী'।

এরপর দশের পাতায়

আলিপুরদুয়ারে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ছবি বদল

- আলিপুরদুয়ারের অনুষ্ঠানে এক ঝাঁক পুরোনো নেতার উপস্থিতি
- জলপাইগুড়ির পুরোনো নেতারা, বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শমীকের দ্বারস্থ
- কোচবিহারের বিক্ষুব্ধ পুরোনো নেতারা শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতে উদগ্রীব

কোচবিহারে দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট মন্দির

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : রবিবার রাতে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বজরঙ্গবলীর মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীরা পাথরের বজরঙ্গবলীর মূর্তি থেকে একটি সোনার টিপ, গলার চেন, ঠাকুরের বাসন এবং প্রণামি চুরি করে চম্পট দিয়েছে বলে মন্দির কমিটির সদস্যদের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

কোচবিহার শহর বা শহরতলির মন্দিরে চুরির ঘটনা কোনও নতুন বিষয় নয়। ১৯৬৯ সালে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা গুঞ্জবাড়ির ডাঙ্গরআই মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি গিয়েছিল। ১৯৯৪ সালে মূল মদনমোহন মন্দিরে বিগ্রহ এবং বিগ্রহের মাথার ওপরে থাকা বড় সোনার ছাতা সহ লক্ষ লক্ষ টাকার সোনারুপোর অলংকার চুরি গিয়েছিল। সেই ক্ষত এখনও কোচবিহারের মানুষের মন থেকে মোছেনি।

শুধু কোচবিহার শহরই নয়। শহরের পাশাপাশি তুফানগঞ্জের মারুগঞ্জে অয়োরানি চিতলিয়া মন্দিরেও চুরি হয়েছিল। প্রায় ১৫ বছর আগে নাটাবাড়ির বলরাম মন্দিরে বিগ্রহ সহ ঠাকুরের গয়নাগাটি চুরি গিয়েছিল। ২০১২ সাল নাগাদ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকেও ঠাকুরের গয়নাগাটি সহ বিগ্রহ চুরি হয়েছিল। চুরি হয়েছে গোসানিমারি মন্দিরেও।

বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনাকে বিকেলে ফোন করা হলে তিনি মিটিংয়ে থাকায় পরে বিষয়টি জানাতে বলেন। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি আর ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। মেসেজ করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশে এক আধিকারিক বলেন, 'শহরজুড়ে প্রতিদিনই আমাদের পেট্রলিং চলে। প্রয়োজনে পেট্রলিং আরও বাড়ানো হবে।'

সোমবার সকালে বজরঙ্গবলী মন্দির সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী অতনুকুমার ধর মন্দিরের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখেন। এরপর এলাকার বাসিন্দা এবং মন্দির কমিটির সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন। অতনু বলেন, 'অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বজরঙ্গবলীর মন্দির থেকে সোনার টিপ, চেন সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মন্দিরে চুরির ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি জানাতে আমরা থানায় গিয়েছিলাম।'

মাস তিনেক আগে শহরের সংস্কার সমিতির মন্দিরেও প্রণামি বাক্সের টাকা ও বাসনপত্র চুরি হয়। তার কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি রোড সংলগ্ন কালী মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটে। গতবছর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিত্যানন্দ আশ্রমের করুণাময়ী মন্দিরে ১০-১১ ভরি সোনার গয়না চুরি করে দুষ্কৃতীরা। এছাড়া কলাবাগান এলাকা এবং সুভাষপল্লির কালী মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটেছিল। বারবার এধরনের ঘটনায় শহরের নিরাপত্তার পাশাপাশি মন্দিরগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

বজরঙ্গবলীর মন্দিরে চুরির পর স্থানীয়দের জটলা। ছবি : জয়দেব দাস

রেকর্ড ভেঙে জাতীয় স্তরে সুযোগ পলাশের

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৪ জুলাই : পরিবারে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা। এমন ঘরের ছেলে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে রেকর্ড গড়ে সুযোগ করে নিয়েছে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়। দশম শ্রেণির পড়ুয়া পলাশ মণ্ডলের এমন সাফল্যে খুশি মালদা শহরের বিভূতিভূষণ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। যথারীতি পলাশের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুহিনকুমার সরকার বলেন,

'পলাশ খেলাধুলোর পাশাপাশি পড়াশোনাতেও ভালো। এর আগে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সাফল্য পায়নি। এবার রেকর্ড গড়ে নিজের ইভেন্টে প্রথম হয়েছে। সেই সুবাদে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ করে নিয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা পাশে আছি। জাতীয় স্তরে আরও ভালো ফল করবে আশাবাদী।'

মালদা শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পলাশ। বাবা গয়া মণ্ডল পেশায় সবজি বিক্রেতা। পলাশ ছাড়াও তার দুই দিদির পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছেন গয়া। ছেলের খেলাধুলোর প্রতি ঝোঁক থাকলেও, কোনও প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাঁর। স্কুলের গেম টিচারের কাছেই পলাশের অ্যাথলেটিক্সের হাতেখড়ি। সেখান থেকেই স্কুল স্তর থেকে জেলা, এমনকি রাজ্য স্তরে সুযোগ করে নেওয়া। ৭৩তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়ে বাজিমাৎ। কলকাতায় জুন মাসে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় রেকর্ড সহ স্বর্ণপদক দখল পলাশের। মালদা দলের প্রশিক্ষক অসিত পাল বলেন, 'এই বিভাগে রাজ্যে এতদিন ২৫ মিনিট ছিল রেকর্ড। ওই রেকর্ড ভাঙতে পলাশ সময় নিয়েছে ২৪.৪৭ মিনিট। রেকর্ডের সঙ্গে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ করে নিয়েছে।'

জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা কবে এবং কোথায় হবে, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু স্বপ্ন পূরণে নিয়মিত অনুশীলন করে চলেছে আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পলাশ বলছে, 'আর্থিক অনটন রয়েছে বাড়ির। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রেকর্ড সহ পাঁচ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে খুব ভালো লাগছে। জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়েছি। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি।'

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল : cs8289@pnb.co.in ফোন নং : ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক / প্রকৃতিগত / প্রতীকী দখল ব্যাংকে / সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া থাকার হেতু সেটি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিম্নের তালিকায় উল্লেখিত তারিখে বিক্রয় করা হবে। নির্দিষ্ট সম্পত্তিগুলির জন্য জমাপ্রাপ্তি সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্যের উল্লেখ নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা বন্ধককৃত সম্পত্তি / মালিকের নাম (সম্পত্তিগুলির বন্ধকদাতা)	ঙ) সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২)-এর হিসেবে চাহিদা নোটিশের তারিখ চ) বকেয়ার পরিমাণ ছ) সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর হিসেবে দখল তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/ প্রকৃতিগত / গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দরবৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ঙ) সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতার বর্ণনা* সুরক্ষিত ঋণদাতা (গণ)- এর দ্বারা জ্ঞাত
১	ক) গঙ্গারামপুর (০২৩৬২০) খ) মেসার্স ডিজিটাল ০২৩৬২৫০০৩১৪২৯৯ গ) ঋণগ্রহীতা :- মেসার্স ডিজিটাল মালিক : হিমাংশু সরকার ঠিকানা : ভিবি রোড, অভিও ভিসুয়াল-এর পাশে পোস্ট : গঙ্গারামপুর, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১২৪ মোবাইল নং - ৯৯৩৩৫৬৭৮১৩ মালিক এবং বন্ধকদাতা :- হিমাংশু সরকার, সুশীল কুমার সরকারের পুত্র, ঠিকানা - ভি. বি. রোড, অভিও ভিসুয়ালের পাশে পোস্ট - গঙ্গারামপুর, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১২৪, মোবাইল নং - ৯৯৩৩৫৬৭৮১৩ জামিনদাতা : প্রদ্যুৎ সরকার, সুশীল কুমার সরকারের পুত্র, ঠিকানা - ভি.বি. রোড, পোস্ট - গঙ্গারামপুর, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১২৪ মোবাইল - ৯৩৩৪১৪৪৯১৯	ঘ) সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে জমিতে অবস্থিত এবং তৎসহ অবস্থানরত স্থানের জে.এল. নং - ৮৪, এলআর খতিয়ান নং - ৮৩০১ (পূর্ববর্তী) এলআর খতিয়ান নং - ৮৪৯৭ (বর্তমান), দাগ নং - আর এস ৬৫৫, ৬৫৬/৬৬০, এল আর ১৬০৫, ১৬০৬, মৌজা - রাজীবপুর, ওয়ার্ড নং -০৬, থানা-গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি - বাস্তু, জমির সমস্ত এলাকার পরিমাপ - ১.১০ ডেসিমেল হিমাংশু সরকার, সুশীল কুমার সরকার, সুশীল কুমার সরকারের স্বত্বাধিকরণে বন্ধককৃত নিবন্ধিত উপহার প্রদত্ত দলিল নং ৫১৯০, ২৪.১২.২০০৮ তারিখের হিসেবে দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব : দাতার প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য প্যাসেজ, পূর্বে রয়েছে আরতি গুন, পশ্চিম : পিডব্লিউডি এবং অঞ্জন কুমার পাল এবং অন্যান্য উত্তর : পুরনিগমের রাস্তা দক্ষিণ : অঞ্জন কুমার পাল এবং অন্যান্য	ঙ) ১৭.০৯.২০২৪ চ) টাঃ ৮৮,৩১,৮৮৫.৭৭ ৩১.০৮.২০২৪ এর হিসেবে আরও সুদ ছ) ২০.১২.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ২২.৫৭ লক্ষ খ) টাঃ ২.২৫৭ লক্ষ (৩০.০৭.২০২৫) দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০	ঘ) ৩০.০৭.২০২৫ ঙ) সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই
২	ক) সেবক রোড (৩১৯৬০০) খ) মেসার্স বিশাখা ইন্টারন্যাশনাল ৩১৯৬০০৮৭০০০০১০১৩ অঞ্জন কুমার দাস (৩১৯৬০০এনসি০০০০০৭৮৭ এবং ৩১৯৬০০এনসি০০০০২৩৫৩) গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বিশাখা ইন্টারন্যাশনাল মালিক : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস, গোবিন্দ চন্দ্র দাসের পুত্র, আজাদ হিন্দ সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পাবং, পিন - ৭৩৪০০১ শ্রী অঞ্জন কুমার দাস শ্রী গোবিন্দ কুমার দাসের পুত্র, শ্রীমতী কল্যাণী দাস অঞ্জন কুমার দাসের স্ত্রী ঠিকানা : আজাদ হিন্দ সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, পাবং, পিন - ৭৩৪০০১ মালিক ও বন্ধকদাতা : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দাসের পুত্র	ঘ) ১) একটি ফ্ল্যাট পরিমাপ ৬৯১ স্কোয়ার ফিট (সম্পূর্ণ নির্মিত এলাকা) বহুতল বিশিষ্ট ভবনের নীচতলা পিছন দিকে সঙ্গে সর্বজনীন এলাকা, সর্বজনীন সুবিধা, সর্বজনীন সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক ইত্যাদি, সঙ্গে সমত্রসম্পন্ন পক্ষপাতিত্ববিহীন অংশ ০.০৬৫১ একর পরিমাপগত এলাকায় অবস্থিত, যেটি মৌজা : শিলিগুড়ি, পরগণা - বৈকুণ্ঠপুর, নিবন্ধিত খতিয়ান নং - ৩৭৪৪, ৩৭৪৫, প্লট নং - ১১০০৬, জেএল নং ১১০ (৮৮), তৌজি নং - ৩ (জেএ), থানা - শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং - ১৯ বসন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০১ অঞ্জন কুমার দাসের স্বত্বাধিকরণে, নিবন্ধিত প্রষ্টব্য দলিল নং- I - ২৪৫৪ ২১.০৯.২০১২ তারিখের হিসেবে। ২. সমস্ত জমির অবিভাজ্য অংশ ০.০৪২৫ একর এলাকায় অবস্থিত সঙ্গে তিনতল বিশিষ্ট পাকা ভবন যেটি প্লট নং- ৬৫৫৩ নিবন্ধিত খতিয়ান নং- ৩৯০২, জেএল নং- ১১০(৮৮), মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, শিট নং- ৮, হোল্ডিং নং- ২৭/২/১০৭ ওয়ার্ড নং- ২০ শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত সুভাষপল্লিতে অবস্থিত, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্জন কুমার দাসের স্বত্তাধিকরণে, নিবন্ধিত প্রষ্টব্য দলিল নং- I- ১৬১৫ ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের হিসেবে। ৩. দোকানে/অফিসের ঘরের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ (কার্পেট এলাকা ১৪২.৫ স্কোয়ার ফিট) স্বত্বা নং ৮৪/জে, পরিমাপগত আনুমানিক এলাকা ১৭১ স্কোয়ার ফিট (পরিমাপটিতে সর্বজনীন প্যাসেজ এবং সর্বজনীন এলাকার অন্তর্গত 'সরকার ম্যানসন' নামে বিল্ডিংটি সর্বনিম্ন তলাটি হিলকার্ট রোডে, জমিটির সমত্রসম্পন্ন পরিমাপ ০.২২৩৪ একর মৌজার অন্তর্গত শিলিগুড়ি, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, নিবন্ধিত খতিয়ান নং- ৫৬৭৪, প্লট নং, - ৮০১৫, জেএল নং - ১১০, হোল্ডিং নং ৪২৯/১/১৭৩ (পুরাতন) এবং ৪৭৩/১ (নতুন), ওয়ার্ড নং- ৬, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্জন কুমার দাসের স্বত্বাধিকরণ নিবন্ধিত প্রষ্টব্য দলিল নং। - ১৩০২ ০৮.০৬.২০১০ তারিখের হিসেবে। সম্পত্তির মালিকের নাম :- শ্রী অঞ্জন কুমার দাস	ঙ) ২৮. ১১.২০২২ চ) টাঃ- ১,৭৫,৩৬, ৪১২.১১ +আরও সুদ ছ) ০৭.০২.২০২৩ জ) প্রতীকী	ক) ১. টাকা: ১৮.০২ লক্ষ ২. টাঃ ১০৬.৭৫ লক্ষ ৩.১৩.০৮ লক্ষ খ) ১. টাঃ ১.৮০২ লক্ষ ২. টাঃ ১০.৬৭৫ লক্ষ ৩. টাঃ ১.৩০৮ লক্ষ (৩০.০৭.২০২৫) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) ১. টাঃ ০.২৫ লক্ষ ২. টাঃ ০.৫০ লক্ষ ৩. টাঃ ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ৩০.৭. ২০২৫ ঙ) সকাল ১১: ৩০ থেকে দুপুর ০৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
৩	ক) সুভাষপল্লি (২১৭৪২০) খ) মেসার্স মেঘনা স্টোর ২১৭৪২৫০০০০০১৩৪ পল্লব পাল ২১৭৪৩০০০৫০০০৬২ গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মেঘনা স্টোর মালিক : শ্রী পল্লবি পাল শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র ৭০ দুর্গাশাস ব্যানার্জি রোড, পোস্ট : হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০৬ শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র, শ্রীমতী টুম্পি পাল শ্রী পল্লব পালের স্ত্রী, ঠিকানা : শরত চন্দ্র পল্লী, পল্লী মঙ্গল সমিতির নিকট, পোষ্ট : হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৪০০৬ মালিক এবং বন্ধকদাতা : শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র	ঘ) জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ৩ কাঠা অথবা ০.০৫ একর সঙ্গে তিনতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন পরিমাপ ১৯০০ স্কোয়ার ফিট নীচতলার পরিমাপ ৬০০ স্কোয়ার ফিট, দ্বিতীয় তলা ৬৫০ স্কোয়ার ফিট এবং তৃতীয় তলা ৬৫০ স্কোয়ার ফিট) শ্রী পল্লব পাল শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র পালের পুত্রের স্বত্বাধিকরণে নিবন্ধিত দলিল নং I-৪৯৩৯ ১৬.০৮.২০১৭ তারিখের হিসেবে, নিবন্ধিত বুক নং I, ভলিউম নং - ০৭১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৭৬৬৭ থেকে ১০৭৬৯৩ ২০১৭ সালের হিসেবে, নিবন্ধিত খতিয়ান নং - ৭২৮ (আর এস), ৬০১ (এল.আর) প্লটের অন্তর্গত অংশ নং - ১৫৮ (আর.এস), ৪১৩ (এল. আর), মৌজা ডাবগ্রাম, পরগণা - বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং -২, শিট নং-১২, (আরএস), ৬৫ (এলআর), ওয়ার্ড নং-৩৯ শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত, থানা - ভক্তিনগর, মহকুমা এ.ডি এস আর জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত, সীমানা : উইল করে দেওয়া জমির সীমানা নিম্নে উল্লেখ করা হল : উত্তর : ১২ ফিট চওড়া পুর নিগমের রাস্তা, দক্ষিণ : স্নেহাশিস চক্রবর্তীর জমি পূর্ব : শ্যাম ঘোষের জমি পশ্চিম : স্নেহাশিস চক্রবর্তীর জমি মালিকের নাম : শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র পালের পুত্র	ঙ) ২১.১১.২০২৪ চ) টাঃ ৬৮,১৩,৭৩০.৩১ + আরও সুদ ছ) ০৫.০২.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ১০৯.০৮ লক্ষ খ) টাঃ ১০.৯০৮ লক্ষ (৩০.০৭.২০২৫) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.৫০ লক্ষ	ঘ) ৩০.০৭.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৪	ক) মাসকলাইবাড়ি (০৭৯০২০) খ) মেসার্স মেসার্স সিঙ্গিমারি টি অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড ০৭৯০২০৮৭০০০০০১০৬ গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সিঙ্গিমারি টি অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড গ্রাম : সিঙ্গিমারি পার্ট-২, পোস্ট - বেরুবাড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পাবং - ৭৩৫১৩২ ডিরেক্টর : ১. শ্রীমতি জয়শ্রী মজুমদার, তুলান মজুমদারের স্ত্রী ২. শ্রীমতি নিবেদিতা মজুমদার, তুলান মজুমদারের কন্যা, ঠিকানা : গ্রাম : সিঙ্গিমারি পার্ট-২ পোস্ট : বেরুবাড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পাবং - ৭৩৫১৩২ জামিনদাতা : ১. শ্রী তুলান চন্দ্র মজুমদার প্রয়াত অনিল চন্দ্র মজুমদারের পুত্র ২. শ্রীমতি নিবেদিতা মজুমদার তুলান মজুমদারের কন্যা	ঘ) জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ১.৬৮ একর, যেটি মেসার্স সিঙ্গিমারি টি অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড প্রষ্টব্য নিবন্ধিত দলিল নং - I - ৪৫২৩ ১১.১১.২০১৯ তারিখের হিসেবে, নিবন্ধিত বুক নং - I, ভলিউম নং - ০৭০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১০২১৭২ থেকে ১০২১৮৭ ২০১৯সালের হিসেবে, নিবন্ধিত এলআর খতিয়ান নং - ৯, এলআর প্লট নং ৩০১, ৫৬৫ এবং ৭৪৪ জেএল নং - ১৫ মৌজা - সিঙ্গিমারি দ্বিতীয় খণ্ড, পরগণা - মেখলিগঞ্জ, মহকুমা - জলপাইগুড়ি, এডিএসআর জলপাইগুড়ি, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ সীমানা : উত্তর : তুলান মজুমদারের জমি দক্ষিণ : তুলান মজুমদারের জমি পূর্ব : তুলান মজুমদারের জমি পশ্চিম : ১৫ ফিট চওড়া মেটাল রোড মালিক : মেসার্স সিঙ্গিমারি টি অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড	ঙ) ২৫.০৯.২০২৪ চ) টাঃ ২,০৩,৯৪,১৪৬.০০+ আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ০২.১২.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৮৩.৭০ লক্ষ খ) টাঃ ৮.৩৭০ লক্ষ (৩০.০৭.২০২৫ দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত) গ) টাঃ ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ৩০.০৭.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৫	ক) মালদা (০২৩৩২০) খ) মেসার্স পমসন ড্রাগস ০২৩৩২৫৩১১৩০৩৪ এবং ০২৩৩৩০০২২১৯৩১ গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পমসন ড্রাগস মালিক : শ্রী সমর কুমার সিনহা শ্রী হিরেন সিনহার পুত্র, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-সি, ষষ্ঠ তলা, সুবোধ কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, স্বত্বা নং ৫৭/২৮, ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, পিরোজপুর (উত্তর), মালদা-৭৩২১০১ মালিক ও বন্ধকদাতা : শ্রী সমর কুমার সিনহা শ্রী হিরেন সিনহার পুত্র, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-সি, ষষ্ঠ তলা, সুবোধ কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, স্বত্বা নং ৫৭/২৮, ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, পিরোজপুর (উত্তর), মালদা-৭৩২১০১	১. আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অবিভাজ্য অংশে ফ্ল্যাট নং সি, ষষ্ঠ তলা, সুবোধ কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট হোল্ডিং নং : ৫৭/২৮, জেএল নং-৬৯, প্লট নং-৬৫৬ এবং ৬৫৮, খতিয়ান নং-১১৪৬ এবং ৪০০, মৌজা : পিরোজপুর, থানা-ইংরেজবাজার, জেলা-মালদা, শ্রেণি-বাস্তু, সম্পূর্ণভাবে নির্মিত এলাকা ৮২৩ স্কোয়ার ফিট এবং কার্পেট এলাকা ৬৮৫ স্কোয়ার ফিট, শ্রী সমর কুমার সিনহা শ্রী হিরেন সিনহার পুত্রের স্বত্বাধিকরণে বন্ধককৃত নিবন্ধিত দলিল নং-৬১৯৭/২০১১ ১৫.০৭.২০১১ তারিখের হিসেবে দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব-তপন সরকার, পশ্চিম-পুরনিগম লেন, উত্তর-সিঁড়ি ও সর্বজনীন প্যাসেজ, দক্ষিণ-ফ্লিম প্লেস ২. দোকানটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশে যেটি নীচতলা, সুবোধ কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং-: ৫৭/২৮, জেএল নং-৬৯, প্লট নং-৬৫৬ এবং ৬৫৮, খতিয়ান নং-১১৪৬ এবং ৪০০, মৌজা : পিরোজপুর, থানা-ইংরেজবাজার, জেলা-মালদা, শ্রেণি-বাস্তু, পরিমাপ- ১৪০ স্কোয়ার ফিট শ্রী সমরকুমার সিনহার স্বত্বাধিকরণে শ্রী হিরেন সিনহার পুত্র, বন্ধককৃত নিবন্ধিত দলিল নং-৫২২৪/২০০৭ ৩১.০৮.২০০৭ তারিখের হিসেবে। দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব- সর্বজনীন প্যাসেজ, পশ্চিম-পুরনিগম লেন, উত্তর-জমি মালিক, দক্ষিণ-ফ্লিম প্লেস	ঙ) ২৭.১২.২০২৪ চ) টাঃ ৩৯,৪৩,৭৭০.৩৪ ৩০.০৯.২০২৪ তারিখের হিসেবে + আরও সুদ ও চার্জ ছ) ০৪.০৩.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) ১. টাঃ ২১.১৪ লক্ষ ২. টাঃ ৭.৮০ লক্ষ খ) ১. টাঃ ২.১১৪ লক্ষ ২. টাঃ ০.৭৮ লক্ষ (৩০.০৭.২০২৫) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) ১. টাঃ ০.১০ লক্ষ ২. টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ৩০.০৭.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই

শর্তাবলি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে :
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হচ্ছে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে।
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সমাসূচি অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রোথিত, কিন্তু যদি কোনওপ্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনও প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনও প্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রোথিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট : https://baanknet.in ৪ ৩০.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে। এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।
৪. বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরিত - অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর রুল ৮(৬)-এর অন্তর্গত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং (চা) স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং (চা) স্টলের জন্য ই-অকশন
অকশন ক্যাটালগ নং.: সিএটিজি-০৭-২০২৫

এসইকিউ নং, লট নং./ক্যাটেগরি, স্টেশনঃ এএ/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ-জিএমইউ-১১৬-২৫-১, ঘোঘা। এএ/২, সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১, তালঝারি। এএ/৩, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১, মুরাহারা। এএ/৪, সিএটিজি-এমএলডিটি-এএইচএ-জিএমইউ-১১৪-২৫-১, অভয়পুর। এএ/৫, সিএটিজি-এমএলডিটি-এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১, নিমতিতা। এএ/৬, সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪, ননীহাটি হল্ট। এএ/৭, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১, কল্যাণপুর রোড। এএ/৮, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ -জিএমইউ-১১-২২-১, মুরাহারা। এএ/৯, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১, খালতিপুর। এএ/১০, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১, বেলা। এবি/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে -এসএমইউ-৬৭-২৪-১, খালতিপুর। এবি/২, সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি -এসএমইউ-৮৫-২৪-১, জগদীশপুর। এবি/৩, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু -এসএমইউ-৬৬-২৪-১, বারহারওয়া। এবি/৪, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজিআর -এসএমইউ-৬-২৫-১, মুঙ্গের। এবি/৫, সিএটিজি-এমএলডিটি-এসএলজে -এসএমইউ-২৪-২৪-১, সকরিগলি। অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-113/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

চিংড়ি, গাঠি কচুর রসা এবং চিকেন বেগম বাহার রাঁধবেন পায়েল মিশ্র।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ফিরিয়ে দাও, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ শুভ দৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ সূর্য, ১.০০ গেট ২ গেদার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৩.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৬.৩৫ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.৩০ কুলি
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সতী বেহুলা, বেলা ১১.০০ তোমায় পাবো বলে, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, বিকেল ৫.০০ বর কনে, রাত ১০.৩০ বউ রাণী, ১.৩০ দেখ কেমন লাগে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চুপি চুপি আসে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবুজ সাথী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ ধ্রুব, বিকেল ৩.০০ রিস্তে, ৫.০০ কালি কিতাব, রাত ৮.০০ সিন্ধুবাঁধ, ১০.৩০ কাস্টডি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৪ অখণ্ড, দুপুর ২.২২ তেরে নাম, বিকেল ৫.১২ ইনসাফ : দ্য ফাইনাল জাস্টিস, সন্ধে ৭.৩০ হিট লিস্ট, রাত ১০.১৮ গাউলি
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১৯ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১১ মেরা বদলা : রিভেঞ্জ, বিকেল ৫.৫৭ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ১১.০০ পাথু থালা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ হিম্মতওর, দুপুর ২.১১ টয়লেট : এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.০৬ রুস্তম, রাত ৮.০০ গীতা গোবিন্দম, ১০.৩৫ ফুকরে-থ্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.২৫ মিশন মজনু, বিকেল ৪.৩৮ বদলা, রাত ৯.০০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, ১১. ৪৬ ওমেরতা

রুস্তম বিকেল ৫.০৬
অ্যান্ড পিকচার্স

চুপি চুপি আসে দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

টাইগার কুইন অফ তারু, রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

কর্মখালি

Male Candidates required for school supervisor below 50, Sukantanagar. 9091917111. (C/117511)

•

সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন (9-10,000/-) সিকিউরিটি অফিসে কাজের জন্য ১ জন লোক চাই। (M) 89272-99546. (C/117371)

•

Wanted M. Sc., B.Ed. (Math), Post (SC) for lien vacancy. The interested candidates must be apply all credentials 22th July 2025. Bagha Jatin Vidyapith (H.S.), 45/14, B. Jatin Colony, Slg. 03. Email : bjatinv1999@gmail.com (M) 75859-07616. (C/117370)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং. 286071873089 এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নং. WB-63 20140942498 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 11-07-25, J. M. 2nd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Babulu Roy, S/o. Paresh Chandra Roy এবং Babulu Roy, S/o. Paresh Ch. Roy এবং Bablu Roy, S/o. Paresh Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মোরঙ্গামাড়ী, পাটপিশু, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117106)

•

আমি সোনামালা মণ্ডল, আমার প্রথম পক্ষের স্বামী বিশ্ব রায়-এর মৃত্যুর পর নিতীশ চন্দ্র মণ্ডলকে বিবাহ করি। বর্তমানে আমার কন্যা পরমা রায়-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে সুনীতা মণ্ডল, পিতা - নিতীশ চন্দ্র মণ্ডল হল। মহামান্য এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এ, তারিখ - 8/7/2025-এ অ্যাফিডেভিটের দ্বারা। (C/116674)

•

আধার কার্ড নং. 7822 3935 9077 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 05-07-25, J. M. 2nd Court (S), কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Majo Miah এবং Majammel Miya, S/o. Mahiruddin Mia @ Mahhiruddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117105)

কিডনি চাই

O+ গ্রুপের কিডনি অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক থাকেন তাহলে নীচের দেওয়া ফোন নম্বর ও ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 6B/79, Ramkrishna Palli, P.O. Mukundapur, Kolkata - 700099. (M) 74396-09036 / 96477-97068. (S/M)

হারানো প্রাপ্তি

আমি, ইসতিভা সোমাসি, পিতা- সুরেশ সোমাশি, গ্রাম : গাঙ্গুটিয়া চা বাগান, পো: ও থানা: কালচিনি, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট No: WB2001ST201904677 হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9609747084. (C/117029)

DDP/N-22/2025-26

e-Tenders for 4 (Four) no. of works under 15th FC & SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-22/2025-26 is 30.7.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

DDP/N-21/2025-26

e-Tenders for 1 (One) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-21/2025-26 is 28/07/2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

NIT NO - DDP/N-23/2025-26

e-Tenders for 07 (Seven) nos. of works under 15th FC. BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO - DDP/N-23/2025-26 is 28.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIQ No. DHUPGURI/BDO/NIQ-001/2025-26 & DHUPGURI/NIT-001-SBM(G)/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

DDP/N-20/2025-26

e-Tenders for 01 (One) no. of works under SBM-G invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT - 20/25-26 is 28/07/2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

DDP/N-24/2024-25

e-Tenders for 8 (Eight) No. of works under 15th FC, & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-24/2024-25 is 22.07.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৪১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিশনে এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ

অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী ও তাদের স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনগণের জন্য

নং. সিওএম/এটিভিএম-ফেসিলিটেটর-২০২৫/এমএলডিটি তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৫

এটি রেলওয়ের কোনও চাকরি নয়, এটি একটি এজেন্টের মতো। স্মার্ট কার্ডের রিচার্জের ওপরে বোনাস দেওয়া হবে।

এটিভিএম মেশিনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত পেপার টিকিট প্রদানের উদ্দেশ্যে (০২) দুই বছরের জন্য এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করতে **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং সাধারণ জনগণের থেকে** নির্ধারিত বয়ানে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। **নিম্নলিখিত প্রতিটি স্টেশনের জন্য একজন (০১) করে এটিভিএম ফেসিলিটেটর প্রয়োজনঃ** (১) মালদা টাউন, (২) নিমতিতা, (৩) বারহারওয়া, (৪) তিনপাহাড়, (৫) মির্জা চৌওকি, (৬) কাহালগাঁও, (৭) ঘোঘা, (৮) সুলতানগঞ্জ, (৯) বারিয়ারপুর, (১০) মুঙ্গের, (১১) জামালপুর, (১২) অভয়পুর এবং (১৩) কাজরা। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং/অথবা তাদের স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও ১৮ বছরের বেশি বয়সী সাধারণ জনগণ যারা উপরোক্ত স্থানে এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী, তারা **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগের জন্য সাধারণ শর্তাবলী, আবেদনপত্র, যোগ্যতার মানদণ্ড, মেয়াদ, নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রণালী ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা -৭৩২১০২-এর** অফিসে জমা করতে পারেন। রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা কোনো কারণ ব্যতিরেকে যে কোনো একটি বা সমস্ত আবেদন স্থগিত/পরিবর্তন বা বাতিল করার বা কোনো আবেদন গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষিত।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাগ সংবরণ করুন। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে পারিবারিক অশান্তি। **বৃষ** : উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কোনও বহুমূল্য জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। **মিথুন** : দুপুরের আগেই খুব ভালো খবর পেতে চলেছেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাপক প্রশংসিত হবেন। **কর্কট** : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। **সিংহ** : পারিবারিক অশান্তি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার জন্য চিন্তা দূর হবে। **কন্যা** : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। **তুলা** : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। **বৃশ্চিক** : আর্থিক অনটন লেগে থাকবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। **ধনু** : উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের জন্য খুব ভালো সময়। ব্যবসায় নতুন দিক খুলে যাবে। **মকর** : কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। **কুম্ভ** : সংসারে যে কোনও সমস্যা নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে নিন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **মীন** : প্রতিবেশীদের সঙ্গে পুরোনো বিবাদ মিটে যাবে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ আষাঢ়, ১৫ জুলাই, ২০২৫, ৩০ আহার, সংবৎ ৫ শ্রাবণ বদি, ১৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, পঞ্চমী রাত্রি ১০।১৮। শতভিষানক্ষত্র দিবা ৭।৭। সৌভাগ্যযোগ দিবা ৩।৩১। কৌলবকরণ দিবা ১১।৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।১৮ গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৭।৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১২।২৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে -একপাদদোষ, দিবা ৭।৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে রাত্রি ১০।১৮ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি - ৬।৪৪ গতে ৮।২৪ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গতে ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ৬।৪৪ গতে যাত্রা নাই দিবা ৮।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৪২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, রাত্রি ১০।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা রাত্রি ১০।১৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সরকারি দপ্তরে মাটির ভাঁড়

পরিবেশ রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ প্রশাসনের

বাঁচুক আমাদের পৃথিবী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানগুলিতে মাটির ভাঁড় এখন বেশ জনপ্রিয়। পরিবেশবান্ধব তো বটেই, সেই ভাঁড়ে খাওয়া চায়ের নাকি আলাদা 'ফ্লেভার' মেলে। তবে স্বাদে-গুণে যাই হোক না কেন পরিবেশের কথা মাথায় রেখে জেলার প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরে এবার জেলা প্রশাসন মাটির ভাঁড় ব্যবহার করার উদ্যোগ নিচ্ছে। প্লাস্টিক বা কাগজের কাপ নয়, সরকারি কর্মী-আধিকারিক এমনকি দপ্তরে কোনও অতিথি এলে তাঁকেও মাটির ভাঁড়ে চা দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্ত বলেন, 'কোচবিহারে প্রচুর মৃৎশিল্পী রয়েছেন। তবে বাজার হারিয়ে অনেকে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

সরকারি অফিসে এখন মাটির ভাঁড়েই চা দেওয়া হবে। ছবি : জয়দেব দাস।

মাটির ভাঁড় তৈরি করে তাঁরাও স্বাবলম্বী হবেন। স্থানীয় স্তরে মাটির ভাঁড় কিনে ব্যবহার করতে প্রতিটি সরকারি দপ্তরে বলা হয়েছে। আমি নিজেও অফিসে মাটির ভাঁড়ে চা খাই।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিবেশরক্ষা ও মৃৎশিল্পীদের কথা মাথায় রেখে এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সরকারি কোনও নির্দেশিকা জারি করে নয়। বরং সরকারি দপ্তরগুলিতে সচেতনতার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারি এই উদ্যোগে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে আশার আলো দেখা গিয়েছে। তুফানগঞ্জের এক মৃৎশিল্পী মহেশ পালের কথায়, 'অনেক চায়ের দোকানে মাটির ভাঁড় সরবরাহ করি। সরকারিভাবে অর্ডার পেলে রোজগার বাড়বে।'

কোচবিহারে গত চার-পাঁচ বছর ধরে মাটির ভাঁড়ে চা জনপ্রিয় হচ্ছে। খাগড়াবাড়ি, সাগরদিঘি, ব্যাংচাতরা রোড ও তোর্ষার বাঁধের রাস্তা সহ নানা জায়গায় মাটির ভাঁড়ে চা পাওয়া যায়। চাহিদাও বেশ ভালো বলে বিক্রেতারা জানিয়েছেন। পরিবেশপ্রেমীরাও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। পরিবেশপ্রেমী পলাশ বর্মনের বক্তব্য, 'পরিবেশবান্ধব মাটির ভাঁড়ের ব্যবহার বাড়লে তা প্রত্যেকের জন্য ভালো। এটি প্রশাসনের ভালো উদ্যোগ।' তবে হিসেব বলছে, কাগজ বা প্লাস্টিকের কাপের পরিবর্তে মাটির ভাঁড়ের দাম তুলনামূলক বেশি। ফলে সরকারি দপ্তরগুলিতে বাড়তি খরচের আশঙ্কা রয়েছে। যদিও আধিকারিকদের দাবি, পরিবেশ ও মৃৎশিল্পীদের কথা মাথায় রেখে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা

- পরিবেশ রক্ষা ও মৃৎশিল্পীদের কথা মাথায় রেখে এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- সরকারি কোনও নির্দেশিকা জারি করে নয়
- সরকারি দপ্তরগুলিতে সচেতনতার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- সরকারি এই উদ্যোগে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে আশার আলো দেখা গিয়েছে

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে নিখোঁজ পশু চিকিৎসক

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়েছেন এক পশু চিকিৎসক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই চিকিৎসকের পরিবারের পাশাপাশি পশু চিকিৎসক মহলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

নিখোঁজ হওয়ার কারণ বুঝে উঠতে পারছে না পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পশু চিকিৎসক কোচবিহারে গিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। গত কয়েকদিন ধরে কোনও ব্যাপারে তিনি চিন্তায় ছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা লক্ষ করেছিলেন। তার সঙ্গে নিখোঁজ হওয়ার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিরুদ্দেশ ওই পশু চিকিৎসকের নাম লেনদুপ ভুটিয়া। শালুগাড়া এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টেই তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার অন্যদিনের মতোই

চিন্তায় পরিবার

বাড়ির পোশাক পরেই তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বেলা গড়িয়ে গেলেও তিনি না ফেরায় পরিবারের লোকজন চিন্তায় পড়েন। এরপর মোবাইল নম্বরে ফোন করতেই পরিবারের নজরে আসে, লেনদুপ ফোন বাড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও তাঁর খোঁজ না মেলায় পরিবারের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়। শনিবারই ভক্তিনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে ওই চিকিৎসকের পরিবার। কিন্তু ৭২ ঘণ্টা পরেও তাঁর কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। গুরুত্বপূর্ণ নথি, মোবাইল ছাড়াই লেনদুপ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ভাবাচ্ছে ভক্তিনগর থানার পুলিশকেও।

লেনদুপের মা কাদিম ছিরিং ভুটিয়া বলেন, 'ছেলে কোচবিহারে কাজ করত। ওর স্ত্রী, সন্তান সহ আমরা পরিবারের সদস্যরা এখানেই থাকি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। পারিবারিক কোনও সমস্যাও ছিল না। কী হয়ে গেল বুঝতে পারছি না।'

কিছুদিন ধরে তিনি কোনও বিষয়ে চিন্তায় ছিলেন বলেও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁরা বলেন, এটা ঠিক, কিছুদিন ধরে তিনি চিন্তায় ছিলেন। তবে কী নিয়ে চিন্তায় ছিলেন, সেটা আমাদের বলতে চাননি।

এদিকে, ঘটনার পর থেকেই পশু চিকিৎসকদের পাশাপাশি পশুপ্রেমীদের মধ্যেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নিখোঁজ হওয়া ওই চিকিৎসকের খোঁজ দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও একাধিক পোস্ট হয়েছে।

আগাম সতর্কতা পুলিশের

মেখলিগঞ্জ, ১৪ জুলাই : শ্রাবণ মাসে জল্পেশ মেলা উপলক্ষ্যে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আগাম সতর্কতা নিল মেখলিগঞ্জ পুলিশ। তিন বছর আগে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশে যাওয়ার সময়ে পিকআপ ভ্যানে জেনারেটরের শর্টসার্কিট থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। এই ধরনের ঘটনা যাতে ফের না ঘটে, সেজন্য নাকা চেকিং করবে পুলিশ। কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'কোচবিহার থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও অনেক পুণ্যার্থী মেলায় যান। তাঁদের যাতায়াতের রাস্তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা রাখা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ডিজে ব্যবহার করা যাবে না। কেউ যদি নির্দেশ মেনে না চলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুণ্যার্থীরা যাতে ভালোভাবে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন, সেজন্য পুলিশ সবরকম ব্যবস্থাই করবে।'

মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার পুণ্যার্থী অংশগ্রহণ করেন। হলদিবাড়ি ব্লক ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পুণ্যার্থীরা মেখলিগঞ্জ হয়ে খুব সহজেই জল্পেশ পৌঁছে যান। মেখলিগঞ্জ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চ্যাংরাবান্ধা-কলসিবান্ধা সংলগ্ন এলাকা ও চৌরঙ্গিতে রবিবার ও সোমবার বিশেষ নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। একইসঙ্গে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুণ্যার্থীরা যদি জল্পেশমেলায় ডিজে, জেনারেটর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০২২ সালে শীতলকুচি থেকে পিকআপ ভ্যানে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন একদল পুণ্যার্থী। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা শিবা সাহা বলেন, 'পুলিশ পুণ্যার্থীদের ভালোর জন্য বিগত দিনে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে। অসচেতন মানুষ কিছুতেই তা মানতে চাননি। পুলিশের এসবের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

১৮ই জুলাই, ২০২৫ (শুক্রবার)

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা
স্থান: মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক
প্রধান নগর, শিলিগুড়ি

দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
স্থান: মেরিনা মেডিকেল সেন্টার
বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি

এই সমস্যাগুলির জন্য পরামর্শ নিন
• বুকে ব্যথা বা চাপ লাগা • হার্ট ফেলিওর • হার্ট অ্যাটাক
• হাঁটাচলা করতে শ্বাসকষ্ট • অনিয়মিত হার্ট বিট
• হার্ট ভালভের সমস্যা • মাথা ঘোরা/অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
• হার্ট বাইপাস সার্জারি • হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট

বিশদ জানতে ফোন করুন
7605005520 | 7044499831

MEDICA Hospitals caring for life
A part of Manipal Hospitals Network
Marina MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED

১২৭ মুকুন্দপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৭০০০৯৯ 033 6652 0000
contactus@medicahospitals.in www.medicahospitals.in

পরকীয়া করায় উত্তমমধ্যম

হলদিবাড়ি, ১৪ জুলাই : পরকীয়া করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পরার পর গ্রামবাসীরা বিয়ে দিলেন। রবিবার রাতে হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, হলদিবাড়ি শহরের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তির সঙ্গে খালপাড়ার এক মহিলার অনেকদিনের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। দুজনে বিবাহিত ও সন্তান আছে। রবিবার রাতে ওই ব্যক্তি মহিলার ঘরে ঢুকলে প্রতিবেশীরা দুজনকে ধরে ফেলে উত্তমমধ্যম দেন। এরপর পাড়ার এক মন্দিরে তাঁদের বিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি থানায় নিয়ে আসে। যদিও ওই ব্যক্তির দাবি, ওই মহিলার সন্তানের শরীর খারাপ। সেজন্য তিনি ওষুধ দিতে গিয়েছিলেন।

এদিকে, সোমবার একই গ্রামে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। একই এলাকায় পরপর দু'দিন এমন ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। খালপাড়ার এক মহিলার সঙ্গে হলদিবাড়ি শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক তরুণের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন ওই মহিলার ঘরে দুজনকে প্রতিবেশীরা আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলেন। এরপর তাঁদের স্থানীয় কালী মন্দিরে বিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ এসে পড়ায় তাঁদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

জাল ফেলে মাছ ধরার আশায়। সোমবার কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

গাছ কাটার দাবি

জামালদহ, ১৪ জুলাই : জামালদহ বাজারের শনি মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বিশালকায় মৃত কদম গাছ। গাছটির আশপাশে রয়েছে অসংখ্য দোকানপাট। গাছটি মারা যাওয়ায় মাঝেমধ্যেই শুকনো ডালপালা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে দোকানের ওপর। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন দোকানপাট। আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ৩ থেকে ৪ বছর কেটে গেলেও হুঁশ নেই প্রশাসনের। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গাছটি মারা গেলেও সেটিকে কেটে ফেলার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন।

বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রঞ্জিত মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে মৃত গাছটি কাটার ব্যবস্থা করুক।'

দুষ্কৃতীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প

হলদিবাড়ি, ১৪ জুলাই : রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে বিপন্ন সরকারি প্রকল্প। প্রকল্পের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করার পাশাপাশি পিলার ভেঙে ফেলা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৩৮ নম্বর সামিলাবস এলাকায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দাবি, ইতিমধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা সংগ্রহ করে সেখানে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। প্রকল্পের টিউবওয়েল, দরজা, সীমানার বেড়া খুলে নিয়ে গিয়েছে। ঠিকাদারি সংস্থার দেখভালের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পুনরায় অর্থবরাদ্দ করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করা হয়েছে। স্থানীয় তরুণ ভূষণ মণ্ডল বলেন, 'সম্প্রতি

পিলার ভেঙে টিনের চাল নামানো হয়েছে।

প্রকল্পের টিন খুলে নেওয়ার জন্য পিলার ভেঙে টিনের চাল নামানো হয়েছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের।' ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি এলাকায় পৃথক পাঁচটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৩৮ নম্বর সামিলাবস এলাকায় এমনই একটি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। তাতেই দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলছে।

> রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সরকারি প্রকল্পে অসামাজিক কাজকর্ম চালাচ্ছে। প্রকল্পের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অর্থের ক্ষতির পাশাপাশি ওই প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।
>
> **তুলি খাতুন**
> পঞ্চায়েত প্রধান

হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুলি খাতুন বলেন, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সরকারি প্রকল্পে অসামাজিক কাজকর্ম চালাচ্ছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অর্থের ক্ষতির পাশাপাশি ওই প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।

ভারতীয় স্থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে :-

ক) ৬৬তম স্বল্পমেয়াদি সেবা কমিশন (প্রযুক্তি) কার্যক্রম (পুরুষ) এপ্রিল ২০২৬-এর জন্য।
খ) ৬৬তম স্বল্পমেয়াদি সেবা কমিশন (প্রযুক্তি) কার্যক্রম (মহিলা) এপ্রিল ২০২৬-এর জন্য।

২. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে :-

ক) স্বল্পমেয়াদি সেবা কমিশন (প্রযুক্তি) কার্যক্রম :- পুরুষ – ১৬ই জুলাই থেকে ১৪ই অগাস্ট ২০২৫
খ) স্বল্পমেয়াদি সেবা কমিশন (প্রযুক্তি) কার্যক্রম :- মহিলা – ১৬ই জুলাই থেকে ১৪ই অগাস্ট ২০২৫

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-

(a) 66th Short Service Commission (Tech) Men Course Apr 2026.
(b) 66th Short Service Commission (Tech) Women Course Apr 2026.

2. Online applications will open as under:-

(a) SSC (Tech) Course - Men - 16 Jul to 14 Aug 2025
(b) SSCW (Tech) Course - Women - 16 Jul to 14 Aug 2025

দ্রষ্টব্য :-
১. সেনাতে ভর্তি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যের প্রক্রিয়া। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞপ্তিটি জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।
Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.
CBC 10601/11/0025/2526

অবহেলার শোলা শিল্প

প্রসেনজিৎ সাহা

ভেটাগুড়ি, ১৪ জুলাই : শুধু জিলিপি নয়, ভেটাগুড়ির শোলা শিল্প সমগ্র উত্তরবঙ্গের গর্ব। একসময় এই ভেটাগুড়ি শোলার গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। এই শোলা শিল্প আজ হারানোর পথে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগই আজ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে নবীন প্রজন্ম এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। অথচ একসময় এই ভেটাগুড়িতে তৈরি শোলার ডাকের সাজে কত দেবদেবীর মূর্তি সেজে উঠেছে। বিয়ে হোক বা অন্নপ্রাশন, ভেটাগুড়ির শিল্পীদের তৈরি শোলার মুকুটের কদর ছিল সব জায়গায়। আজও উত্তরবঙ্গের একাধিক মহকুমা, জেলা এবং অসমের একাংশে ভেটাগুড়ির শিল্পীদের তৈরি শোলার মালা, মুকুটের চাহিদা রয়েছে। তবে আগের মতো সেই উদ্যম আর নেই।

আগে ভেটাগুড়ির অলিগলিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শোলার ফালি কাটার কাজ চলত। এলাকার প্রবীণরা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভেটাগুড়ির বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব শান্তি বর্মনের গলায় শোনা গেল আক্ষেপের সুর। তাঁর পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধেক তৈরি শোলার মালা, মুকুট সহ অন্যান্য পুজোর সামগ্রী। তাঁর কথায়, 'সকাল থেকে এই কাজ করি। কিন্তু এখন আর সেরকম বাজার নেই। এই কাজ করে সংসার চলে না। তাই ছেলেমেয়েরা এই কাজ শিখতে চায় না। সরকার থেকে যদি প্রশিক্ষণ দিত বা ঋণের ব্যবস্থা করত, তাহলে হয়তো নতুন প্রজন্মের উৎসাহ থাকত।'

গ্রামের প্রবীণ শিল্পী লিচু বর্মনের কথায়, 'একসময় শোলার কাজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী করতে গিয়েছি। এখন মূলধনের জোগান না থাকায় অনেকে এই শিল্প থেকে সরে আসতে চাইছেন।' তিনি জানান, একসময় গ্রামের কোনও শিল্পীর বাড়িতে সরকারের তরফে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এখন সেসবের বালাই নেই। এমনকি ১০-১২ বছর আগে এই শিল্পের জন্য ঋণ পাওয়া যেত। এখন নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। ঋণ পেলে সুবিধে হত বলে তাঁর দাবি। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে ঋণের পাশাপাশি স্থায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রয়োজন রয়েছে। দিনহাটা-১'এর বিডিও গঙ্গা ছেত্রী বলেন, 'এই শিল্পীরা তাঁদের সমস্যা নিয়ে কখনও আমার কাছে আসেননি। বর্তমানে একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ হয়। তাঁরা চাইলে এবিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি শোলাশিল্পীদের অন্যতম সমস্যা হল নির্দিষ্ট বাজার না থাকা। শোলাশিল্পী রত্না বর্মনের কথায়, 'আমাদের থেকে মিডলম্যানরা শোলার সামগ্রী নিয়ে যান। তাঁরা বাজারে ভালো দাম পেলেও আমাদের হাতে সামান্য টাকা আসে।' এলাকার প্রবীণদের কথায় এই শিল্প তো কেবল ব্যবসা নয়, এটা তাঁদের সংস্কৃতি। বাজার নেই তাই এই শিল্প দিন-দিন যেন মরে যাচ্ছে।

ভেটাগুড়িতে শোলার মালা গাঁথতে ব্যস্ত এক শিল্পী।

টুকরো খবর

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

তুফানগঞ্জ, ১৪ জুলাই : তুফানগঞ্জ থানার কালজানি সেতু সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সঞ্জীব দাস (২৭) নামে এক তরুণের। তাঁর বাড়ি মারুগঞ্জের ভেলাকোপা এলাকায়। সঞ্জীব বাইক নিয়ে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় উলটোদিক থেকে আসা একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ চালককে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

চোখ পরীক্ষা

হলদিবাড়ি, ১৪ জুলাই : কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও হলদিবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় চোখ পরীক্ষা শিবির হল। সোমবার পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ শুভেন্দু হাজরা, অপট্রোমেট্রিক কনসালট্যান্ট প্রলয়কুমার পান্ডা, আবুল হোসেন মল্লিক। মোট ৪৫০ জন চোখ পরীক্ষা করান। ৩৭২ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হবে।

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে অসম সরকারের নোটিশ পাঠানোর প্রতিবাদে সোমবার কোচবিহার জিএসটি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল অল কামতাপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফে কৌশিক বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজবংশী ও কামতাপুরিদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে আসছে। উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে হয়রান করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।'

ঝুলন্ত দেহ

শীতলকুচি, ১৪ জুলাই : সোমবার খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট মধুসূদন গ্রামে বাড়ি থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শেফালি বিবি (৫৫)। অন্যদিকে, ঘুঘুরারডাঙ্গা এলাকায় আছমা বিবি (৩৫) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

বৃক্ষরোপণ

জামালদহ, ১৪ জুলাই : বনমহোৎসব কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পরিবেশ রক্ষায় বন বিভাগের উদ্যোগে সোমবার জামালদহে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিকারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতাধিক গাছের চারা লাগানো হয়েছে।

বিয়ের আসরে বিজন সাহা ও শম্পারানি। -সংবাদচিত্র

আইনি জটে যুগলের সংসারজীবন

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১৪ জুলাই : বাংলাদেশি তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ভারতীয় তরুণের। কিন্তু তাঁদের একসঙ্গে থাকায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইনি জটিলতা। ভৌগোলিক সীমারেখা, নাগরিকত্ব আইন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রক্রিয়ার জটিলতা সবকিছু মিলে ওই নবদম্পতির জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। পারিবারিক সম্মতিতে এবং ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে বিয়ে হলেও, এখনও পর্যন্ত একসঙ্গে সংসার শুরু করতে পারেননি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের তরুণ বিজন সাহা ও বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার তরুণী শম্পারানি প্রামাণিক।

বিজনের বাড়ি তপন ব্লকের রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্দাপাড়া গ্রামে। শম্পারানি বাংলাদেশের মান্দা থানার শাটইল গ্রামের বাসিন্দা। দুজনেই সনাতন ধর্মাবলম্বী।

২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রথমে বাংলাদেশে আইনগতভাবে রেজিস্ট্রি বিবাহ করেন তাঁরা। এরপর চলতি বছরের ৪ জুলাই ধর্মীয় আচার বিধি মেনে সামাজিক বিবাহ করেন তাঁরা। সবদিক থেকেই বিবাহটি আইনি ও সামাজিকভাবে বৈধ হলেও বাস্তবে এখনও তাঁরা একসঙ্গে সংসারজীবন শুরু করতে পারেননি।

সমস্যার মূল কারণ—কনের ভারতে বসবাসের অনুমতির জন্য ভিসা এখনও মেলেনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অ্যাপোস্টিল অনুমোদনপ্রাপ্ত নথি না থাকায় শম্পারানি প্রামাণিকের ভিসার আবেদন গৃহীত হয়নি। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃত হলেও, জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে বিজন বলেন, 'আমরা দু'দেশের আইন মেনেই বিবাহ করেছি। এখন শুধু চাইছি একসঙ্গে সংসার করার অনুমতি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্ত্রীর ভিসার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। সরকারের কাছে আবেদন, যাতে দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আমরা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারি।'

অন্যদিকে শম্পারানির বক্তব্য, 'আমি ভারতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে চাই। ইতিমধ্যেই ভিসার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু এখনও অনুমোদন মেলেনি। প্রতিদিনই অপেক্ষা করছি কোনওদিন যদি সুখবর আসে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগে এরকম সমস্যা হত না। ইদানীং দুই দেশের টানাপোড়েনের জন্য আইনি জটিলতা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এখানকার অনেকেই বাংলাদেশের মেয়েকে বিয়ে করেছেন তবে তাঁদের সময় এরকম জটিলতা দেখা যায়নি। এই ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল শীল বলছেন, 'যেখানে আইন মেনেই বিবাহ হয়েছে, সেখানে দেরি না করে সরকারের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। এটা এক দম্পতির মানবিক ও সাংসারিক অধিকার।'

গ্রামের কলেজে আবেদন কম

উচ্চশিক্ষায় দুরবস্থা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : স্নাতক স্তরে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বাড়ায় শহরের কলেজগুলিতে আবেদনের সংখ্যা বাড়ল অনেকটাই। তবে গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে আবেদনের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম।

সোমবার জেলার বেশ কয়েকটি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শহরের কলেজগুলিতে আবেদনকারীর সংখ্যা হাজারখানেক বাড়লেও গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলির ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা ১৫০, কোথাও আবার ৩০০-র একটু বেশি। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়লেও পড়ুয়াদের প্রথম পছন্দের কলেজ হিসেবে গ্রামীণ কলেজগুলিতে আবেদনে খুব বেশি হেরফের হয়নি। গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে যে এবার আসন অনেকটাই ফাঁকা থাকবে, সেকথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষদের অনেকেই। এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দে বলেন, 'এবার উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণের সংখ্যা গতবারের তুলনায় কম হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে তার প্রভাব পড়বে। এবার প্রচুর আসন গ্রামীণ কলেজগুলিতে ফাঁকা থাকবে বলে মনে হচ্ছে।'

এবছর কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত ১৭ জুন থেকে। এরপর অবশ্য ভর্তির আবেদনের সময়সীমা ১৫ জুলাই অবধি বাড়ানো হয়েছে। বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়ে ২,৬০০ আসন থাকলেও ৩০ জুন পর্যন্ত সেখানে ১,২৫৫টি আবেদন জমা পড়েছিল। সেসময় ১৪৪ জনের প্রথম পছন্দ ছিল এই কলেজ। তবে সোমবার সন্ধে পর্যন্ত সেখানে ১,৪৯৯টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৯০ জনের প্রথম পছন্দ এই কলেজ। আবেদনকারীর সংখ্যা এবং প্রথম পছন্দের সংখ্যা কিছুটা বাড়ায় খুশি কলেজের টিআইসি কার্তিক সাহা।

> **ফারাক**
>
> ■ ভর্তির সময়সীমা বাড়ানোর পর শহরের কলেজগুলিতে আবেদনকারীর সংখ্যা হাজারখানেক বেড়েছে
>
> ■ গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলির ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১৫০, কোথাও আবার ৩০০-র একটু বেশি

মেখলিগঞ্জ কলেজকে প্রথম পছন্দ হিসেবে নির্বাচন করা আবেদনকারীর সংখ্যা মাত্র চারটি বাড়লেও সেখানে সবমিলিয়ে আবেদন সংখ্যা বেড়েছে ১৫০টি। বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে ৩০ জুন পর্যন্ত ১,৪৯৮টি আবেদন পড়লেও সোমবার বিকেল পর্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৩২টি। প্রথম পছন্দ হিসেবে এই কলেজকে নির্বাচনকারীর সংখ্যা ২৫৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৭৬। এদিকে, ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে ১,৬৪৯টি আসন থাকলেও এখন পর্যন্ত ১,৫১৬টি আবেদন জমা পড়েছে। এদিকে শহরের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে ২,২২৫টি আসনের জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত ৩,৮২০ জনের আবেদন জমা পড়েছিল। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,১১৪টি। প্রথম পছন্দ হিসেবে এই কলেজে আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০।

কোচবিহার কলেজে ৩,০৬০টি আসনের প্রেক্ষিতে আবেদনের সংখ্যা বর্তমানে ১৫ হাজার পেরিয়েছে। এবিএনশীল কলেজে ১,৩২৮টি আসনের জন্য প্রায় ১৩ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো প্রসঙ্গে এবিএনশীল-এর অধ্যক্ষ নিলয় রায় বলেন, 'এতে প্রতিটি কলেজেই আবেদনকারীর সংখ্যা কিছুটা হলেও বেড়েছে। সবদিক দিয়ে দেখলে এতে বহু পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেন।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চল যাই দূরের কোনও দেশে।।
ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন কৌশল ঘোষ।

পঞ্চায়েত অফিসে জলাধার বেহাল

দুর্ভোগ বাসিন্দাদের

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৪ জুলাই : খোদ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এই অফিসে বিভিন্ন কাজে আসা বাসিন্দাদের তেষ্টা পেলে জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ২০১৬ সালে একটি জলাধার বসানো হয়েছিল। বর্তমানে জলাধারটি বেহাল হয়ে পড়ে আছে। তিন বছর ধরে সেখান থেকে পানীয় জল পান না পঞ্চায়েত অফিসে আসা বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত প্রধান শ্রদ্ধা প্রামাণিক বলেন, 'জলাধারে জল তোলার মোটর চুরি যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। নতুন মোটর কিনে জলাধারটি সারাই করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

সোমবার পঞ্চায়েত অফিসে আসা সুশান্ত বর্মন বলেন, 'নানান সমস্যা নিয়ে কয়েকশো বাসিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন রোজ। এই গরমে তৃষ্ণা পেলে জলের জন্য এদিক ওদিক ঘুরতে দেখা যায় তাঁদের। পঞ্চায়েত অফিসে জলের ব্যবস্থা থাকবে না, এটা কেমন কথা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে! দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানাই।'

আরেক বাসিন্দা দীপা পালের মন্তব্য, 'জলাধারের কোনও কল দিয়েই জল বের হয় না। খোদ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পানীয় জল পাওয়া যায় না। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। দলের শীতলকুচি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নবীন বর্মন বলেন, 'এই পানীয় জলের জলাধারটি বসানোর নামে শুধু টাকা হাতিয়ে নিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর অফিসে দোকানের কেনা জল পান করেন। বাসিন্দারা জল পেলেন কি না, তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। ভাঐরথানা হাইস্কুলের সামনে জলাধারটি। তাই এটি সংস্কার হলে স্কুল পড়ুয়ারাও পানীয় জল পাবে।'

ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বেহাল জলাধার। -সংবাদচিত্র

বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস।

রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের চাহিদা বাড়ছে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৪ জুলাই : শুরু হয়েছে আমন চাষের মরশুম। কিন্তু তীব্র গরমে চাষের জমি ফেটে চৌচির। কোনওরকমে পাম্পসেট দিয়ে জমি তৈরির পর চারা রোপণ করতে না পারলে চরম সমস্যায় পড়ে যাবেন কৃষকরা। চষা জমি একবার শুকিয়ে গেলে খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। চারা রোপণের ক্ষেত্রেও রয়েছে সমস্যা। পর্যাপ্ত শ্রমিক নেই। এমন অবস্থায় কৃষকরা রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিনের সাহায্যে আমন ধানের চারা রোপণের দিকে ঝুঁকছেন। ১ দিনে ১০-১২ বিঘা জমিতে এই যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা যায়। শ্রমিকের খরচ নেই।

ধলপলে রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিনের সাহায্যে চারা রোপণ করা হচ্ছে।

গতবছরের তুলনায় এবছর তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে দ্বিগুণ জমিতে এই যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছে। তুফানগঞ্জের ধলপল-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, নাটাবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চলছে যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপণ করার কাজ। ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুশ এলাকার সোলেমন আলি বলেন, 'আমি গতবছর ১০ বিঘা জমিতে রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিনের মাধ্যমে আমন ধান চাষ করে লাভবান হয়েছিলাম। এবছর প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে এই যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপণ করা হয়েছে। আশা করি ফলন খুব ভালো হবে।'

এই রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিন দিয়ে ফার্মার্স ক্লাব উচ্চফলনশীল ধানের চারা কৃষকের জমিতে রোপণ করে দিয়ে থাকে। এজন্য বিঘা প্রতি কৃষককে দিতে হয় ১,৮০০ টাকা।

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমৃদ্ধি ফার্মার্স ক্লাবের সদস্য আজাহার সরকারের কথায়, 'কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা ১১ জনের একটি দল তৈরি করি। এই দলের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল 'ধীরেন', 'মালি ১' জাতের বীজের বীজতলা তৈরি করা হয়। ১৫ থেকে ২১ দিনের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিনের সাহায্যে সমান দূরত্বে চারা রোপণ করা যায়। ১ বিঘা জমিতে চারা রোপণ করতে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট সময় লাগে।'

এই পদ্ধতিতে চারা রোপণের সুবিধাগুলি হল নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণের ফলে কৃষকদের পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। রোগপোকার আক্রমণ অনেক কম হবে। খরচ অনেকটাই কম হওয়ার পাশাপাশি ফলন খুব ভালো হয়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ তাপস দাস বলেন, 'রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার মেশিনের সাহায্যে চাষের পদ্ধতি দিন-দিন জনপ্রিয় হচ্ছে তুফানগঞ্জে। এতে চাষের খরচ যেমন কম হয়, ঠিক তেমনি ফলন অনেক ভালো হয়। লাইন করে চারা রোপণের ফলে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।'

বিদ্যুতের তারে বিপদের আশঙ্কা

ফেশ্যাবাড়ি ও নিশিগঞ্জ, ১৪ জুলাই : দীর্ঘদিন থেকেই রাস্তার উপর বিপজ্জনকভাবে ঝুলে ছিল বিদ্যুতের তার। অঘটন এড়াতে সেই তার বাঁশ দিয়ে কিছুটা উপরে তুলে রেখেছেন বাসিন্দারা। তাতে নীচ দিয়ে কোনওমতে যাতায়াত চলছে। অভিযোগ, কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। অগত্যা ভরসা বাঁশ। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি (ডব্লিউবিএসইডিসিএল) ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছন্নমাদার গ্রামে।

শালটিয়া নদীর উপর কোদালখেতি গ্রামে নতুন সেতু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সেতুর উভয় দিকে পেভার্স ব্লকের নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তা ধরে দৈনিক প্রচুর সংখ্যক মানুষ ফেশ্যাবাড়ি থেকে নিশিগঞ্জ চলাচল করেন। টোটো, অটো ও বড় গাড়ি চলাচল করছে। সেই দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে রাস্তাটির। এই রাস্তার ওপরই বিদ্যুতের তারটি বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। ছন্নমাদারের বাসিন্দা জমির মিয়াঁ বলেন, 'দু'মাস আগে তার ছিঁড়েছিল। বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়ে লাভ হয়নি। ওই তার গাড়ির সংস্পর্শে এসে যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে। তাই বাঁশ বেঁধে উঁচু করে দিয়েছি আমরা।' স্থানীয় কলেজ পড়ুয়া সমীর হোসেনের মন্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উপর দীর্ঘদিন থেকে এভাবে ঝুলে রয়েছে বিদ্যুৎবাহী তার। দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে সমস্যার সমাধান জরুরি।' সোমবার দোলং মোড় শাখার স্টেশন ম্যানেজার অশোক কুমার বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সাপের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা ছাড়া হল জঙ্গলে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : সাপ উদ্ধার করতে গিয়ে পরিবেশপ্রেমীদের হাতে এসেছিল ২২টি গোখরো সাপের ডিম। প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে এবার সেই ডিম থেকেই বাচ্চা ফুটিয়ে জঙ্গলে ছাড়া হল। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে বন দপ্তর।

গত মে মাসে ময়নাগুড়ি ব্লকের বৌলবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ী হিরণ্ময় পালের দোকানে একটি গোখরো সাপের দেখা মেলে। সাপ ধরার জন্য ডাক পড়ে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সংগঠনের সদস্য নন্দু রায়, পুরঞ্জয় নাগ ও সাহেব দাস। কিন্তু তল্লাশি চালালেও সাপের খোঁজ মেলেনি। তবে ২২টি গোখরো সাপের ডিম পাওয়া যায়। তারপর তারা ডিমগুলোকে উদ্ধার করে আনেন। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'ডিমগুলোকে প্রথমে একটি ড্রামে বালির মধ্যে রাখা হয়। তারপরে মাটি ও ধানের ভুসি এবং যে জায়গা থেকে ডিমগুলো উদ্ধার হয়েছে সেখানকার মাটি দিয়ে একটা জায়গায় রাখা হয়। সমস্ত কিছুই নজরে রাখা হয়। তারপর, প্রাকৃতিকভাবে বানানো সেই ব্যবস্থায় বাচ্চাগুলো ডিম ফুটে বেড়িয়ে আসে।' তিনি আরও বলেন, 'সাধারণত গোখরো সাপের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে দু'মাস সময় লাগে। ২২টি ডিমের সবগুলো থেকেই বাচ্চা হয়েছে।' এদিন সাপের বাচ্চাগুলোকে রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের উপস্থিতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। রামশাই মোবাইল স্কোয়ার্ডের বন আধিকারিক ভূপতি শীল বলেন, 'বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সাপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই দিক থেকে এই সাপের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে নজির গড়েছে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা।' তিনি এও বলেন, 'এবার প্রথম নয়। এর আগেও ওই সংগঠন এই ধরনের কাজ করেছে।'

ছোট তারা

তুফানগঞ্জ- ১ ব্লকের দেওচড়াই হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সুস্মিতা বর্মন পড়াশোনায় খুব ভালো। পাশাপাশি আবৃত্তি ও নৃত্যে পারদর্শী সে।

সাফারি পার্কে তনয়ার আরও তিন 'তনয়'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে খুশির হাওয়া। আরও তিনটি শাবকের জন্ম দিল সিংহী তনয়া। চলতি বছরের মার্চে নতুন অতিথিদের জন্ম হয়েছে। গত দু'বছরে সব মিলিয়ে চার সন্তানের জন্ম দিল ওই সিংহী। সাফারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তনয়ার চার সন্তানই পুরুষ।

পার্কে ক্রলে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে সিংহী ও তার তিন তনয়কে। শাবকরা যেন কোনওভাবেই মায়ের কাছছাড়া না হয়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আপাতত এনক্লোজারের কিপার ছাড়া খুব বেশি লোক যাচ্ছেন না ধারেকাছে। সময়মতো প্রয়োজনমাফিক ওষুধ আর খাবার দেওয়া হচ্ছে সিংহী এবং তার শাবকদের। তনয়া সদ্য মা হওয়ায় এই মুহূর্তে তাই বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ সাফারি চালু করা যাচ্ছে না। পুজোর আগে তাই সাফারিতে সিংহের দর্শন না মেলার সম্ভাবনাই বেশি, জানিয়েছেন কর্তারা। রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কথায়, 'তিন শাবকই বর্তমানে সুস্থ। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি ঘোষণা করা হয়নি।'

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরার সিপাইজলা চিড়িয়াখানা থেকে একজোড়া সিংহ আনা হয়েছিল সাফারি পার্কে। ওই সময় সিংহ দম্পতির নাম নিয়ে বিভ্রাট দেখা দেয়। শেষে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশ ওই বিতর্কে জল ঢালে। রাজ্য সরকার দম্পতির নাম বদলে দেয়। রাজ্য আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, ত্রিপুরার সিপাইজলা চিড়িয়াখানাতেই তাদের নাম রাখা হয়েছিল। এখানে আসার পর নতুন করে নামকরণ হয়নি। পরবর্তীতে আদালতে মামলার নিষ্পত্তির পর দুজনের নাম পরিবর্তন করে সুরজ ও তনয়া রাখা হয়।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে তনয়া। -ফাইল চিত্র

> **স্বাগত 'সিম্বা'**
>
> ■ প্রথমবারে তিন শাবকের জন্ম দেয় তনয়া
>
> ■ দুটোর মৃত্যু হয়, একটি বেঁচে
>
> ■ হরমোনাল চিকিৎসার পর ফের অন্তঃসত্ত্বা হয় সিংহী
>
> ■ মার্চে আরও তিন শাবকের জন্ম দিয়েছে সে

সেবছরই দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সিংহী তনয়া। সাফারি সূত্রে খবর, সেবারও তিন শাবকের জন্ম দিয়েছিল সে। কিন্তু একটি শাবক বাদে বাকি দুটোর জন্মের পরেই মৃত্যু হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর চিকিৎসক বাঁচিয়ে তোলেন তৃতীয়টিকে। তারপর থেকে তনয়ার হরমোনাল চিকিৎসা চালানো হচ্ছিল। ২০২৪ সালের শেষদিকে ফের অন্তঃসত্ত্বা হয় ওই সিংহী। চলতি বছরের মার্চেই তিন শাবকের জন্ম দেয় সে। সব মিলিয়ে সাফারিতে এখন সিংহের সংখ্যা ছয়। বিশেষ যত্নে রাখা হচ্ছে নতুন অতিথিদের।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ পান করছে, তাই তনয়াকে বেশি পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। তীব্র গরমে যাতে সিংহী কষ্ট না পায়, সেজন্য ডায়েট চার্টে বাড়ানো হয়েছে জলের পরিমাণও। কিছুদিন পর মা এবং শাবকদের ধীরে ধীরে এনক্লোজারে ছাড়া হবে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরেই নতুন অতিথিদের সাফারির জন্য জনসমক্ষে আনা হবে বলে সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গেল।

বুধে শুনানি

ওড়িশা ও দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক রাখার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলাগুলি একত্রে শুনানি হবে বুধবার। ওড়িশায় আটকরা ফিরেছেন বলে আদালতে জানানো হয়েছে।

ঘাটালে বন্যা

দু'মাসের মধ্যে তিনবার বন্যার কবলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল। মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। রবিবার বিকাল থেকে নদীর জলস্তর নতুন করে বাড়েনি। পরিস্থিতির মোকাবিলায় নেমেছে প্রশাসন।

সমুদ্রে নিখোঁজ

বকখালির সমুদ্রে স্নান করতে নেমেই তলিয়ে গেলেন ২৪ বছরের তরুণ পর্যটক। রবিবার নিখোঁজ হয়েছিলেন মল্লিকপুরের বাসিন্দা ইমতাজুল আরসিন। সোমবার পাতিবুনিয়া থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

এগিয়ে বাংলা

নীতি আয়োগের রিপোর্টে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে অনেকটাই এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার সমাজমাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে ধর্নায় দোলারা

বুধবার মমতার সঙ্গী অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৪ জুলাই : ভিন রাজ্যে বাঙালি অত্যাচার নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। এই ইস্যুতে আগামী ১৬ জুলাই কলকাতার রাজপথে নামার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ জুলাইয়ের মিছিলে তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে শামিল হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর মমতা-অভিষেকের একসঙ্গে পথে নামবেন।

এদিকে দিল্লির বসন্তকুঞ্জে বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণ নিয়ে দলের রাজ্যসভার চার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সাগরিকা ঘোষ, দোলা সেন এবং সাকেত গোখলে সোমবার দুপুর তিনটে থেকে ধর্নায় বসেন। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে পর্যন্ত এই ধর্না অবস্থান চালাবেন তাঁরা। রাজধানীতে বাংলাভাষীদের অবমাননা করা হচ্ছে এই অভিযোগে

বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদ

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রবিবার সকালেই তৃণমূলের প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শনে যান। ফের সোমবার থেকে ধর্না অবস্থানে বসেছে তৃণমূল। একইসঙ্গে ধর্নায় বসেছেন এলাকার বাসিন্দারাও। এলাকার মধ্যেই একটি ঘরে মাদুর পেতে সাংসদদের সঙ্গে ধর্নায় কোচবিহারের দিনহাটা থেকে আসা কয়েকশো খেটেখাওয়া মানুষ। কোনও স্লোগান নয়, বদলে হাতিয়ার নজরুলের, 'কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট।'

জয়হিন্দ কলোনির বাসিন্দাদের বেশিরভাগই কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা। যে জমিতে তাঁরা রয়েছেন, সেই জমির মালিকানা নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা চলছে। ৬০ বিঘা জমির জন্য তিরিশজন মালিকানা দাবি করেছেন। এমতাবস্থায় প্রশাসনের তরফে এলাকার বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। যদিও বাসিন্দাদের বক্তব্য, তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে। এই অবস্থায় বাচ্চা, বৃদ্ধ নিয়ে তাঁরা কোথায় যাবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, 'মানবিক কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এঁদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত। এঁদের একটাই অপরাধ এঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন।' তবে, রাজধানীর প্রায় ডজনখানেক বস্তির এই একই অবস্থা। বারবার উচ্ছেদের কবলে পড়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছেন বাংলা থেকে কাজের সন্ধানে রাজধানীতে আসা মানুষজন। এবার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসকদল বিষয়টিকে সংসদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

সোমবার নয়াদিল্লির জয়হিন্দ কলোনিতে এলাকাবাসীর সঙ্গে ধর্নায় তৃণমূলের দোলা, সুখেন্দুশেখররা।

হরিয়ানার রাজ্যপাল বঙ্গের বিজেপি নেতা

অসীমের নিয়োগে আদি কর্মীদের বার্তা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জুলাই : বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অসীম ঘোষকে হরিয়ানার রাজ্যপাল করে রাজ্য বিজেপি ও বিশেষত আদি বিজেপিকে বার্তা দিল কেন্দ্র। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অসীম ঘোষকে হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগের কথা জানানো হয়। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, তথাগত রায়ের পর অসীম ঘোষ হলেন বঙ্গ বিজেপির তৃতীয় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি যিনি এই সুযোগ পেলেন। তবে তার জন্য অসীমকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন পাওয়ার পর খুশির মধ্যেও তাই সেই আক্ষেপ চেপে রাখতে পারেননি অসীম।

রাজ্য বিজেপিতে শমীক-যুগ শুরু হওয়ার পর, দলে আদি বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। সেই হাওয়ায় এবার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, অধ্যাপক ও শিক্ষানুরাগী অসীম ঘোষকে রাজ্যপাল করে বঙ্গ বিজেপিকে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ১৯৯১-তে দলে যোগ দিয়ে রাজ্য সভাপতি পদে উঠে এসেছিলেন অসীম। ২০০২ সালে সভাপতিপদ হারানোর পর পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছিল তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠী। তবে রাজ্যস্তরে কাজ না পেলেও, কখনও ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক, কখনও জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হিসাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন অসীম। সর্বশেষ শমীকের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের সময়েও জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন অসীম। বিজেপির প্রবীণ নেতাদের মতে, দেরিতে হলেও শমীকের মতোই ভালো ও খারাপ সময়ে দলের প্রতি আস্থা রেখে লেগে থাকার সুফল পেলেন অসীম। তিনি নিজেও বলেছেন, 'দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে যে নিষ্ঠা এবং দায়িত্বের সঙ্গে দল করেছি, সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীজি, অমিত শা-জি যে গুরুদায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়েছেন, আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সেই দায়িত্ব আমি ভালো ভাবে পালন করব।'

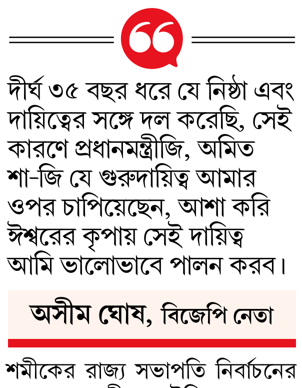

> দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে যে নিষ্ঠা এবং দায়িত্বের সঙ্গে দল করেছি, সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীজি, অমিত শা-জি যে গুরুদায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়েছেন, আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সেই দায়িত্ব আমি ভালোভাবে পালন করব।
>
> **অসীম ঘোষ,** বিজেপি নেতা

প্রায় ৮১ বছর বয়সে রাজ্যপালের গুরুদায়িত্ব পেলেও তাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখতে চান অসীম। তিনি বলেন, 'বয়সটা কোনও বাধা হবে না। হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসাবে মানুষ যাতে আমায় গ্রহণ করে, তার জন্য সর্বতোভাবে আমি চেষ্টা করব।' অসীমের মতে, পঞ্জাব-হরিয়ানা রাজ্য দুটি যদি একসাথে উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে, তাহলে হরিয়ানার অনেক সমস্যা কেটে যাবে। রাজ্যপাল হিসাবে সেই পরামর্শই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে চান।

অসীম ঘোষের খবরে আদি বিজেপি নেতা-কর্মীরা যথেষ্ট উজ্জীবিত। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এ বিষয়ে ওঁর খুবই আগ্রহ ছিল। আমরাও দলের প্রায় ১০০ জন প্রবীণ নেতার নাম বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে রেখেছিলাম। তাঁদের অনেকে নানা পদ পেয়েছেন। কিন্তু ৮০ হয়ে যাওয়ার পর, বিষয়টি মনে হচ্ছিল আর বোধহয় হবে না। সেই জায়গা থেকে এটা দল ও রাজ্যের বাঙালিদের কাছে খুবই আনন্দের খবর।' প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অসীমকে শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তথাগত রায়ও তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান। তথাগত বলেন, 'এটা কেন্দ্রের সময়োপযোগী, ভালো সিদ্ধান্ত। বাংলা ও বাঙালিকে বিজেপি যে গুরুত্ব দেয় এটা তার প্রমাণ।'

মন্ত্রীদেরও মাঠে নামতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি, শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের মতো বিভিন্ন মামলায় অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার। শুধু অস্বস্তি বললে ভুল হবে, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা চাপের মুখে সরকার। অবস্থা মোকাবিলায় বাঙালি আবেগ উসকে দেওয়ার পাশাপাশি ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশকে উচ্চাঙ্গে পৌঁছে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই কাজে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরাই শুধু নন, রাজ্য মন্ত্রীসভায় তাঁর সতীর্থ মন্ত্রীদের সক্রিয়ভাবে শামিল করতে চান তিনি। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের এই ব্যাপারে মাঠে নামতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যা সচরাচর রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সুনির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত অ্যাজেন্ডার বাইরে গিয়ে ঘটে না। এদিন বৈঠকে তারই প্রমাণ মিলেছে। যা থেকে স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারের বর্তমান অস্বস্তি কাটাতে এগুলিকেই অস্ত্র করতে চাইছেন। রাজ্যবাসীর কাছে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ঢালাও প্রচার চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বুধবার বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে দলের সঙ্গে পথে নামছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এই কর্মসূচি সফল করতে বৈঠকে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে দলের মন্ত্রীদের সার্বিক অংশগ্রহণ চান তিনি। জেলায় মন্ত্রীরা তাঁদের জেলায় এই ব্যাপারে প্রতিবাদে অংশ নেবেন। সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ সফল করতে রাজ্যের মন্ত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন এদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে। জেলা থেকে দলের অসংখ্য কর্মী, সমর্থকরা আসবেন কলকাতায় সমাবেশে যোগ দিতে। তাঁদের থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মন্ত্রীরা এই ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ জেলার দায়িত্ব নিজেরাই এই বিষয়ে নেবেন বলে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন বাঁধের বিশেষ করে ডিভিসির ছাড়া জলের মেদিনীপুর সহ কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বৈঠক শেষে মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

এসএসসি মামলা হাইকোর্টে

শুনানি শেষ, নিয়োগ নিয়ে রায়দান স্থগিত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জুলাই : একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে ভালো প্রার্থীকে বাছাই করার অধিকার রয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি)। যোগ্যতা থাকলে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে অংশ নিতে সওয়াল করল এসএসসি। নতুন নিয়োগ বিধিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত মামলায় সোমবার নতুনদের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে মত রাখল কমিশন। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'গত ৯ বছর ধরে নতুনরা সুযোগ পাননি। মামলাকারীদের যোগ্যতা থাকলে নিয়োগে অংশ নিন। উত্তীর্ণ করে চাকরি করুন। এখন এটা চাই, ওটা চাই বলছেন।' নতুন করে পরীক্ষায় বসতে না চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। ২২ লক্ষ ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ, নতুন পরীক্ষার্থীদের থেকে তাঁদেরকে পৃথক করা সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন অভিযান করেছেন তাঁরা।

তবে এদিন এসএসসি দাবি করেছে, 'কেউ ৪০ শতাংশ, আর কেউ ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন, তাহলে যিনি বেশি পেয়েছেন সেই প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া উচিত। রাজনীতিতেও আমরা শুনি যে, এই বুড়োরা কবে যাবে। তাহলে আমরা জায়গা পাব। নতুনদের সুযোগ দিতে হবে তো।' সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে।

> হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট শুধু শূন্য পদ পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৯ সালের নিয়োগ বিধি তৈরি হয়েছিল। ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি রয়েছে। কেউ এটি চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এসএসসি পড়ুয়াদের ভালো চিন্তা করেই পদক্ষেপ করে
>
> **কিশোর দত্ত**
> *রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল*

> গত ৯ বছর ধরে নতুনরা সুযোগ পাননি। মামলাকারীদের যোগ্যতা থাকলে নিয়োগে অংশ নিন। উত্তীর্ণ করে চাকরি করুন। এখন এটা চাই, ওটা চাই বলছেন।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *আইনজীবী, স্কুল সার্ভিস কমিশন*

বয়সে ছাড়, নম্বর বিভাজনে একক বেঞ্চ হস্তক্ষেপ না করায় ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট শুধু শূন্য পদ পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৬ সালের বিধির পরে ২০১৯ সালের নিয়োগ বিধি তৈরি করা হয়েছিল। এখন ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি রয়েছে। কেউ এটি চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এসএসসি পড়ুয়াদের ভালো চিন্তা করেই পদক্ষেপ করে। সরকার শূন্যপদের হিসেব রেখে নিয়োগের পরিস্থিতি তৈরি হলে একসঙ্গে সব শূন্যপদ ঘোষণা করতে পারে। প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য শূন্য পদে পার্থক্য থাকে। কোনও পরীক্ষার্থী বলতে পারে না প্রতিযোগী নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের যোগ্যতার বিষয়টি কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এসএসসির সেই ক্ষমতা রয়েছে।

কল্যাণেরও যুক্তি, '২০১৬ সালের বিধি মেনে বয়সে ছাড় দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা করতে হলে ২০১৬ সালের বিধি সংশোধন বা নতুন বিধি তৈরির প্রয়োজনীয়তা ছিল। আবার আদালত নতুন বিধি খারিজ করলে ২০১৬ সালের বিধিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' দুর্নীতিগ্রস্তদের সুযোগ দেওয়ার জন্যই অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের।

'দুর্নীতি-যোগ নিয়ে কেন সওয়াল নয়'

কলকাতা, ১৪ জুলাই : শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির যোগসূত্র নিয়ে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিক থেকে এসএসসি একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে যোগসূত্র কী, তা নিয়ে কেন সওয়াল হল না সেই প্রশ্ন করল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি চক্রবর্তী সোমবার এই মামলার শুনানিতে বলেন, 'দুর্নীতি হয়েছে সকলে উল্লেখ করছেন। কিন্তু এগুলির যোগসূত্র নিয়ে কেউ সওয়াল করছে না। সাংবিধানিক আদালত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্দরে শায়িত দুর্নীতি সম্পর্কে জানতে পারছে। কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির যোগ কোথায়? টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে তা কীভাবে প্রমাণিত করা যাবে? একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সেটি দেখতে হয়।'

এদিন চাকরিরতদের একাংশের আইনজীবী আদালতে জানান, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আবেদনকারীরা তিনটি শর্ত পূরণ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত চাকরিরত থাকা, এনআইওএস থেকে ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়া, ২০১৯ সালে ১৯ এপ্রিল আগে সেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার শর্ত পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু একক বেঞ্চ এদেরও অপ্রশিক্ষিতদের তালিকায় গণ্য করেছে। নিয়োগের সময় প্রশিক্ষণ না থাকলেও ২ বছরের মধ্যে সেই প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছিল। এভাবে কি কারোর চাকরি কেড়ে নেওয়া যায়? প্রশ্ন করেন তিনি। বিচারপতি জানতে চান, সাক্ষ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে একক বেঞ্চের এক্তিয়ার নিয়ে ২০২৬-এর প্রেক্ষিতে কোনও নির্দেশনামা দেখানো যাবে কি না। তবে তা দেখাতে পারেনি ওই আইনজীবী।

জবানবন্দি এড়ালেন নির্যাতিতা

কলকাতা, ১৪ জুলাই : ঘটনার তিনদিন পরেও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটার ঘটনা ঘিরে ধোঁয়াশা কাটল না। নির্যাতিতার পদক্ষেপ ও তাঁর বাবার দাবি ঘিরে ক্রমশ এই ঘটনা নিয়ে সংশয় দানা বেঁধেছে। সোমবার আদালতে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল নির্যাতিতার। কিন্তু এদিন আদালতে হাজির হলেন না তিনি। ঘটনার তিনদিন পেরোলেও তাঁর মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে কি না এদিন রাত পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়। ফলে কেন ওই তরুণী আদালতে এলেন না বা তাঁর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও গড়িমসি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয় হাতিয়ার করেই অভিযুক্তের আইনজীবীর তরফে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কেন অভিযুক্ত এতদিন হেপাজতে থাকবে সেই প্রশ্ন করা হবে। এদিন অভিযুক্তের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, নির্যাতিতা কেন এলেন না, সেই কারণ পুলিশ কেন দর্শাতে পারছে না। নির্যাতিতার বাবা দাবি করেছিলেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটেনি। এই বক্তব্য খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন সরকারি আইনজীবী। মঙ্গলবার ফের গোপন জবানবন্দির দিন ধার্য করা হয়েছে। নির্যাতিতা তাও এড়িয়ে যান কি না সেটাই দেখার।

ঘটনা সামনে আসতেই একাধিক বিষয় নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তিনি আদৌ মনোবিদ কি না, অভিযুক্তের সঙ্গে পরিচয়ের সময়কাল, তাঁর বয়ান ও সিসিটিভি ফুটেজের মিল নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্তভার নেওয়ার পরই কলেজকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার দিনে প্রতিটি রেজিস্টার খাতা ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও কথা বলেছে। তরুণেরও কেন কাউন্সেলিং প্রয়োজন ছিল তাও জানতে চান তদন্তকারীরা। তবে তরুণী কেন প্রকাশ্যে আসছেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

হুঁশিয়ারি লাভলির

কলকাতা, ১৪ জুলাই : শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক অরুন্ধতী মৈত্র ওরফে লাভলি 'মিথ্যাচার' করেছেন বলে রবিবার অভিযোগ করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এর উত্তরে সুকান্তকে 'অপদার্থ' বলে কটাক্ষ করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লাভলি। লাভলির মন্তব্য, 'নিজে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়ে শিক্ষা দপ্তরের কিছুই জানেন না।' লাভলির যুক্তি, 'সুকান্ত মজুমদারের সব তথ্যই সঠিক। তবে উনি জানেন না, প্রত্যেকটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি করে স্টাডি সেন্টার থাকে। আমার ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্টাডি সেন্টার ছিল গোয়েঙ্কা কলেজে। এর আগে সেন্ট পলস কলেজে আমি স্নাতকের জন্য পড়াশোনা করেছি। তবে নিজের পেশার কারণে আমাকে ওই কলেজ মাঝপথেই ছাড়তে হয়েছিল। পরে গোয়েঙ্কা থেকে স্নাতক শেষ করি।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সহ সমস্ত প্রমাণপত্র তুলে ধরেছেন। লাভলির কটাক্ষ, 'কারচুপি করা বিজেপির স্বভাব। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একজন মহিলাকে সর্বসমক্ষে সুকান্ত মজুমদার মানহানি করেছেন। আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেব।'

আরজি কর

চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৪ জুলাই : অবশেষে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে চার্জগঠন শুরু হল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র সহ একাধিক ধারায় চার্জশিট দেওয়া হয়। তারই ভিত্তিতে চার্জগঠন শুরু হয়েছে। ২২ জুলাই প্রথম সাক্ষ্য গ্রহণ। ওই দিন থেকে শুরু হবে বিচার প্রক্রিয়া। ফলে আরও বিপাকে পড়লেন সন্দীপ। একইসঙ্গে আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টিও উঠে আসে।

দিলীপের খড়্গপুরে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৪ জুলাই : দিলীপ ঘোষের খড়্গপুরে কন্যা সুরক্ষা যাত্রা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা শুভেন্দুর। যদিও এই কর্মসূচিতে ডাক পাননি দিলীপ। দিলীপ-শুভেন্দু ঠান্ডা লড়াইয়ের আবহে এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি।

কসবা আইন কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে মহিলা নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্যজুড়ে কন্যা সুরক্ষা যাত্রা করছেন শুভেন্দু। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার খড়্গপুরে প্রেমহরি ভবন থেকে মালঞ্চ সেন চক পর্যন্ত মিছিল করবেন শুভেন্দু। খড়্গপুরে বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বরাবরই অম্ল-মধুর সম্পর্ক দিলীপের। নানা ঘটনায় সেই তিক্ততা প্রকাশ্যেও এসেছে।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনে দলের জেতা প্রার্থীদের টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছে দল। দলের সেই আশ্বাসে অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ কেন্দ্রে ভাবী প্রার্থী হিসেবে সক্রিয় হতে শুরু করেছেন। হিরণও তার ব্যতিক্রম নন। যদিও ঘনিষ্ঠ মহলে ইতিমধ্যেই দিলীপ বলেছেন, 'প্রার্থী হলে তিনি খড়্গপুর আসনেই লড়তে চান। যদিও শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে দলই।' হিরণ বলেন, 'অতীতে দলীয় প্রতীকে আমি খড়্গপুর বিধানসভা, পুরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। বর্তমানে আমি খড়্গপুরের বিধায়ক ও কাউন্সিলার। লোকসভাতেও ঘাটালে আমাকে প্রার্থী করেছিল দল। বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রতীক নিয়ে আমি লড়তে চাই। বাকিটা ঠিক করবে দল।' নাম না করে দিলীপকে কটাক্ষ করে হিরণ বলেন, 'আমি তো বড় নেতা নই, বিজেপিতে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়।' তবে মঙ্গলবারের কর্মসূচিতে দিলীপকে না ডাকা নিয়ে হিরণ বলেন, 'আমি বিধায়ক। জনপ্রতিনিধি। দল যেখানে যে কর্মসূচিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, সেখানে যাই। কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানো আমার কাজ নয়।'

যদিও দিলীপের অভিযোগ, খড়্গপুরের কোনও কর্মসূচিতেই তাঁকে ডাকা হয় না। মঙ্গলবারের কর্মসূচি কারও ব্যক্তিগত, না দলের তা জানি না। পরে দিলীপ বলেন, 'বিধায়কদের নিয়ে তাঁদের কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতা কন্যা সুরক্ষা কর্মসূচি করছেন শুনেছি। সেই কর্মসূচিতে খড়্গপুরে তিনি আসতেই পারেন।' মঙ্গলবার ওই কর্মসূচিতে না থাকলেও বুধবারই খড়্গপুর যাবেন দিলীপ।

INDIAN ARMY
www.joinindianarmy.nic.in
66TH SHORT SERVICE COMMISION (TECHNICAL) WOMEN (APRIL 2026)

আলোকপাতের বিষয়সমূহ

(নিম্নে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতার জন্য এবং আইনগত অবৈধ)
(কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তিটি www.joinindianarmy.nic.in-এ প্রকাশিত হয়েছে - শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তি এই কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য)

শ্রেণিবিভাগ	বর্ণনা	বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ নং
প্রবেশের ধরন	শর্ট সার্ভিস এন্ট্রি (প্রযুক্তিগত) (এসএসসি ডব্লিউ (টি)-৬৬) মহিলা	অনুচ্ছেদ-১
বয়স	২০ থেকে ২৭ বছর ১লা এপ্রিল ২০২৬-এর হিসেবে	অনুচ্ছেদ-২
খোলা রয়েছে	অবিবাহিত মহিলা	অনুচ্ছেদ- ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিজ্ঞপ্তিটিতে উল্লেখিত যেকোনও একটি শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি	অনুচ্ছেদ-৩
গ্রহণযোগ্য শাখা	তালিকায় উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ-৩
কীভাবে আবেদন করবেন	www.joinindianarmy.nic.in-এ অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করুন	অনুচ্ছেদ-১১
আবেদন প্রক্রিয়াটি খোলা থাকবে	১৬ই জুলাই থেকে ১৪ই অগাস্ট ২০২৫	অনুচ্ছেদ-১৫
চিকিৎসাগত মানদণ্ড/পরীক্ষা	www.joinindianarmy.nic.in-এ প্রকাশ হয়েছে	অনুচ্ছেদ-৫
বাছাইকরণের পদ্ধতি	আবেদন>সংক্ষিপ্ত তালিকা> এসএসবি>স্বাস্থ্য পরীক্ষা> মেধাতালিকা> যোগদান পত্র	অনুচ্ছেদ-৪
সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য কাট অফ % নম্বর প্রকাশের তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহ	-
এসএসবি-এর জন্য সময়কাল এবং তারিখ	পাঁচদিনের এসএসবি ২০২৫-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত (এসএসবি তারিখের বিকল্প নির্বাচনের সময়কাল সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর প্রথম দুই সপ্তাহ খোলা থাকবে)	-
পূর্ব সম্পাদনকারী প্রশিক্ষণ সমিতি	আধিকারিক প্রশিক্ষণ সমিতি, গয়া, বিহার	অনুচ্ছেদ-৭
প্রশিক্ষণের সময়কাল	৪৯ সপ্তাহ এপ্রিল ২০২৬ থেকে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত	অনুচ্ছেদ-৭ (বি)
সৈনিক ভাতা প্রশিক্ষণের সময়কালে	প্রতি মাসে টাঃ ৫৬,১০০/-	অনুচ্ছেদ ৯
প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে পদমর্যাদা	লেফটেন্যান্ট	অনুচ্ছেদ-৯(বি)
সম্পাদনার উপর বেতনের মান	সিটিসি আনুমানিক বছর প্রতি ১৭-১৮ লক্ষ (বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা এবং বছরে একবার নিজের আদি শহরে যাওয়ার ভাড়া বাদ দিয়ে)	-
সম্পাদনার ধরন	শর্ট সার্ভিস কমিশন	অনুচ্ছেদ ৬(এ)
সর্বনিম্ন কর্মকালীন সময়	১০ বছর	অনুচ্ছেদ ৭(জি)
সর্বোচ্চ কর্মকালীন সময়	১৪ বছর	অনুচ্ছেদ ৭ (জি)
কর্মমুক্তির বিকল্প	প্রথম ৫ বছর পরবর্তীতে, দ্বিতীয় ১০ বছর পরবর্তীতে, তৃতীয় ১৪ বছর পরবর্তীতে	অনুচ্ছেদ ৭(জি)
স্থায়ী সম্পাদনার জন্য বিকল্প	১০ বছর পরবর্তীতে	অনুচ্ছেদ ৭(জি)
প্রাথমিক অস্ত্র/ কমিশনের জন্য পরিষেবা	ইঞ্জিনিয়ারের সৈন্যদল, সিগন্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের সৈন্যদল, প্রার্থীরা অন্যান্য অস্ত্র/পরিষেবা সম্পাদনার সুযোগ পাবেন	-
কর্মমুক্তির সুবিধা	কর্ম পরিষেবা থেকে মুক্তির উপর নির্ভর করবে	-

CBC 10601/11/0022/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ আষাঢ় ১৪৩২

পরিচিতির গর্ভে হিংসা

মানুষের পরিচয় বহুমাত্রিক। সকলেই কোনও না কোনও দেশের বাসিন্দা। দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে নির্দিষ্ট মানুষের বাস। তাঁর বলার ভাষা ও ধর্মীয় পরিচয় নির্দিষ্ট। কারও বা জাতের পরিচয় থাকে। একজন ভারতবাসী একসঙ্গে বাংলার বাসিন্দা কিন্তু তামিলভাষী, ধর্মে হিন্দু কিন্তু তপশিলি জাতিভুক্ত হতেই পারেন। এতগুলি পরিচয় কোনও মানুষের থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একইসঙ্গে মানুষের অনেক পরিচয়।

কিন্তু সেই পরিচয়কে একমাত্রিক করার চেষ্টা হলে বা নির্দিষ্ট একটি পরিচিতিকে বেশি গুরুত্ব দিলে হিংসার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। সেই হিংসা সেই মানুষটির মনে তো বটেই, তাঁর আশপাশের সমাজের গর্ভে জন্ম নিতে পারে। এখনকার রাজনীতির একাংশ সেই হিংসাকে ব্যবহার করে জনসমর্থন বাড়ানোর লক্ষ্যে, ভোটে জেতার তাগিদে। নির্দিষ্ট মানুষটির পরিচিতির বাইরে যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে সেই মানুষের রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদির বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়।

ভারতের দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে যে, পরিচিতির এই একমাত্রিক চেহারাকে উসকে দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা, সমস্যা ও সমাজের-প্রশাসনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি ইত্যাদিকে আড়াল করে ফেলা হচ্ছে। পহলগামে একদল জঙ্গির, ধর্মীয় পরিচয় জেনে পর্যটকদের এক-এক করে খুন করার ঘটনাটি নৃশংস। অমানবিকতার চরম নিদর্শন। কিন্তু সেই ঘটনাটিকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট একটি ধর্মকে যেভাবে শত্রু বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলল, তা আরও ভয়ংকর।

একই কথা প্রযোজ্য বাংলার মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, মহেশতলা ইত্যাদি জায়গার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে। চারদিকে এই হিংসার চাষকে আরও উর্বর করে তুলছে ঘৃণামিশ্রিত প্রচার। সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেচ্ছ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঘৃণা, রাগকে আরও উসকে দেওয়া চলছে। এমনকি সংবাদের নাম করেও মিডিয়ার একাংশ এই নীতিহীন কাজে লিপ্ত। পরিচিতিজনিত মানুষের রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভকে ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে।

একজনের হিংসাত্মক মনোভাব আরও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় সোশ্যাল মিডিয়া বাহিত হয়ে। শুধু লাইক, কমেন্ট নয়, শেয়ার, ভিউ, রিঅ্যাকশন ইত্যাদির সুযোগ থাকায় একজনের মানসিকতা আরও বহুজনের মধ্যে সংক্রামিত হতে থাকে। যা ক্রমে সংঘবদ্ধ হিংসার জন্ম দেয়। বাংলাদেশে 'মবতন্ত্র' বলে যে শব্দবন্ধনীটি আজকাল চালু আছে, তার পিছনে আছে ইন্টারনেটবাহিত হিংসা। সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় এই ধরনের হিংসাত্মক বার্তার 'রিচ' অনেক বেশি।

সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম এমনই যে, এই ধরনের বিভাজনের বার্তাগুলি বেশি করে সামনে চলে আসে। নিজের অজান্তেও সেগুলিতে অনেকে চোখ দিয়ে ফেলেন। চোখ দেওয়ামাত্র সেই বার্তা ভাবনার খোরাক জোগায়। সেই ভাবনা একমুখী হলে পরোক্ষে সেই মানুষটির মনেও বিভাজন জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে ধীরে ধীরে। নিজের মতের সঙ্গে মিল আছে বা সেই মতের প্রতি মন থেকে সায় থাকলে মানুষের চারপাশে অনেক অনলাইন বলয় খোলা রয়েছে।

সেই বলয় মানুষকে প্রভাবিত করে, প্ররোচিত করে। সেই প্ররোচনা ঘৃণার উন্মেষ ঘটায়, হিংসায় জড়িয়ে পড়ার তাগিদ জোগায়। এরকম একমাত্রিক পরিচিতির শেষ বিচারের গন্তব্য বা ভবিতব্য হয়ে ওঠে মৌলবাদী ভাবনা। একমুখী অন্ধ আমরা-ওরা তত্ত্বের বিষ মানুষের চিন্তাশক্তিকে ধ্বংস করে। মানুষ তখন যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে মৌলবাদী হিংসার দাস হয়ে ওঠে।

বহুত্ববাদ বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব ক্রমে অসার হয়ে ওঠে। এমনকি ব্যক্তিগত পরিচিতি, ভাবনাচিন্তা ইত্যাদি মুছে গিয়ে সেই একমাত্রিক মৌলবাদ আমাদের মস্তিষ্ককে চালিত করতে শুরু করে। সেই মৌলবাদ শুধু ধর্মীয় পরিচিতির কারণে নয়, ভাষা, জাত, দেশজ সত্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে চারপাশে। আজকের বিশ্বে এটাই কঠোর বাস্তব। অত্যন্ত সচেতন, বাস্তববাদী মন ও যুক্তির প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকলে এই সমস্যাকে ঠেকানো কার্যত অসম্ভব।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

খেলো খেলো, আই অ্যাম ওয়াচিং!

এলন মাস্ক ব্যবসা বোঝেন। রাজনীতিও। একদা বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শিক্ষা দিতেই তাঁর নতুন দল সৃষ্টি।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমার ঠাকুমা বলতেন, 'চোরের উপর রাগ কইরা মাটিতে ভাত খাওন যায় নাকি'! মার্কিন মুলুকে মাস্ক সাহেবের লীলাখেলা দেখে এই মেঠো প্রবচনটাই মনে এল! বাড়িতে আলমারি ভর্তি বাসনকোসন। তার একখান দুইখান চুরি গিয়েছে কী যায়নি! মাস্কবাবু রাগ করে মেঝেতে ডালভাত মেখে খেতে শুরু করে দিলেন!

ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির পিছনে বিস্তর ডলার ঢাললেও, নিজে জীবনে কোনওদিন রাজনীতির ধারেকাছে যাননি এলন মাস্ক। গত বছরের মাঝামাঝি থেকে তিনি তৎকালীন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ল্যাজ ধরে ঘুরতে শুরু করেছিলেন বটে! কিন্তু সেটা তো আর রাজনৈতিক হয়ে ওঠার মতো বায়োডেটা নয়! সেই মাস্কই এখন আমেরিকার মতো দুই পার্টির দেশে একখান রাজনৈতিক দল খোলার কথা বলছেন! যদিও নিন্দুকরা বলছে, ওটা কোনও দলই নয়। ওটা আসলে পাওয়ার পলিটিক্সের শোরুম!

তবে এটা তো ঠিক যে, মাস্ক ব্যবসাটা ভালোই বোঝেন। আর রাজনীতি তো একটা ব্যবসাই। তাছাড়া তিনি তো 'দলছুট' হয়ে নতুন দল গড়েছেন 'একদা বন্ধু রাতারাতি শত্রু' ট্রাম্পের বাড়া ভাতে ছাই দিতেই! তা সেই ট্রাম্পও তো জীবনে কোনওদিন রাজনীতি না করেই, নতুন ব্যবসা খোলার মতো করেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বনে গিয়েছিলেন! মাস্কও কি তাহলে 'আমেরিকা পার্টি' খুলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন? সে কথা তো বলবে ডুবন্ত আমেরিকার ভাবীকাল! আপাতত মুখে বাঁশি আর পকেটে লাল কার্ড হলুদ কার্ড নিয়ে রেফারি বনে যাওয়া ইতিহাস বলবে, 'খেলো খেলো, আই অ্যাম ওয়াচিং'!

আড়ালে-আবডালে সমালোচকরা অবশ্য বলছেন, মাস্ক ওই সব আমেরিকার এক নম্বর মানুষ-টানুষ হতেই চান না। তিনি হতে চান পৃথিবীর পয়লা নম্বর বড়লোক। তিনি খুব ভালো করে জানেন যে, তেমন কেরিয়ারটি করতে গেলে ট্রাম্পকে নরমে গরমে চাপে ধমকে শিখণ্ডী খাড়া করে রাখতে হবে। মাস্কের এই মতলবে সমঝদার ট্রাম্পের ফন্দি হল, প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে পরেরবারও দেশের প্রেসিডেন্ট ভোটে দাঁড়ানো। সেজন্য মাস্কের মতো একজন রইস আদমির মদত দরকার। ট্রাম্প জানেন, ডেমোক্র্যাটরা কোনও বাধাই নয়, কারণ আমেরিকায় তাদের এখন অণুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হয়। বরং গোল বাধতে পারে রিপাবলিকানদের ভিতরেই। তেমন হলে, অমন বিদ্রোহে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য মাস্কের সই করা একটা ভারী চেকই যথেষ্ট!

কাজেই ট্রাম্প-মাস্কের ছাড়াছাড়ি আর আমেরিকা পার্টি গঠনের পূর্বাভাস, এ সবই আসলে গড়াপেটা খেলা। একটা কর্পোরেট কোলাবোরেশন। ওই দুই হুজুরেরই লক্ষ্য তো এক! ক্ষমতাটাই খুড়োর কল। কাজেই ট্রাম্প আর মাস্ক 'এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে / উৎসাহেতে হুঁশ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে'! ধেয়ে যেতে যেতে দুই খিলাড়ি একটুসেকটু ফাউল করবেন, মাঝেমধ্যে অফসাইড হবে। কিন্তু শেষমেশ সেই বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খাবে। আরে এ সব তো 'হাম ভি মিলিটারি, তুম ভি মিলিটারির'র জেদাজেদি। শতাব্দীর সেরা তামাশা!

তখন সুদিন।। হাতে হাত এলন মাস্ক ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

শুরুর দিকে ডিলটা কিন্তু মন্দ ছিল না। ট্রাম্প-মাস্কের সংসারে সুখসমৃদ্ধির হদ্দমুদ্দ ছিল একেবারে। মাস্ককে লেলিয়ে দিয়ে কিছু 'অপ্রিয়' কাজ করিয়েও নিচ্ছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু মাস্কও তো ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, উনিই বা কদ্দিন ফ্রি সার্ভিস দেবেন। ট্রাম্প তাঁর স্বপ্নের 'বৃহত্তম সুন্দরতম বিল' পাশ করানোর তোড়জোড় শুরু করতেই স্বভাবখ্যাপা মাস্ক আগুপিছু না ভেবেই বলে বসলেন, 'ওটা চলবে না'। অথচ অভিবাসীদের ব্যাপারটা বাদ দিলে, ওই বিলে বড়লোকদেরই তোয়াজ করা হয়েছে। স্বভাবতই ট্রাম্প বলে দিলেন, ওই বিল হবেই। ব্যাস, মাস্কের প্রেস্টিজ পাংচার। তিনি হোয়াইট হাউস ছেড়ে দিয়ে ট্রাম্পকে গালমন্দ করে বসলেন। ট্রাম্পও বন্ধুবেশি শত্রুকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে মাস্ক প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইলেন। কিন্তু ট্রাম্প তখন এমন একটা ভাব করলেন যে 'এই এলন লোকটা কে'! এমন মান চুরির ঘটনায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মেঝেতে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন মাস্ক। তিনি ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'আমি নতুন দল গড়ব! আমেরিকা পার্টি'!

কিন্তু নতুন পলিটিকাল পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তো আমেরিকার ইলেকশন কমিশনে আবেদন জমা দিতে হয়! হোয়াইট হাউস জানিয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমেরিকা পার্টির পক্ষ থেকে কোনও আবেদন জমা পড়েনি। তবে হালে মার্কিন নির্বাচন কমিশনে দুটো নতুন দলের দরখাস্ত জমা পড়েছে, ডজ পার্টি আর এক্স পার্টি। একটা আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন টেসলা'র চিফ ফিন্যান্স অফিসার বৈভব তানেজা। অন্যটায় স্বাক্ষরকারী অচেনা হলেও ঠিকানাটা টেসলা'র মেরিল্যান্ডের ফ্যাক্টরির। তার মানে মাস্ক কি তিনটে দল গড়বেন? নাকি একটাও গড়বেন না? আমেরিকা পার্টির খবরটা খাইয়ে দেওয়া কি তাহলে স্রেফ পাগলের গোবধে আনন্দ! সে যাই-ই হোক, ট্রাম্প কিন্তু বসে নেই। তিনিও গোরুর গা ধুইয়ে দিয়েছেন। টেসলা চালিয়ে গোটা পৃথিবী দখল করা ছাড়াও মাস্কের বহুদিনের সাধ ছিল, নাসা'র ঘাড় মটকে আকাশটাকেও পকেটে পুরবেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বড়লোক বন্ধু জ্যারেড আইজ্যাকম্যানকে নাসা'র প্রধান করতে। ট্রাম্প রাজিও ছিলেন। কিন্তু এখন হানিমুন শেষ। কাজেই ট্রাম্প আপাতত তাঁর তাঁবেদার পরিবহণ সচিব সেন ডাফিকে বসিয়ে দিয়েছেন নাসা'র মাথায়। ট্রাম্পের বোধ হয় ধারণা, আকাশযানটাও পরিবহণের আওতায়!

ট্রাম্প অবশ্য নিশ্চিত জানেন যে, রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের বাইরে কোনও তৃতীয় দল কোনওদিন আমেরিকায় খাপ খুলতে পারেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোটের ব্যালটে কয়েকজন নির্দল প্রার্থী ছাড়াও চারটে পার্টির নাম থাকে বটে! ন্যাচারাল ল' পার্টি, গ্রিন পার্টি, কনস্টিটিউশন পার্টি আর লিবারটেরিয়ান পার্টি। কিন্তু তারা সবাই মিলেঝুলে কোনওদিনও ১৫ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। একমাত্র ১৯৯২ সালে বিল ক্লিনটন এবং সিনিয়ার জর্জ বুশের ভোটযুদ্ধে এককভাবে ১৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী রোজ পেরোট। তবে অনেকের ধারণা, সেবার রোজের ভোট কাটাকুটির কারণেই ক্লিনটনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন বুশ। মাস্কেরও কি তাহলে সেটাই ধান্দা? রিপাবলিকানদের ভোট কেটে ট্রাম্পকে হারানো! বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকার প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ দেশে একটা তৃতীয় দলের উপস্থিতি চায়। কিন্তু সেটা রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত ওই দুই দলের সঠিক কোনও বিকল্প সংগঠনকে তারা পায়নি, যাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা যায়। এটা নিঃসন্দেহে মার্কিন গণতন্ত্রের একটা সীমাবদ্ধতা।

বলাই বাহুল্য, এই প্রতিবন্ধকতার সুযোগেই ডোনাল্ড ট্রাম্প, জো বাইডেন কিংবা এলন মাস্করা জঙ্গলের জমানায় অবাধে মৃগয়া চালিয়ে যান! আর 'জাত' যায় শুধু জনতার। ট্রাম্প আর মাস্ক এখন সেই জেদাজেদির খেলাই চালিয়ে যাচ্ছেন। কী তার পরিশেষ, কেউ জানে না! আমেরিকার যে কী হবে, সেই উত্তর খোঁজাও এখন 'না মুমকিন'! দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছেন, অন্ধকার ঘরে একটা কালো বিড়ালকে খোঁজা খুবই কঠিন। বিশেষ করে যদি ওই বন্ধ ঘরে কোনও বিড়ালই না থাকে!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা।)

আজ

১৮২০

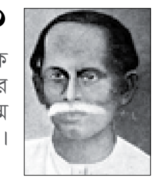

লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৫

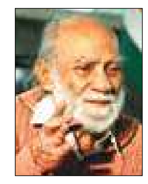

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার।

আলোচিত

একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর (ওমর আবদুল্লা) সঙ্গে যা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনাটি মর্মান্তিক, লজ্জাজনক। দুর্ভাগ্যজনকও বটে। একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরে শহিদদের সমাধিতে যাওয়ায় ভুল কোথায় হল?

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বাইকে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন নবদম্পতি। স্ত্রীর কথায় ব্রিজের ওপর বাইক থামান স্বামী। ছেলেটি ব্রিজের ধারে দাঁড়ালে স্ত্রী তাঁকে ঠেলে নদীতে ফেলে দেন। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দড়ি দিয়ে তাঁকে টেনে তোলেন। শ্রীঘরে স্ত্রী।

ভাইরাল/২

হিংস্র কুকুরের দলের সামনে একা ভালুক। কুকুরদের তাড়ায় গাছ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে সেটি। নীচে দাঁড়ানো কুকুরগুলি ভালুকের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করে। ভীত ভালুকটি গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

ব্যাকবেঞ্চার্স মানেই খারাপ নয়

ফেসবুকে খুব ব্যাকবেঞ্চার্স নিয়ে কথা হচ্ছে। সম্প্রতি কেরলের স্কুলগুলো শুরু করেছে নতুন বসার ধরন, যেখানে থাকবে না কোনও সেকেন্ড বেঞ্চ বা লাস্ট বেঞ্চ, সবাই সমান গুরুত্ব পাবে। একটি মালয়ালম সিনেমার অনুপ্রেরণায় এহেন পদক্ষেপ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে জানলাম (প্রকাশিত ১৩ জুলাই, ২০২৫) মালদার শতাব্দীপ্রাচীন বার্লো বালিকা উচ্চবিদ্যালয়েও এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্যাকবেঞ্চার হওয়া বা লাস্ট বেঞ্চে বসা কি খুব খারাপ? কতদিন ক্লাসে এমন হয়েছে, ম্যাম পড়াচ্ছেন, আমরা পেছনে বসে রীতিমতো দুষ্টুমি করে গিয়েছি। কখনও ডেস্কে মাথা দিয়ে দুই বন্ধু শুয়ে দিব্যি গল্প করে গিয়েছি, কখনও বা কাটাকুটি খেলেছি। চোখ থাকত ম্যামের দিকে, মন থাকত কাটাকুটি খেলায়। কখনও বা ক্লাস চলার মধ্যেই বন্ধুর ভালো টিফিনটাও টুক করে খেয়ে নেওয়া হত। কারও বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা ওখান থেকেই শুরু হত। এমনকি বন্ধুর জন্মদিন বা নতুন বছরে দেওয়া নিজের হাতে তৈরি কার্ডও তো ওই পেছনে বসেই বানানো।

কে বলেছে সেকেন্ড বেঞ্চ, থার্ড বেঞ্চ বা লাস্ট বেঞ্চে বসা খারাপ! খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ব্যাকবেঞ্চার্সদের অনেকে নামকরা প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত বা সমাজে নিজের একটা পরিচিতি তৈরি করেছেন। তাছাড়া ফার্স্ট বেঞ্চে বসলে তো রোজ পড়া করে যাওয়ার দায় থাকে।

সুতরাং, ব্যাকবেঞ্চার্স নিয়ে এত শোরগোলের কোনও কারণ নেই। বাচ্চাদের বিকাশে অত্যাধুনিক বা স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা যেতেই পারে। কিন্তু তার মানে প্রচলিত বা পুরোনো ক্লাসরুম বা সেই ব্যবস্থা কখনোই খারাপ নয়। বরং এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা ফার্স্ট বা সেকেন্ড হওয়া ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে গেলেও ওই লাস্ট বেঞ্চে বসা পড়ুয়াদের কথা হয়তো সারাজীবনেও ভুলতে পারেন না।

ব্যাকবেঞ্চাররা ফ্রাসট্রেশন বা হীনম্মন্যতায় ভোগে না, বরং ওদের অনেক স্মৃতি থাকে।

তানিয়া মিত্র, জলপাইগুড়ি।

ট্রাফিকে সিভিকের দাদাগিরি

নেই কোনও নির্দিষ্ট স্থায়ী ট্রাফিক, নেই কোনও ট্রাফিক অফিসার, খোদ সিভিকের হাতেই রয়েছে চালান কাটার মেশিন। শীতলকুচি মাথাভাঙ্গা সড়কে যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে চালান কাটছেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। ট্রাফিক আইন অনুযায়ী চালান কাটবেন এএসআই বা তাঁর থেকেও উচ্চপদস্থ অফিসার। সেক্ষেত্রে সিভিকের হাতে চালান মেশিন আসায় প্রশ্ন থেকেই যায়।

এতে সিভিক ভলান্টিয়ারদের দাদাগিরি ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, শীতলকুচি।

ভাবা প্র্যাকটিস করলেই অঙ্ক সহজ

বিভিন্ন সমীক্ষা জানাচ্ছে শিশুরা ধীরে ধীরে অঙ্কবিমুখ হয়ে পড়ছে। অথচ সমাধান কিন্তু হাতের নাগালেই।

দেবারতি চক্রবর্তী

একটা তৈলাক্ত বাঁশে ওঠা বাঁদর, ফুটো চৌবাচ্চা, মাঝপথে কাজ ছেড়ে যাওয়া শ্রমিক, চক্রবৃদ্ধি হরে বাড়তে থাকা সুদ, অথবা সেই পিতা যাঁর বর্তমান বয়স পুত্রের তিনগুণ, এদের অদ্ভুত সব সমস্যাই কিন্তু আমাদের ছোটবেলার রাতের ঘুমের দফারফা করেছে। বাবার হাতে বহুবার কানমলা খাইয়েছে। না এরা বাস্তবে নয়, এরা ছিল সেই অঙ্ক বইয়ের পাতায়। যুগ বদলেছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা এক এক্কে একের বদলে ওয়ান ওয়ান জা ওয়ান- এই বোলে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকো, ভগবান যেমন একই, তেমনি সংখ্যা আর যুক্তিও তাদের জায়গাতে অবিচল। চিরকাল।

অঙ্ককে অনেকেই ভয় করে। বর্তমানে চলা কিছু সমীক্ষায় তা আরও প্রকট হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সমীক্ষা জানাচ্ছে শিশুরা ধীরে ধীরে অঙ্কবিমুখ হয়ে পড়ছে। সমস্যাটা শুধুমাত্র সরকারি স্কুলেই সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলেও পড়ুয়ারা অঙ্কের তুলনায় ভাষাবিদ্যা অথবা সমাজবিজ্ঞানকে তাদের অনেক আপন বলে জানাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, চারিদিকে এতরকম সুযোগসুবিধে, প্রায় সবারই হাতের নাগালে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট। তা সত্ত্বেও অঙ্ক নিয়ে এহেন ভয়ের পিছনে আসলে কারণটা কী! আমার এত বছরের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অঙ্কে ভয়টা পৃথিবীব্যাপীই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বিদেশবিভুঁইয়ের ছেলেমেয়েরাও কিন্তু অঙ্ককে বেশ ভয় পায়।

ভারতীয়রা অবশ্য চিরকালই সমাদৃত হয়েছে কঠিন অঙ্কগুলো সহজে সমাধানের জন্য। কঠিন সমস্যাকে কীভাবে সহজে মেটানো যায় সেই লক্ষ্যে পা রাখার জন্য। কিন্তু এই ভারতীয়দের সংখ্যাটা হাতেগোনা। চ্যাটজিপিটির মতো বন্ধুকে হাতে পেয়ে আরও বেশি করে আমাদের এই পথে নামার কথা। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই! হালে সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে আগের প্রজন্মগুলির একটি অংশের মতো করে এই প্রজন্মও অঙ্ক না করতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

অথচ এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। অঙ্ক আসলে ভাবতে শেখায়, জীবনবোধ তৈরি করে, সমস্যার সমাধানের রাস্তা বাতলে দেয়। পড়ুয়াদের এটা বোঝানোর দায়িত্ব শিক্ষকদের। অঙ্ককে বাস্তবের ছোট ছোট সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে তার সমাধান আমরা পাটিগণিতে শিখতাম। অনেক পরে অনুভব করেছি জটিল সমস্যা সাধারণ ঐকিক নিয়মে সহজেই সমাধান সম্ভব। অঙ্ক একটা ধাঁধা। সৃজনশীল যুক্তিবদ্ধ চিন্তাধারা তৈরি করার সিঁড়ি। আরও একটা কথা আছে। এআই সমানে ক্ষমতাশালী হচ্ছে। সে একদিন সবার সমস্ত কাজ গিলে খাবে বলে অনেকেরই আশঙ্কা। আমি বলি কী, এই সমস্যা এড়ানোর একটা সহজ রাস্তাও আছে। অঙ্ককে ভালোবাসা। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর ক্ষমতা যদি নিজের মধ্যে থাকে আর সঙ্গে কিছুটা সৃজনশীলতা, হাজারটা এআই মিলেও কারও কেরিয়ারের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে ভাবতে শেখাটা ভীষণভাবে প্রয়োজন। আর ভালোভাবে ভাবতে শিখে গেলে অঙ্ক কিন্তু মোটেও কঠিন বলে মনে হবে না। শেষপর্যন্ত মিলল তো জীবন-অঙ্কটা?

(লেখক কম্পিউটার সায়েন্স ও এআই-এর অধ্যাপক। ব্রিটেনে কর্মরত।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯২

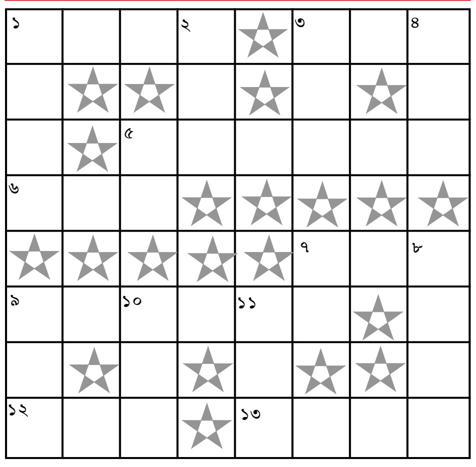

পাশাপাশি : ১। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বনদেবী ৩। বছর-এর আঞ্চলিক রূপ ৫। অর্থহীন প্রলাপ বা কাজ, আবোল-তাবোল ৬। ডেকে পাঠানো, হাজির হওয়ার জন্য হুকুম, বেতন ৭। ছোট বাড়ি ৯। বিভিন্ন গুণ বা কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধিবিশেষ ১২। দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, অপূর্ণতা, অবহেলা ১৩। ভালো বংশ।

উপর-নীচ : ১। যার হাতের লেখা ভালো নয় ২। পাখি ৩। পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ৪। ঢাকের কাঠির আওয়াজ,মদন ৫। দেহে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড ৭। তির, শর, দৈত্যরাজবিশেষ, তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ ৮। সুসময় ও দুঃসময়, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়, শুভ ও অশুভ সময় ৯। পাঁচের সমষ্টি, পাঁচটি ১০। গর্ত, ছিদ্র ১১। ছয়মাস।

সমাধান ■ ৪১৯১

পাশাপাশি : ১। সিকিম ৪। ওজর ৫। মর ৭। ভড়কা ৮। মন্দালিন ৯। পয়মাল ১১। কণিকা ১৩। তরু ১৪। ভণ্ডুল ১৫। মির্মির।

উপর-নীচ : ১। সিতাভ ২। মওকা ৩। পরভূম ৬। রঙিন ৯। পরত ১০। লন্ডভন্ড ১১। কলমি ১২। কাহার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

‘রক্তপণ’ ছাড়া আর আশা নেই নিমিশার

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : ইয়েমেনে খুনের দায়ে ফাঁসির মুখে দাঁড়িয়ে কেরলীয় নার্স নিমিশা প্রিয়া। ইয়েমেনের হুতি-নিয়ন্ত্রিত এলাকার ঘটনা বলে ভারত সরকার বা বেসরকারি সংগঠনগুলি বিশেষ কিছু করতে পারছে না। এই জটিল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের অসহায়তার কথা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে বলেছে, এই মামলায় তাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ খুবই সীমিত। বস্তুত নিমিশার প্রাণ বাঁচানোর কোনও উপায় তাদের হাতে নেই।

সোমবার আদালতে কেন্দ্রীয় অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি বলেন, ‘ইয়েমেনের পরিস্থিতি এমন যে, সেখানে কী হচ্ছে, তা জানা প্রায় অসম্ভব। তবে ইয়েমেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে এবং নিমিশার ফাঁসি যাতে স্থগিত থাকে, তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।’

নিমিশার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল ‘সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিল’ নামে একটি সংগঠন। সোমবার ওই মামলার শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল নিমিশার মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে বলেন, ‘খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু আমরা নিরুপায়। ইয়েমেনকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। তাই নির্দিষ্ট কূটনৈতিক সীমার বাইরে আমরা যেতে পারব না।’

সোমবার বিচারপতি সন্দীপ মেহতার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে কেন্দ্র জানিয়েছে, নিমিশাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় শরিয়া আইনে নির্ধারিত ‘দিয়া’ বা রক্তপণ। যদি নিহত ইয়েমেনি নাগরিকের পরিবার

হাত-পা বাঁধা, কবুল কেন্দ্রের

ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই অর্থ নিতে রাজি হয়, তবেই প্রাণে বাঁচতে পারেন নিমিশা। আদালত ১৮ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

কেরলের পালক্কাড় জেলার কল্লেঙ্গোডের বাসিন্দা নিমিশা প্রিয়া ২০০৮ সালে ইয়েমেনে যান। সেখানকার হাসপাতালে তিনি কিছুদিন কাজ করেন নার্স হিসাবে। এরপর নিজের একটি ক্লিনিক খোলেন নিমিশা। ২০১৭ সালে ব্যবসার অংশীদার তালাল আবদো মাহদির সঙ্গে আর্থিক বিরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন। পরিবারের দাবি, পাসপোর্ট ফেরাতে তালালকে চেতনানাশক ইনজেকশন দেন নিমিশা, তবে বেশি ডোজে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান কেরলীয় তরুণী।

২০১৮ সালে নিমিশা খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। সানা শহরের একটি আদালত ২০২০ সালে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ইয়েমেনের শীর্ষ আদালত ২০২৩ সালে এই রায় বহাল রাখলেও রক্তপণের রাস্তা খোলা রাখে।

নিমিশাকে বাঁচাতে ইতিমধ্যে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইয়েমেনে গিয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে রক্তপণের আলোচনা চালাচ্ছেন নিমিশার মা প্রিমা কুমারী। তাঁকে সাহায্য করছে এনআরআইদের সংগঠন ‘সেভ নিমিশা প্রিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন কাউন্সিল’।

তবে শেষ চেষ্টা হিসাবে সরকারি ও রাজনৈতিক মহলে নিমিশার প্রাণ বাঁচাতে তৎপরতা চলছে। ইয়েমেনি পরিবারের সঙ্গে সমঝোতা ছাড়া বাঁচার আর কোনও রাস্তা নেই বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। এখন দেখার, শেষ মুহূর্তের কূটনৈতিক ও মানবিক আলোচনায় কোনও সমাধান হয় কি না।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ফেরার আগে পৃথিবীর উদ্দেশে বার্তা শুভাংশু শুক্লার।

আজ ফিরছেন শুভাংশু

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৪ জুলাই : ভারতের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। ১৮ দিনের ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) মিশন শেষ করে পৃথিবীতে ফিরছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। সোমবার ভারতীয় সময় বিকেল ৪টে ৩৫ মিনিটে স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযানটি মসৃণ গতিতে আলাদা হয়েছে আইএসএসের হারমনি মডিউল থেকে।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় দুপুর ৩টে নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাঁদের অবতরণ (স্প্ল্যাশডাউন) হওয়ার কথা। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় অবতরণ নিয়ে খুব একটা ঝুঁকি নেই বলে জানা গিয়েছে।

আনডকিংয়ের খবর পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং টুইট করে শুক্লাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘সারা দেশ তোমার ফেরার অপেক্ষায়। সফল মিশনের জন্য অভিনন্দন!’ শুভাংশুর মা আশা বলেন, ‘আমি আনন্দিত যে আনডকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আমি ঈশ্বরের কাছে তার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করি।’ ফিরে আসার আগে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে শুভাংশু বলেন, ‘৪১ বছর আগে এক ভারতীয় প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, মহাকাশ থেকে ভারত কেমন লাগে। আজকের ভারতকে মহাকাশ থেকে অনেক বেশি সাহসী, আত্মবিশ্বাসী আর গর্বিত দেখায়। আমাদের মহাকাশ যাত্রা লম্বা আর কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেটা শুরু হয়ে গিয়েছে।’ তিনি হিন্দি আর ইংরেজি দুই ভাষাতেই বার্তাটি দেন।

এই মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মহাকাশে শৈবাল (মাইক্রো অ্যালগি) নিয়ে পরীক্ষা। এই শৈবাল ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ যাত্রায় খাবার, অক্সিজেন আর জ্বালানি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে কি না, তা বোঝাই মূল লক্ষ্য ছিল শুভাংশুর। তিনি বিশেষ একধরনের সায়ানোব্যাকটিরিয়া নিয়েও গবেষণা করেন। মাইক্রোগ্র্যাভিটি বা অতিক্ষুদ্র মাধ্যাকর্ষণে এদের বৃদ্ধি, কোষের আচরণ আর রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ কীভাবে বদলায়, তা বুঝতেই এই পরীক্ষা করা হয়।

ড্রাগন মহাকাশযানটি এখন আইএসএসের নিরাপত্তা জোন ছেড়ে পৃথিবীর দিকে ফিরছে। পুনঃপ্রবেশের সময় মহাকাশযান প্রায় ১,৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছোঁবে। বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর প্রথমে তাকে স্থিতিশীল করার জন্য ছোট প্যারাসুট খুলবে, তারপর প্রায় ২ কিমি উচ্চতায় বড় প্যারাসুট খুলে গিয়ে সাগরে নেমে আসবেন শুভাংশুরা।

জীবনাবসান সরোজা দেবীর

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুলাই : চলে গেলেন ‘কন্নড়ের তোতা’ (কন্নাদাথু পেঙ্গিলি) অভিনেত্রী বি সরোজা দেবী। দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতে ‘অভিনয় সরস্বতী’ নামেও পরিচিত তিনি। কাঁপিয়েছেন বলিউডও। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে সোমবার বেঙ্গালুরুর মালেশ্বরমের বাসভবনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্র জগৎ।

কন্নড় চলচ্চিত্রে প্রথম মহিলা সুপারস্টার সরোজা দেবী। তাঁর প্রথম ছবি ‘মহাকবি কালিদাস’। এই কন্নড় ছবি মুক্তি পাওয়ার পর জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছোয়। সেটা ১৯৫৫ সাল। প্রথম ছবিতেই জাতীয় পুরস্কার। শুধু কন্নড় ভাষাতেই নয়, তামিল, তেলুগু, হিন্দি ছবিতেও দাপিয়ে রাজত্ব করেছেন। বলিউডে দিলীপ কুমার, শাম্মি কাপুর, রাজেন্দ্র কুমার, সুনীল দত্তের মতো বিশিষ্ট অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কাজ করেছেন ২০০টিরও বেশি ছবিতে। লিড রোল করেছেন ১৬১ ছবিতে। গত শতকের সাতের দশক থেকে টানা ২৯ বছর অভিনয় করেছেন।

১৯৫৯ সালে ‘পদ্মশ্রী’,

১৯৯২ সালে ‘পদ্মভূষণ’ ছাড়াও তামিলনাড়ুর ‘কালাইমামানি’, বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন সরোজা দেবী। ৫৩তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে জুরি বোর্ডের সভাপতিত্ব করেছিলেন।

সরোজা দেবীর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে। বাবা ভৈরাপ্পা ছিলেন পুলিশ অফিসার। মা রুদ্রাম্মা। তাঁদের চতুর্থ কন্যা সরোজার স্বামী শ্রী হর্ষ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ভিন্ন পেশায় থাকলেও স্বামীর কাছ থেকে অভিনয়ে উৎসাহ পেয়েছেন।

বিনোদন দুনিয়ায় সাড়া জাগানো অভিনেত্রী সরোজা দেবীর শাড়ি, গয়না ছয়ের দশকে ট্রেন্ড তৈরি করেছিল।

খোয়া গেল ৫০০০ কোটি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি দেশ থেকে লাগাতার ভারতে সাইবার হানা চালানো হচ্ছে। এর জেরে গত ৫ মাসে খোয়া গেল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। এই সাইবার হানায় পাওয়া গিয়েছে চিনের যোগও।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ ‘ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার’-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মায়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস এবং থাইল্যান্ড থেকে এই সাইবার হানা চালানো হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এর জেরে প্রতারকরা হাতিয়েছে প্রায় ১১৯২ কোটি টাকা। পরের চার মাসে খোয়া গিয়েছে যথাক্রমে ৯৫১ কোটি, ১০০০ কোটি, ৭৩১ কোটি এবং ৯৯৯ কোটি টাকা। মূলত ডিজিটাল গ্রেপ্তারি এবং শেয়ার বাজারে ট্রেডিং-এর মাধ্যমে এই টাকা হাতিয়েছে প্রতারকরা। বিদেশে বসে থাকা প্রতারকদের একটা বড় অংশ ভারতীয় বলে জানা গিয়েছে। ওই ভারতীয়রা পাচার চক্রের শিকার। তাঁদের কোথাও বন্দি করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জনিয়েছেন, সাইবার প্রতারকদের অনেকগুলি ঘাঁটি চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন ভারতীয়কে উদ্ধারও করা হয়েছে।

ভদরাকে জেরা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : প্রিয়াংকার স্বামী রবার্ট ভদরাকে আর্থিক তছরুপ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ব্রিটেনের অস্ত্র পরামর্শদাতা সঞ্জয় ভাণ্ডারীর সঙ্গে রবার্ট ভদরার সম্পর্ক, তাঁর লন্ডনের সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন ইডির গোয়েন্দারা। রবার্টের বয়ান তহবিল তছরুপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) রেকর্ড করা হচ্ছে। রবার্টের বিরুদ্ধে তিনটি তহবিল তছরুপ মামলা রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল ব্রিটেনে তাঁর সম্পত্তি ও সঞ্জয় ভাণ্ডারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি। বাকি দু’টি হল জমি চুক্তিতে রবার্টের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ। রবার্ট ভদরাকে জুন মাসে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য তলব করেছিল ইডি। সেইসময় বিদেশে থাকার কারণে তিনি বিষয়টি স্থগিত রাখতে আবেদন করেছিলেন।

খোলামেলা আলোচনা, চিনে প্রস্তাব জয়শংকরের

চিনা ভাইস প্রেসিডেন্ট ঝেংয়ের সঙ্গে জয়শংকর। সোমবার বেজিংয়ে।

বেজিং, ১৪ জুলাই : সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) সদস্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিতে চিন সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিয়েনজিনে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণের আগে সোমবার বেজিংয়ে চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং এবং বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই’র সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করলেন তিনি। চিন সরকারের দুই শীর্ষকর্তাকেই দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক জট কাটাতে ভারত ও চিনের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন জয়শংকর।

গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে ভারত-চিন সম্পর্কে বরফ গলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অপারেশন সিঁদুরের আগে-পরে পাকিস্তানকে চিনের ধারাবাহিক সমর্থন ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সম্প্রতি দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়েও দু’পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর চলেছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে জয়শংকরের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। হান ঝেংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এক্স পোস্টে জয়শংকর লিখেছেন, ‘আজ বেজিংয়ে পৌঁছানোর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং-এর সঙ্গে দেখা করতে পেরে ভালো লাগছে। বর্তমানে জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশ এবং বৃহৎ অর্থনীতি হিসাবে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থান এবং মতামত একে অপরকে খোলামেলাভাবে জানানো।’ ভারতীয় তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের মানস সরোবরযাত্রা দু-দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

এই পোস্টের কিছুক্ষণ বাদে ওয়াং ই-র সঙ্গে দেখা করেন জয়শংকর। দুই বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। বৈঠক

গালওয়ান এখন ইতিহাস

থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জয়শংকর বলেন, ‘গত নয় মাসে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এটিকে সীমান্ত সংঘাত বন্ধ করে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতার ফল বলা যেতে পারে।’

১৫ জুলাই এসসিও সম্মেলনে যোগ দেবেন জয়শংকর। গত অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল চিন সফরে গিয়েছিলেন।

৬ বছরে সর্বনিম্ন মূল্যবৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : আরও কমল মূল্যবৃদ্ধির হার। জুনে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ২.১ শতাংশ। যা গত ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূলত খাদ্যপণ্যের দাম কমায় বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সোমবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, মে মাসের তুলনায় জুনে মূল্যবৃদ্ধির হার ০.৭২ শতাংশ কমেছে। মে মাসে এই হার ছিল ২.৮২ শতাংশ। ২০২৪-এর জুনে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.০৮ শতাংশ। ২০১৯-এর জানুয়ারিতে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ১.৯৭ শতাংশ। তার পরে চলতি বছরের জুনে এত নীচে নামল মূল্যবৃদ্ধির হার। পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, মে মাসের তুলনায় জুনে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ২.০৫ শতাংশ কমেছে। ২০১৯-এর জানুয়ারির পর এই প্রথম এত নীচে নেমেছে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। গ্রামীণ এবং শহর এলাকা-দুই ক্ষেত্রেই খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে। খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে।

খুচরো মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি কমেছে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হারও। জুনে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার (-০.১৩ শতাংশ) শূন্যের নীচে নেমে এসেছে। গত মে মাসে এই হার ছিল ০.৩৯ শতাংশ এবং ২০২৪-এর মে মাসে এই হার ছিল ৩.৪৩ শতাংশ। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির মতো পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার কমার নেপথ্যেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে খাদ্যপণ্যের পাইকারি মূল্য কমা।

পিঠ বাঁচাচ্ছে বোয়িং-এআই!

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার এক মাস পর প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। সেখানে দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে জ্বালানি সুইচের সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বোয়িং ৭৮৭ মডেলের এআই-১৭১ বিমানটি রানওয়ে ছাড়ার পরেই সেটির জ্বালানি সুইচ ‘রান’ থেকে ‘কাট-অফ’-এ চলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দেশের সবকটি উড়ান সংস্থাকে বোয়িং ৭৮৭ সহ সব মডেলের বিমানের জ্বালানি সুইচ নিয়মিত পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। এদিনই তাদের পাইলটদের বোয়িং ৭৮৭ মডেলের বিমানগুলির জ্বালানি সুইচ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে এতিহাদ এয়ারওয়েজ।

স্বাভাবিকভাবে বোয়িং বিমানের জ্বালানি সুইচের ‘লকিং সিস্টেম’-এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাদের জ্বালানি সুইচে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি নেই বলে দাবি করেছে বোয়িং। একই কথা বলেছে আমেরিকার ফেডারাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। দু’পক্ষই জানিয়েছে, সুইচে সমস্যা না থাকায় সেটি মেরামত বা বদলের জন্য উপভোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণে কোনও খামতি ছিল না বলে দাবি করেছে এয়ার ইন্ডিয়া (এআই)। সোমবার কর্মীদের উদ্দেশে একটি বিবৃতি জারি করেছেন এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন। তিনি জানান, আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। ফলে এখনই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত নয়। তবে প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে এটা অন্তত

বহাল ধোঁয়াশা

- জ্বালানি সুইচে ত্রুটি নেই, দাবি বোয়িংয়ের
- একমত আমেরিকার ফেডারাল অ্যাভিয়েশন
- রক্ষণাবেক্ষণে খামতি ছিল না, জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া
- রানওয়ে ছাড়তেই অকেজো বিমানের জ্বালানি সুইচ, রিপোর্ট

বোঝা যাচ্ছে যে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে কোনও খামতি ছিল না। ভবিষ্যতে ডিজিসিএ বা বোয়িংয়ের তরফে এ ব্যাপারে নির্দেশ বা পরামর্শ দেওয়া হলে এয়ার ইন্ডিয়া সেটা মেনে চলবে বলে জানিয়েছেন ক্যাম্পবেল।

বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘প্রাথমিক রিপোর্টে যান্ত্রিক বা রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ত্রুটি নজরে আসেনি। ইঞ্জিন সহ বিমানের কোনও অংশে গলদ পাওয়া যায়নি। উড়ানের আগে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। উড়ানের আগে পাইলটদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছিল।’

ডিজিটাল হাজিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : আগামী ২১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত। এবার থেকে নিজস্ব আসনে বসেই সাংসদরা হাজিরা দেবেন অনলাইনে। সংসদের কার্যপ্রণালীকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার পথে এক বড় পদক্ষেপ করল লোকসভা। সদ্য নির্মিত নতুন সংসদ ভবনে এবার থেকে এমএমডি (মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস) ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ নিজ আসন থেকেই অনলাইনে হাজিরা দেবেন সাংসদরা। অর্থাৎ রেজিস্টারে সই করার আর কোনও দরকার নেই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার তত্ত্বাবধানে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। কাগজবিহীন সংসদ গঠনের লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে লোকসভায় এই নতুন ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালু হলেও রাজ্যসভায় এখনও আগের মতো রেজিস্টারে সই করেই হাজিরা দিতে হবে।

আসন্ন বাদল অধিবেশনেই নতুন ব্যবস্থার সূচনা হতে চলেছে। এর আগে সাংসদদের সংসদ ভবনের দরজায় রাখা ট্যাবলেট ও স্টাইলাস ব্যবহার করে হাজিরা দিতে হত। সেই পদ্ধতি সরিয়ে এবার আসন থেকে সরাসরি হাজিরা দেওয়ার সুযোগ মিলছে, যার ফলে লাইন দেওয়া ও সময় নষ্ট দুটোই বাঁচবে বলে মত লোকসভার সচিবালয়ের।

এমএমডি ডিভাইসের মাধ্যমে সাংসদরা তিনটি পদ্ধতিতে হাজিরা দিতে পারবেন। আঙুলের ছাপ (থাম্ব ইমপ্রেশন), পিন নম্বর দিয়ে এবং এমএমডি কার্ড সোয়াইপ করে। এছাড়াও কেউ চাইলে ড্রপ ডাউন মেনু থেকে নিজের নাম বেছে নিয়ে, ডিজিটাল পেন দিয়ে স্বাক্ষর করে এবং ‘সাবমিট’ অপশনে ক্লিক করেও হাজিরা দিতে পারেন।

অসুস্থ গাভাই

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই সংক্রমণজনিত কারণে অসুস্থ। তিনি দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসায় সাড়াও দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতির অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিয়েছিলেন গাভাই। সেখানে তাঁর একাধিক কর্মসূচি ছিল। ওই সময়েই তিনি সংক্রমিত হন বলে অনুমান করা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী দু-একদিনের মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মায়ের হাতে বাবা খুন

পাটনা, ১৪ জুলাই : পরকীয়ায় মজে স্বামীকে হত্যা করলেন স্ত্রী, এমন অভিযোগ উঠেছে তিন সন্তানের মা বছর ৩৫-এর উষা দেবীর বিরুদ্ধে। তিনি স্বীকারও করেছেন। গ্রেপ্তারের খবর মেলেনি।

বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় নিজেদের বাড়িতেই স্বামীকে ছুরি দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকেন স্ত্রী। রাতে ঘুমোচ্ছিল সন্তানরা। ছেলে শৈলেন্দ্র ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই দেখে চারিদিকে রক্ত। মা ছুরি দিয়ে বাবাকে আঘাত করে চলেছে। বাবার রক্ত ছিটকে পড়ে তার মুখে। সে অ্যালার্ম বাজাতে গেলে মা ভয় দেখায়, বাবার মতো তাকেও শেষ করে দেবে।

আত্মঘাতী মডেল

পুদুচেরি, ১৪ জুলাই : মাত্র ২৫ বছর বয়সেই থেমে গেল প্রাক্তন মিস পুদুচেরি সান রাচেলের জীবন। অনেক কম বয়সে নাম, যশ, খ্যাতি পেয়েছেন মডেল-দুনিয়া কাঁপানো ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রাচেল। তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, রাচেল বিয়ের পর থেকেই বিষণ্ণ থাকতেন। ৫ জুলাই নির্ধারিত ডোজের অনেক বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন তিনি।

স্কুলে চিড়িয়াখানা খুলে প্রকৃতিপাঠ শীলার

চেন্নাই, ১৪ জুলাই : স্কুলঘরে পড়াশোনা করছে সবে কথা বলতে শেখা শিশুরা। সেখানে হুটহাট ঢুকে পড়ছে কখনও টিয়া, কখনও ময়না কিংবা খরগোশ। সেই দেখে পড়া ফেলে বাচ্চার দল হইহই করে ছুটে যাচ্ছে অবলা অতিথিকে আদর করতে। এই দৃশ্য একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার চেন্নাইয়ের চেটপেটের মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিশু বিভাগে।

ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার গ্রেস শীলা আদ্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক। তিনি একাধারে প্রধান শিক্ষিকা এবং আহত পশুপাখিদের চিকিৎসকও বটে। নানা জায়গা থেকে আহত অবলা প্রাণীদের জুটিয়ে এনে তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছেন স্কুলচত্বরেই। কোন পাখি মা-হারা, কে ডানা ভেঙে উড়তে পারে না, কে শিকারিদের আক্রমণে অসুস্থ—তিনি নিজের হাতে তাদের সেবা ও পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলে কচিকাঁচাদের

মধ্যে ছেড়ে দেন। কারও অবস্থা বেশি খারাপ হলে সাহায্য নেন স্থানীয় পশু হাসপাতালের।

সম্প্রতি তাঁর বন্ধু সাবিনা ভার্গিজ তাঁর হাতে ধরিয়ে দেন একটি মৃতপ্রায় ময়নাপাখিকে। তিনতলার এসি ইউনিটের পাশে বাসা বেঁধে থাকতে গিয়ে পাখিটি পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। প্রাণটাও যাচ্ছিল প্রায়। শীলাই বাঁচিয়ে তোলেন পাখিটিকে। সে আবার আগের মতোই গান গায় আর শীলা যেখানে যান, সে পিছু নেয়। শ্রেণিকক্ষ থেকে শোওয়ার ঘর, সর্বত্র অবাধ যাতায়াত তার। একইরকম যত্নআত্তি পায় অন্য প্রাণীরাও।

তবে শীলা বা শিশুপড়ুয়াদের ভালোবাসলেও নিজেদের মধ্যে সর্বক্ষণ ঝগড়া করে অবলা প্রাণীরা। আর এভাবেই পড়ুয়াদের পশু ও প্রকৃতি-পাঠ দেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। মাঝেমধ্যেই তিনি তাদের নিয়ে যান জঙ্গল এলাকায় প্রকৃতি ও প্রাণীদের আরও নিবিড় সান্নিধ্য পেতে। শীলা বলেন, ‘ছোট পোকামাকড়কেও গাড়ির চাকায় পিষে যেতে দিই না। গাছের পাতা ছুঁইয়ে সরিয়ে দিই। আমি চাই আমার ছেলেমেয়েরা জানুক, এক একটা প্রাণ কত মূল্যবান!’

‘আড়িপাতার নথি বৈধ’

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙতে বসলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ওপর নজরদারি করতেই পারেন। সেই সুবাদে গোপন ফোন রেকর্ডিং আদালতে প্রমাণ হিসাবে চলবে বলে সোমবার জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এদিন পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রায় উলটে দিয়ে জানিয়েছে, ‘বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় গোপনে স্ত্রীর ফোনালাপ রেকর্ড করা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন নয়।’

এর আগে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বলেছিল, স্ত্রীর অজান্তে ফোনালাপ রেকর্ড করা স্পষ্টভাবে তার গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন

বিচ্ছেদে সুপ্রিম রায়

করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ওপর নজরদারি করেন, তাহলে বুঝতে হবে সেই সম্পর্ক ভাঙনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে।

শীর্ষ আদালতের মতে, এমন গোপন রেকর্ডিং বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ভারতীয় প্রমাণ আইনের ১২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথনকে গোপনীয়তা দেওয়া হলেও তা পুরোপুরি শর্তহীন নয়। তাই এই মামলায় গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নই ওঠে না বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এই মামলা শুরু হয়েছিল হাইকোর্টের বিচারপতি লিসা গিলের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া বিশেষ অনুমতি আবেদনের মাধ্যমে। হাইকোর্টে এক মহিলা দাবি করেছিলেন, তাঁর স্বামী যেভাবে একটি কম্প্যাক্ট ডিস্কে ফোন রেকর্ডিং জমা দিয়েছেন, তা তাঁর মৌলিক অধিকার হরণ করছে। ভাতিন্ডার পরিবার আদালত সেই রেকর্ডিং স্বামীর পক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ ছিল স্বামীর।

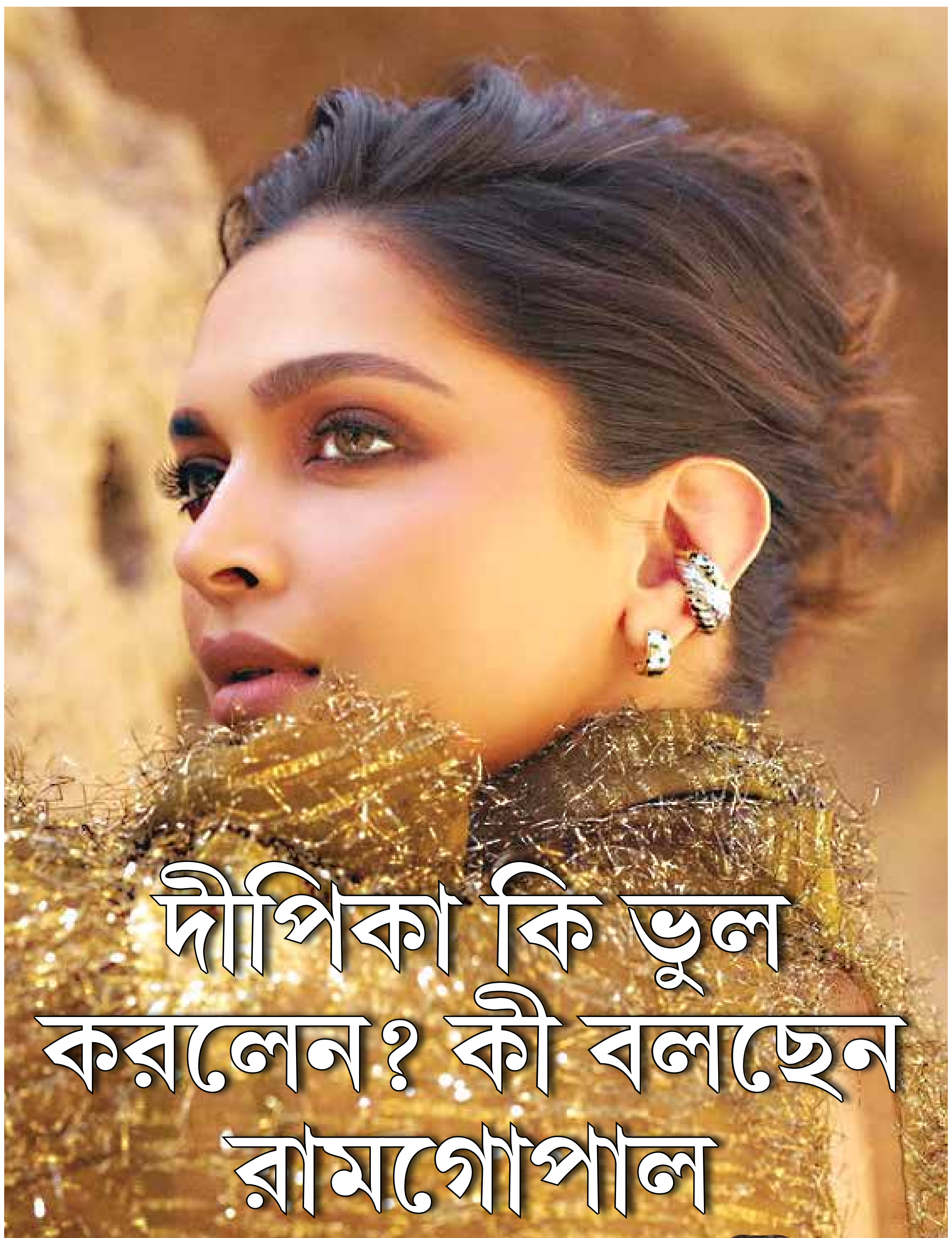

দীপিকা কি ভুল করলেন? কী বলছেন রামগোপাল

একেবারে উড়িয়ে দিলেন রামগোপাল বার্মা। কে কত ঘণ্টা শুটিং করবেন, তা নিয়ে এত বেশি জলঘোলার কিছু হয়নি বলে সপাটে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এই বিষয়টাকে নিয়ে একটু বেশিই গোলমাল করা হচ্ছে। পরিচালক এক রকম চান। আর শিল্পীরা আরেকরকম। এটা হতেই পারে। চুক্তি সই করার আগে অনন্ত কথা কেউ বলতেই পারে। কিন্তু চুক্তির পরে আর কথা চলে না। পরিচালকের কথা অনুযায়ী কাজ করবেন বলেই তো চুক্তিটা মেনেছেন, না কি!

আসলে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবিতে আট ঘণ্টা কাজ করা নিয়ে দীপিকা পাড়ুকোনের কথার পিঠে বলিউড, দক্ষিণ–সব জায়গাতেই প্রচুর মতামত শোনা যাচ্ছে। তার প্রেক্ষিতে পরিচালক রামগোপাল বার্মা বলেন, 'আমার সত্যিই মনে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আমি একজন পরিচালক হিসেবে বলতেই পারি ২৩ ঘন্টা কাজ করতে হবে, তাতে অভিনেতা বা অভিনেত্রী সমর্থন করবেন কিনা সেটা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা। আমি তো কাউকে বাধ্য করতে পারি না। সবকিছু ঠিক থাকলে তবেই একসঙ্গে কাজ শুরু করা হয়।'

পরিচালক আরও বলেন, 'কাজের সময় কতক্ষণ নির্ধারিণ করা হবে সেটা অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে। এই ধরুন একজন পরিচালকের প্রয়োজন সূর্যাস্তের সময় কোনও দৃশ্য শ্যুট করতে হবে, সেক্ষেত্রে সবাইকে অপেক্ষা করতেই হয়। আবার অনেক সময় লোকেশন ঠিক না থাকলে অন্য লোকেশনে যেতেও কিছুটা সময় লেগে যায়। তাই কেউ এটা বলতে পারে না যে এই সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

শরীরের চাহিদার জন্যই ফিরে এসেছিল

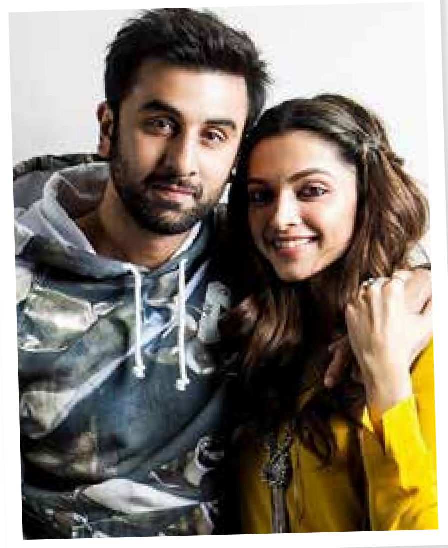

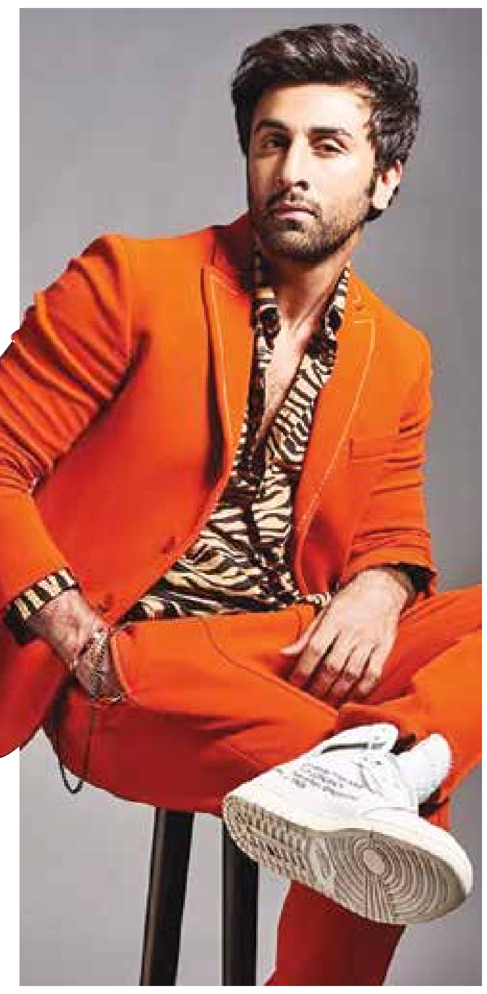

রণবীর কাপুর সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ওঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা আগেও হয়েছে, কিছুদিন আগেও হয়েছে। রণবীরের ফ্ল্যামবয়েন্সি নিয়ে প্রকাশ্যে বহুবার অনেক কথা বলেছেন দীপিকা। একবার কফি উইথ করণ-এ এসে তিনি বলেছিলেন, 'রণবীরের কোনও কন্ডোম সংস্থার মুখ হওয়া উচিত।' এ কথা কেন? ততদিনে ওঁদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। রণবীর তাঁর ক্যাসানোভা চরিত্রের জন্য দীপিকাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ভেঙে পড়েন দীপিকা। মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়েছিল তাঁকে। পরে আবার ফিরে এসেছিলেন রণবীর। আর তাকেই দীপিকা বলেছেন, 'শারীরিক চাহিদার জন্যই রণবীর ফিরে এসেছিল'। তবে রণবীর আবার দীপিকাকে ছেড়ে গিয়েছেন—এ কথা ঠিক নয়। এবার দীপিকাই রণবীরকে ফিরিয়ে দেন। তাঁর একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের কথা দীপিকা আগেও শুনেছিলেন। তবু ভেবেছিলেন হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে পরে। হয়নি। রণবীর একই থেকে গিয়েছেন। তাই দীপিকাই তাঁকে ছেড়ে চলে আসেন। এখন অবশ্য রণবীর আলিয়া ভাটকে বিয়ে করে রাহা কাপুরের বাবা হয়ে সংসার করছেন পুরোদমে। দীপিকাও রণবীর সিংকে বিয়ে করে দুয়ার মা হয়ে সংসার করছেন। তাই পুরনো বিবাদ আর নেই। এখন রণবীর কাপুর-দীপিকা পাড়ুকোন বন্ধু।

৪টি চরিত্রে আল্লু অর্জুন

অ্যাটলি পরিচালিত এএ ২২ x এ ৬ ছবিতে আল্লু অর্জুন চারটি চরিত্রে অভিনয় করবেন, তেমনই শোনা গিয়েছে। ছবির নায়িকা হিসেবে আগেই এসেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এরপর ছবিতে এলেন রশ্মিকা মানডানা। ছবির পুরো ফ্যামিলি ট্রি অর্থাৎ দাদু, বাবা ও তার দুই ছেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন আল্লু। এমন অবতারে তিনি এই প্রথম দেখা দেবেন। প্রথমে দাদু ও বাবার চরিত্রেই তাঁকে ভাবা হয়েছিল। তিনি দুই ছেলের চরিত্রও করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও লুক টেস্ট করার পর তাঁর মনে হয় দুই চরিত্রে তিনি সুবিচার করতে পারেন। দর্শক একটি টিকিটে অর্জুনের চার অবতার দেখতে পারবেন। ছবির এই মূহূর্তের বড় চমক, রশ্মিকার চরিত্র-- তিনি ছবিতে 'ভিলেন'। আল্লু, দীপিকা, জাহ্নবী কাপুর, ম্রুণাল ঠাকুরের পাশে তাঁর চরিত্র ধারে আর ভারে অন্য মাত্রা আনবে নিঃসন্দেহে।

অনিলের ছবির শুটিং শাহরুখের মন্নতে

শাহরুখ খান ও স্ত্রী গৌরীর স্বপ্নের বাড়ি মন্নত। কিন্তু সে বাড়ির মালিকানা তাঁদের হাতে আসার অনেক আগে বলিউডের অনেক ছবির শুটিংয়ে এ বাড়িকে দেখা গিয়েছিল। বাড়ির সামনে, বাড়ির ভিতরে বহু ছবির শুটিং হয়েছে। যেমন অনিল কাপুরের তেজাব। অনিল-মাধুরী দীক্ষিতের এই ছবি তাঁদের দুজনকেই রাতারাতি অবিশ্বাস্য স্টারডমে এনে দেয়। সেই ছবির গান এক দো তিন-এ অনিলের নাচের শুটিং মন্নত-এর ভিতরে হয়েছিল। দৃশ্যটিতে দেখা যায়, অনিল গান গেয়ে, নেচে, মাধুরীকে প্রেমে পড়ার কথা জানাচ্ছেন, মাধুরী গোটা বাড়ি ঘুরে তাঁকে অস্বীকার করছেন ও চলে যেতে বলছেন। অবশ্য তখন সে বাড়ির নাম মন্নত ছিল না। পরে শাহরুখ তাঁর মালিক হন। সে বাড়ি রীতিমতো বিখ্যাত আরও একটি কারণে, জন্মদিনে শাহরুখ এই বাড়ির বাইরে এসেই ভক্তদের দেখা দেন।

একনজরে সেরা ৫

বিপ্লবীদের নিয়ে

প্রাইম ভিডিওর আগামী সিরিজ দ্য রেভেলিউশনারিজের প্রথম ঝলক এল সোমবার। পরিচালক নিখিল আডবানি। সন্দীপ সান্যালের উপন্যাস রেভলিউশনারিজ: দ্য আদার স্টোরিজ হাউ ইন্ডিয়ান ওন ইটস ফ্রিডম অবলম্বনে নির্মীয়মান এই সিরিজে আছেন ভুবন বাম, রোহিত শরাফ, প্রতিভা রান্টা প্রমুখ। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ও দেশপ্রেম সিরিজের বিষয়। শুটিং চলছে।

পিছিয়ে মুক্তি

সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারীর মুক্তি পিছিয়ে হল চলতি বছরের ২ অক্টোবর। ওই সময় কান্টারা: এ লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১ এবং এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়তেরও মুক্তি। তবু বড় প্রতিযোগিতা হবে না বলেই মনে করেছেন প্রযোজক করণ জোহার। ছবিতে আছেন বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর।

আবার দুজন

মানস মুকুল ঘোষের ছবি চণ্ডীকথাতে আবার ১০ বছর পর আসছেন সামিউল আলম ও নূর আসলাম। এরা উল্লিখিত পরিচালকের সহজ পাঠের গপ্পোতে প্রথম মুখ দেখিয়েছিলেন। এবার মুর্শিদাবাদের প্রেক্ষাপটে ডোম ও মুচি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধত্ব করবেন ওরা। ছবিতে উঠে আসবে জীবনসংগ্রাম এবং তাঁদের অটুট বন্ধুত্বের কথা। ডিসেম্বরের দিকে শুটিং শুরু।

জোড়া নায়িকা

প্রজাপতি ২ ছবিতে দেবের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু তো বটেই, শোনা যাচ্ছে, ইধিকা পালও আর এক নায়িকার জায়গা নেবেন। খবর ছিল ভিসা সমস্যার কারণে নাকি এ ছবি করবেন না তিনি, এখন জানা গিয়েছে কলকাতায় আগামী মাসে শুটিং করবেন। ইধিকার সঙ্গে এর আগে দেব খাদান করেছেন। তাঁর রঘু ডাকাতেও ইধিকা আছেন।

পাকিস্তানে রামায়ণ

পাকিস্তানের নাট্যদল মউজ করাচি আর্ট কাউন্সিলে রামায়ণ মঞ্চস্থ হল লাইভ মিউজিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে। এর সিনেমাটিক ভার্সানে মুগ্ধ দর্শকরা। পরিচালক ইয়োহেশ্বর করেরা বলেছেন, মঞ্চে রামায়ণকে জীবন্ত করে তোলা দারুণ অনুভূতি। বিখ্যাত সমালোচক ওমর আলাইভির মন্তব্য, রামায়ণ উচ্চস্তরের আখ্যান। এখানে যেভাবে তা তুলে ধরা হয়েছে, তা অভূতপূর্ব।

উইম্বলডনে তারকাদের ভিড়

বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা, নিক জোনাস, প্রিয়াংকা চোপড়া তো আলো করেছিলেনই, শেষদিনে অন্যরা আরও চমক দিলেন টেনিসের মহোৎসবে। প্রথমে বলতে হয় জাভেদ আখতার, ফারহান আখতার ও তাঁর স্ত্রী শিবানি দান্ডেকরের কথা। ফারহান সে ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখা যাচ্ছে সকলের মুখে চওড়া হাসি। ওঁদের সঙ্গে শাবানা আজমিও গিয়েছেন। তিনিই ফোটোগ্রাফার হয়ে ছবিটি তুলেছেন, তাই তিনি গ্রুপ ছবিতে নেই। এই ছবি পোস্ট করে শাবানা লিখেছেন, 'উইম্বলডনের ফাইনাল ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছি।' ফারহান ছবির সঙ্গে লিখেছেন, ড্যাড আর শিবানীর সঙ্গে দারুণ অভিজ্ঞতা। উইম্বলডনকে তিনি সেরা টেনিস টুর্নামেন্ট বলে দাবি করেছেন। এদিন দেখা গিয়েছে প্রীতি জিন্টা ও তাঁর স্বামী জেন গুডএনাফকেও। দুজনের ছবি শেয়ার করে প্রীতি লিখেছেন, 'দারুণ উইক-এন্ড কাটল পতি পরমেশ্বর আর মেয়েদের সঙ্গে টেনিসের এক অবিশ্বাস্য ম্যাচ দেখে। ছিলেন সোনম কাপুর তাঁর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নিয়ে, সঙ্গে বোন রিয়া কাপুর। মিলিন্দ সোমান ও স্ত্রী অংকিতা কোনওয়ার গিয়েছেন, তাঁদের ছবিও নেটে ঘুরছে। উর্বশী রাওতেলা হ্যান্ডব্যাগে চারটি ৪ লাবুবু পুতুল ঝুলিয়ে ম্যাচ দেখেছেন। এছাড়াও ছিলেন জাহ্নবী কাপুর, শিখর পাহাড়িয়া, অবনীত কউর প্রমুখ। প্রসঙ্গত, উইম্বলডনে পুরুষ সিঙ্গলসে জ্যানিক সিনার কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট জিতেছেন।

দীপিকার সঙ্গে পার্থক্য মোহিতের

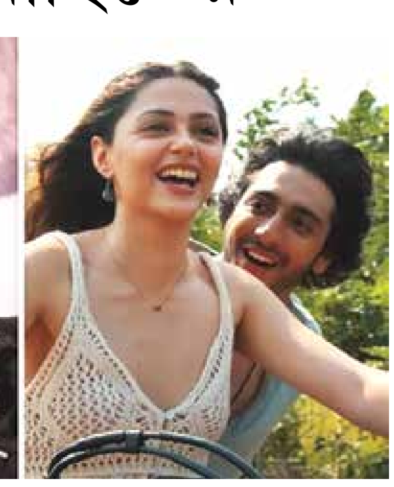

পরিচালক মোহিত সুরির 'সাইয়ারা'র মুক্তি আসন্ন। প্রচার চলছে জোর কদমে। এই সময়ে এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাড়ুকোনের 'আট ঘণ্টা' কাজের দাবির কথায় বলেছেন, 'আমার মনে হয়, সবই নির্ভর করছে বাজেটের ওপর। কোনও পরিচালক দরকার না থাকলে কাউকে দিয়ে কেন বেশি কাজ করাবে? টর্চার করবে তার ওপর, আমি মনে করি না। কে কী করবে না করবে, এটা অন্য বিষয কিন্তু সাইন করে ছবির কাজ শুরু করার পর যদি কেউ শর্ত চাপায়, তাহলে তা ঠিক নয়। প্রজেক্ট সম্বন্ধে সে তো আগেই জানত।' তিনি অবশ্য বাজেটকেই এই বিতর্কের কারণ বলেছেন। বাজেটের কারণেই অনেক সময়ে টানা কাজ করতে হয়। এই আটঘণ্টা কাজের শর্তেই সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি 'স্পিরিট' থেকে দীপিকা পাড়ুকোন বেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁর জায়গায় এসেছেন তৃপ্তি ডিমরি। অন্যদিকে আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা অভিনীত মোহিতের সাইয়ারার জন্য দর্শকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে, বিশেষ করে মোহিত যখন থেকে জানিয়েছেন সাইয়ারার আইডিয়া আসলে এসেছে আশিকি ৩ থেকে।

মহারাজার মূর্তির ভূমিপুজোয় রবি, হিপ্পি, পার্থরা

বিবাদ ভুলে একজোট

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : ভোট বড় বালাই! কোচবিহারবাসীর মধ্যে রাজ আবেগ যে কতটা রয়েছে তা মূর্তি বসানো বিতর্ককে ঘিরে দু'দিনে বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে হারে হারে টের পেয়েছে তৃণমূল। আর যে কারণে মূর্তি বসানোকে কেন্দ্র করে দু'দিন আগেও তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা ও পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলারদের ভিন্ন কথা বলতে শোনা গিয়েছিল। ঘটনাটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অনেকে। অবশেষে গুরুত্ব বুঝতে পেরে সোমবার মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির বসানোর আগে ভূমিপুজোয় শহর তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা ও পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলারদের দেখা মিলল। পুজোর পর তৃণমূল নেতাদের একে-অপরকে লাড্ডু খাওয়াতেও দেখা যায়। রাতারাতি নেতাদের ভোল বদলে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাগরদিঘির উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনে মহারাজার মূর্তি বসানোর। মূর্তি বসানোর জন্যই সোমবার এখানে ভূমিপুজো করা হল। জায়গা নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এখন সেই সমস্যা মিটে গিয়েছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। আগামী বুধবার থেকে এখানে মূর্তি বসানোর জন্য বেদি তৈরির কাজ শুরু হবে।' তাঁর আরও সংযোজন, শীঘ্র দেবীবাড়ি এলাকায় মহারাজা বিশ্বসিংহ নারায়ণের মূর্তি বসানো হবে।

সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ সাগরদিঘির আমতলা মোড়ে এনবিডিডি দপ্তরের সামনে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানোর জন্য মহারাজার প্রতিকৃতির সামনে একাধিক ঢাক সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সেই ভূমিপুজো হয়। পুজোয় কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) সহ দলের অধিকাংশ কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পুরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই ভূমিপুজোয় প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, তৃণমূল নেতা পরিমল বর্মন, খোকন মিয়াঁ, দ্য কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের ভূমিপুজোয় তৃণমূলের এত নেতা ও কাউন্সিলারদের ভিড় দেখা গেলেও শুক্রবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিসের সামনে মূর্তি বসানোর নিয়ে বিরোধ দেখা গিয়েছিল। এরফলে পুরসভা মূর্তি বসানোর জন্য সেখানে একাধিকবার কাজ শুরু করলেও কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পুরসভার চেয়ারম্যান দুজন কাউন্সিলারকে নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আর্থমুভার দিয়ে সেখানে গর্ত খোঁড়ান। কিন্তু তিনি চলে যেতেই ফের সেই গর্ত বুজিয়ে দেওয়া হয়। দলের একটা অংশের বাধায় কাউন্সিলারদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সোমবার ভূমিপুজোয় জেলা তৃণমূল নেতাদের অনেককে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল। মূর্তি বসানো নিয়ে বিরোধ কী তাহলে রাতারাতি উধাও হয়ে গেল।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন, সবটাই হচ্ছে ভোটের অঙ্ক। কারণ কোচবিহারের মোট ভোটারের ৫১ শতাংশ রয়েছে তপশিলি জাতি। তার মধ্যে ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ রাজবংশী। আর মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় কোচবিহারবাসী বিশেষ করে রাজবংশীরা যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাতে ভোট হারানোর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল নবান্ন। আর সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি উদয়নকে ফোন করে বিতর্ক মিটিয়ে মূর্তি দপ্তরের সামনে বসানোর নির্দেশ দেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

যদিও এনিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিকে প্রশ্ন করাতে তাঁর বক্তব্য, 'মূর্তি বসানো নিয়ে আমাদের দলে কোনও বিরোধ নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে মিডিয়ার তৈরি ন্যারেটিভ।'

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানোর আগে ভূমিপুজো।

মহারাজার এই মূর্তি বসবে আমতলায়।

ভোল বদল

- শুক্রবার পুরসভার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিসের সামনে মূর্তি বসানো নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে বিরোধ দেখা গিয়েছিল
- পুরসভা মূর্তি বসাতে বহুবার কাজ শুরু করলেও কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়
- সোমবার আমতলা মোড়ে মহারাজার প্রতিকৃতির সামনে ভূমিপুজোয় জেলা তৃণমূলের বহু নেতাকে দেখা যায়
- রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে জেলায় ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ রাজবংশী ভোটের কথা ভেবে এই ভোল বদল হয়েছে তৃণমূলের

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক (সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৬
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	৩০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১৪
ও নেগেটিভ	১
দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	২

মন্ত্রীর উদ্যোগে এসি, সিসিটিভি

দিনহাটা, ১৪ জুলাই : মন্ত্রী উদয়ন গুহর ব্যক্তিগত উদ্যোগে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের এইচডিইউ বিভাগে চারটি এসি বসতে চলেছে। এর ফলে সংকটাপন্ন রোগীরা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'বর্তমান এইচডিইউ বিভাগে ছয়টি বেড রয়েছে। মূলত এখানে সংকটাপন্ন রোগীরাই থাকেন। তবে কয়েকদিন থেকে যেভাবে গরম পড়ছে তাতে রোগীদের অসুবিধা হচ্ছিল। অবশেষে মন্ত্রীর উদ্যোগে কিছুটা স্বস্তি ফিরবে রোগীদের।' পাশাপাশি এদিন দিনহাটা থানার পুলিশ ও মন্ত্রীর তরফ থেকে দিনহাটা শহরে আরও ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা ও কন্ট্রোল রুম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অনেকটাই আঁটোসাঁটো করবে বলে মনে করছে পুলিশ ও প্রশাসন। এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, 'আগেও ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল, তবে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে নিরাপত্তা অনেকটাই সুনিশ্চিত হবে।'

বন্ধুর সাইকেলে বাড়িতে ফেরা।। কোচবিহারে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

পুরসভার কাজে ক্ষোভ পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতে

বাসিন্দাদের বাধায় বন্ধ প্রকল্পের কাজ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ জুলাই : মাথাভাঙ্গা পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে সোমবার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এলংমারিতে বাধার মুখে পড়লেন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। তাঁদের ঘিরে এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আনুমানিক এক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মার নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। গ্রামবাসীদের বাধায় ওই প্রকল্পের কর্মীরা ফিরে যান। এরপর পুলিশের কথায় এলাকাবাসী বিডিও ও মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন।

মহকুমা শাসক নবনীত মিত্তাল জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত স্থানে প্রকল্প হবে। বাধা দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বিডিও সেসময় উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। এদিন গ্রামবাসীরা কাজে বাধা দেওয়ায় ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল প্রকল্পটি।

মাথাভাঙ্গা পুরসভা গঠিত হয়েছে ১৯৯০ সালে। কিন্তু দীর্ঘ এই ৩৫ বছরে ১২ ওয়ার্ডের এই শহরে নেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। বাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস আমল এসে গেলেও, এখনও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরি করতে পারেনি পুরসভা। পুরসভা জানিয়েছে, জমিজটের কারণে তারা প্রকল্পটি তৈরি করতে পারেনি। পুরসভা সুটুঙ্গা ও মানসাই নদীর সংযোগস্থলে অস্থায়ীভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরি করে। যদিও নদীর জল দূষণের অভিযোগ উঠছিল বারবার।

সুডার তরফ থেকেও জানানো হয়েছিল, অন্য জায়গায় এই প্রকল্পটি স্থায়ীভাবে তৈরি করার জন্য। ফলে প্রকল্পটির জন্য জমি খুঁজছিল পুরসভা। পারডুবি, হাজরাহাট-১ ও হাজরাহাট-২ এলাকায় জমি চিহ্নিত হলেও, বাসিন্দাদের আপত্তিতে তা বাতিল হয়। পরে পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এলংমারিতে একটি পিএইচইয়ের জলের ট্যাংকের পাশে নারকেল বাগানে প্রকল্পটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা।

অবশেষে প্রকল্পটি গড়ে তুলতে মউ স্বাক্ষর করে মাথাভাঙ্গা পুরসভা ও পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত। টেন্ডার শেষ করে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এলাকাবাসীর দাবি, তাঁদের না জানিয়ে এই প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি হলে দুর্গন্ধ ও দূষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। ফলে মাসখানেক আগে পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের সঙ্গে বৈঠক করেন এলাকাবাসী। সেসময় লক্ষপতি জানিয়েছিলেন, যে এই প্রকল্পটি আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি হবে। ফলে দূষণ বা দুর্গন্ধ ছড়াবে না। তবে স্থানীয়রা সেসময়ই তাঁর কথার বিরোধিতা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রুমন সাহা বলেন, 'পুরসভার আবর্জনা ফেলার জায়গা হলে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারব না।' পঞ্চায়েতের একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে ভয়াবহ গন্ধ আসছে বলে জানিয়েছেন মহারঞ্জন দাস। আরও একটি হলে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শ্যামল বর্মনের প্রশ্ন, 'পুরসভার প্রকল্প পুর এলাকায় না হয়ে আমাদের গ্রামে কেন?' আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতে রাতেই বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। সোমবার

সমস্যা যেখানে

- প্রকল্পটি হলে দুর্গন্ধ ও দূষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে
- পঞ্চায়েতের একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে ভয়াবহ গন্ধ আসছে
- প্রশ্ন উঠছে পুরসভার প্রকল্প পুর এলাকায় না হয়ে গ্রামে কেন

রক্ত বিভাজনের যন্ত্রের অভাব ব্লাড ব্যাংকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ জুলাই : রক্ত বিভাজনের যন্ত্র নেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। অথচ সেখানে প্রতিদিন ২০ ইউনিটের বেশি রক্তের চাহিদা থাকে। বিভাজন করতে না পারায় সংগ্রহ করা রক্ত তাই সরাসরি রোগীকে দেওয়া হয়। এতে রক্তের অপচয় হয়। কেন না, রক্তে যে তিনটি উপাদান প্রয়োজন তা দেওয়া জরুরি। কিন্তু রক্ত বিভাজন না করার ফলে রক্তের যে তিনটি উপাদান- লোহিত রক্তকণিকা, প্লাজমা ও প্লেটলেট থাকে, তা সব রোগীর দরকার নাও হতে পারে। বিভাজিত করে রক্ত দিলে অপচয়ের সম্ভাবনা কমে।

রক্ত বিভাজনের এই যন্ত্রের নাম 'কম্পোনেন্ট সেপারেটর মেশিন'। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'যন্ত্রটি থাকলে রক্তের অপচয় কম হবে। রক্তসংকটও মিটবে।' সমস্যাটি স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছেন দিনহাটার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক উত্তম সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'মহকুমা স্তরেও যেখানে যেখানে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে সেখানে দ্রুত ব্লাড সেপারেশন ইউনিট খোলা উচিত।'

লোহিত রক্তকণিকা মূলত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বা থ্যালাসিমিয়া রোগী, হিমোগ্লোবিন কম থাকলে এবং অন্তঃসত্ত্বাদের দেওয়া হয়। প্লাজমা ও প্লেটলেট মূলত পুড়ে গেলে বা ডেঙ্গি আক্রান্তদের দেওয়া হয়। দিনহাটার ব্লাড ব্যাংকের রক্ত অনেক সময় কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ থেকে বিভাজন করে নিয়ে আসা হয়। এতে দেরি হয় বলে সমস্যায় পড়েন রোগীরা।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগীর চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভাজন না করেই রক্ত দেওয়া হয়। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক দিনহাটার বাকি নার্সিংহোমগুলিরও ভরসা। সেজন্যই ওই ব্লাড ব্যাংকে কম্পোনেন্ট সেপারেটর মেশিনের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ঈশানকোণে মেঘ জমেছে, উঠতে পারে ঝড়।। কোচবিহার শহরে সাগরদিঘিতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : কোথাও ভেঙে রয়েছে পেভার্স ব্লক। কোথাও বা পিচ উঠে গিয়ে জল জমে রয়েছে। বৃষ্টি হলে তো কোনও কথাই নেই। মেডিকেল কলেজে ঢুকতে প্রথমেই হাসপাতাল চত্বরের এই বেহাল দশা দেখে চোখে পড়বে যে কারও। কোচবিহার জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে বহুদিন ধরেই এই অবস্থা রয়েছে অথচ এবিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

এই অবস্থা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সির সামনের। ইমার্জেন্সির দক্ষিণে ক্যান্টিনের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, সেদিকে সবসময়ই জল জমে থাকে। যাঁরা যাওয়া-আসা করছেন সকলকেই জল পেরিয়ে আসতে হচ্ছে। সেই জল কোথা থেকে আসছে তা বুঝতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর এক আত্মীয় পলাশ মণ্ডল জানালেন, এখানে সকলেরই ব্যস্ততা থাকে। হাঁটতে গিয়ে অনেক সময় হোঁচট খেতে হয়।

হাসপাতাল চত্বরের এই বেহাল পরিস্থিতির কথা জানতে চাইলে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'আমরা এই বিষয়ে পূর্ত দপ্তরকে চিঠি করব, যাতে দ্রুত হাসপাতাল চত্বরে মেরামতির কাজ শুরু করা হয়।'

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিঠি করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

আলোচনাচক্র

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : 'বিদেশে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে উচ্চশিক্ষার সুবর্ণ মুহূর্ত' শীর্ষক একদিনের জাতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ে। সোমবার কলেজের আইকিউএসি সেন্টার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক পরিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়।

প্রাক্তনীদের কমিটি গঠন

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : সোমবার জেনকিন্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হল। সেখানে আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদারকে সভাপতি এবং অশোকতরু তালুকদার ও অরুণ ঘোষকে যুগ্ম সম্পাদক করে মোট ৪১ জনের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন বছর এই কমিটি প্রাক্তনীদের হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি ও খেলার আয়োজন করবে।

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

বিকল ভ্যানে সমস্যা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ জুলাই : মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত শহরের মূল বাজার। আরএমসি নিয়ন্ত্রিত বাজারটি সাফাই করার জন্য দুইজন সাফাইকর্মী রয়েছেন। তাঁরা নিয়মিত বাজারের আবর্জনা সংগ্রহ করে পুরসভার নির্ধারিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে তা ফেলে দেন। তবে তাঁদের এই কাজে বাদ সেধেছে আবর্জনা পরিবাহী ভ্যানটি।

আরএমসি নিযুক্ত সাফাইকর্মী চন্দন বাসফোড় বলেন, 'ব্যবহারের অযোগ্য আবর্জনা পরিবাহী ভ্যানটি। বারংবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজ হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই বেহাল ভ্যানেই আবর্জনা পরিবহণ করতে হচ্ছে।' অবিলম্বে নতুন ভ্যান সরবরাহ না করা হলে বাজারের আবর্জনা তোলার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন বাজারের ব্যবসায়ীদের একাংশ। এব্যাপারে আরএমসির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মলয় সরকার বলেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

তুফানগঞ্জ

রাস্তায় উলটে লাইট পোস্ট

তুফানগঞ্জ, ১৪ জুলাই : রাস্তার মাঝে উলটে পড়ল ট্রাফিক লাইট পোস্ট। তাতেই তৈরি হল যানজট। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের থানা চৌপথি এলাকায়। যদিও পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে পোস্টটি সরিয়ে নেওয়া হলে রাস্তা যানজটমুক্ত হয়। এদিন আচমকাই রাস্তার মধ্যে উলটে পড়ে পোস্টটি। একইসঙ্গে পড়ে থাকে বৈদ্যুতিক তার। এই সমস্যার জেরে ঘুরে যাতায়াত করছেন পথচারীরা। এনিয়ে এক টোটোচালক সুমন ধর বলেন, 'সকালে এসে দেখি রাস্তা আটকে লোহার পোস্টটি পরে রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ভোরে না হয়ে দিনে ঘটলে বড় বিপদ ঘটতে পারত।' এব্যাপারে তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি বিপুল বর্মনের বক্তব্য, পোস্টটির নীচের অংশ জং পড়ে যাওয়ার কারণে এমনটা হয়েছে। নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা ও বাবাই দাস।

অবৈধ দোকান উচ্ছেদ মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৪ জুলাই : মেখলিগঞ্জে বাজার যাওয়ার রাস্তার পাশে বেশ কয়েকদিন ধরে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই বেশকিছু অস্থায়ী সবজির দোকান বসছিল। ফলে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল। অভিযোগ পেয়ে সোমবার ওই অস্থায়ী সবজির দোকানগুলো উচ্ছেদ করতে মেখলিগঞ্জ পুরসভা অভিযান চালায়। মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি, বড়বাবু অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী, পুর আধিকারিক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী ওই অভিযানে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ পুলিশের টাউনবাবু সুজয় বর্মনের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী। অবৈধভাবে রাস্তার মাঝে বসা দোকানগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যাতে আর কেউ রাস্তা দখল করে ব্যবসা না করেন, সেই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সাবধান করা হয়।

চেয়ারম্যান বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছিলাম অবৈধভাবে রাস্তার মাঝে বিভিন্ন দোকান বসছে। আজ পুরসভার তরফে আমরা অভিযান চালালাম। পুলিশের সহযোগিতায় আমরা ওই দোকানগুলো তুলে দিয়েছি। ভবিষ্যতে কেউ এরকম করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মেখলিগঞ্জ শহরে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। সোম ও শুক্রবার। শহরের একমাত্র বাজারে ঢোকার জন্য বেশিরভাগ শহরবাসী মেখলিগঞ্জ পূর্ত দপ্তরের অফিসের উলটোদিকের রাস্তা বা সেন্ট্রাল ব্যাংকের পাশের রাস্তাটি ব্যবহার করেন। এই দুটি রাস্তার দু'পাশেই হাটবার করে সবজির দোকান বসায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। সেন্ট্রাল ব্যাংকের পাশের রাস্তায় কিছু টোটো দাঁড়ানোর অনুমতি মেখলিগঞ্জ পুরসভা দিয়েছে। ইদানীং ওই রাস্তায় বসা সবজির দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দোকানগুলো রাস্তার দু'পাশ ছাড়িয়ে টোটো দাঁড়ানোর জায়গাও দখল করে নিচ্ছিল। ফলে টোটোগুলো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকছিল। বাড়ছিল যানজট।

এই অসুবিধার কথা বেশ কিছুদিন ধরে পুরসভাকে জানিয়েছিলেন এলাকার মানুষ। পুরসভা আজকে এই উদ্যোগ নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খুশি। স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'ইদানীং মেখলিগঞ্জ বাজারে হাটবারগুলোতে যেখানে-সেখানে দোকান বসায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে বাজারের ভেতরে ঢোকা কঠিন হয়ে পড়ছে। পুরসভা ভালো পদক্ষেপ করেছে। তবে নিয়মিত এইরকম পদক্ষেপ প্রয়োজন।' আরেক বাসিন্দা স্বাধীন দাস বললেন, 'বাজার এলাকায় বিগত দিনে আগুন লেগেছিল। যেখানে-সেখানে দোকান বসায় দমকলের গাড়ি ঢুকতে খুব সমস্যা হয়েছিল। তাই বাজারে যাতে অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারে পুরসভার সেই ব্যবস্থা করা উচিত।'

উচ্ছেদ অভিযানে মেখলিগঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষ। সোমবার।

অভিযোগ

- হাটবারে রাস্তার দু'পাশে সবজির দোকান
- সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ
- পুরসভার উচ্ছেদ অভিযান
- নিয়মিত নজরদারির দাবি এলাকাবাসীর

শ্রাবণের টানে... বারাণসীর কেদারেশ্বর মন্দিরে প্রবল ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষায় ভক্তরা। সোমবার। - এএফপি

'পঞ্চায়েতে ঢুকতে দেব না'

প্রকাশ্যে শাসানি বিজেপি বিধায়কের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ জুলাই : 'তুফানগঞ্জে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে ঢুকতে দেওয়া হবে না' সোমবার প্রকাশ্যে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা। এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে শাসকদলের নেতাদের মুখে বিরোধীদের উদ্দেশে জোরালো কটাক্ষ শোনা গিয়েছে। প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের নেতারা বিতর্ক তৈরি করেছেন এমন উদাহরণও কম নেই। এবার সেই ভাষাই শোনা গেল বিজেপির মুখে। সোমবার নিজেদের দখলে থাকা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে ঢুকতে না দেওয়ার কথা বলে হুংকার দিয়েছেন মালতী। সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহারের রাজনীতিতে তর্জা শুরু হল। বিধায়কের হুঁশিয়ারির পালটা দিতে রাজ্যের শাসকদল অবশ্য জানাল, সময় কথা বলবে।

বিজেপিকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো, বক্সিরহাটে তাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে সোমবার বক্সিরহাটে একটি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। অভিযোগ, বিজেপির সেই মিছিলকে বানচাল করতে সকাল থেকেই বক্সিরহাটে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা জমায়েত শুরু করে। একসময় দু'পক্ষ কার্যত মুখোমুখি চলে আসে। তবে বড়সড়ো

বক্সিরহাটের থেটারপারে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল। সোমবার।

উত্তেজনা ছড়াতে পারে এমন আশঙ্কা করে সকাল থেকেই বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকায় মোতায়েন ছিল। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে পুলিশ মাঠে নেমে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশি হস্তক্ষেপে পিছু হটতে বাধ্য হয় তৃণমূল। আর এপরেই বিজেপির মিছিলে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করার অভিযোগ তুলে শাসকদলকে পঞ্চায়েতে ঢুকতে না দেওয়ার কথা সাফ জানান মালতী।

তাঁর কথায়, 'আমরা তো কোনওদিন তৃণমূলের মিছিলে বাধা দিইনি। তবে এবার তৃণমূল যে অশান্তির পথ দেখিয়েছে, আমরা এখন থেকে সেই পথই অবলম্বন করব। আমাদের যে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে সেখানে তৃণমূলকে ঢুকতে দেব না। দেখি তৃণমূলের নেতারা কী করে। এদিন আমাদের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিল। আমরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারতাম। উলটোদিকে ছিল গুটিকয়েক তৃণমূল কর্মী। কিন্তু আমরা আইন হাতে তুলে নিইনি। শেষে তৃণমূল পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।' এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার পালটা বলেন, 'আমাদের প্রশাসন দুপুর একটা পর্যন্ত সময় দিয়েছিল। আমরা সেই সময়ের মধ্যে মিছিল শেষ করেছি। তারপর বিজেপি তাদের সময়মতো মিছিল করেছে। আমরা কাউকে বাধা দিইনি। আমরা বাধা দিলে বিজেপির কেউ এলাকায় ঢুকতে পারত না।' বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে নিরঞ্জন জানালেন, সময় কথা বলবে।

বক্সিরহাটে বিজেপির কার্যালয়ে তৃণমূলের হামলা ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে সোমবার বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক মালতী রাভার উপস্থিতিতে থেটারপার থেকে বক্সিরহাট দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিকে, থেটারপারে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সকাল থেকেই জমায়েত শুরু করে। বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান চলতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে বিজেপির মিছিল শুরু হলে দু'পক্ষ মুখোমুখি চলে আসার উপক্রম হয়। এনিয়ে বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'বক্সিরহাটে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এরই প্রতিবাদে এদিন আমাদের বিক্ষোভ মিছিল ছিল। মিছিলের অনুমতি থাকার পরেও তৃণমূল ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

বিরোধীর হুংকার

- সোমবার বক্সিরহাটে বিজেপি থেটারপার থেকে বক্সিরহাট দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল
- এদিকে থেটারপারে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সকাল থেকেই জমায়েত করে বিজেপি বিরোধী স্লোগান দেওয়া শুরু করে
- মিছিল বানচালের চেষ্টা করার অভিযোগ তুলে বিজেপির দখলে থাকা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে ঢুকতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা
- 'সময় কথা বলবে' পালটা উত্তর তৃণমূলের

আশ্বাস না মিলেও অবস্থান স্থগিত হঠাৎ

প্রথম পাতার পর

সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলা চিঠি পোস্ট করে তিনি বলেন, 'আজ আবার আপনাদের নবান্ন অভিযান অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এই অসম্পূর্ণতার বড় কারণ, আপনাদের মধ্যে মিশে থাকা মাকু মনোভাবাপন্ন লোকজন।' আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, 'এঁদের চিহ্নিত করুন এবং নিশ্চিত করুন যাতে এঁদের হাতে আন্দোলনের রাশ না থাকে। নাহলে আপনাদের আন্দোলনের পরিণতি আরজি করের মতো হবে।'

শুভেন্দু এই মন্তব্য করলেও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য চাকরিহারা শিক্ষকদের নবান্ন অভিযানকে সমর্থন করেছেন। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ আবার কটাক্ষ করেন, 'বাম-রাম চাকরি খেয়ে রাজনীতি করবে। আর এরাই মানুষকে প্ররোচিত করবে। এখন লড়াইটা আইনের। সেই আইনি লড়াইয়ে চাকরিহারাদের পাশেই আছে রাজ্য সরকার।'

মুখ্যসচিবের সঙ্গে নিষ্ফল বৈঠকের শেষে কিন্তু চাকরিহারাদের বক্তব্য ছিল, সোমবার রাতের মধ্যে ওয়েবসাইটে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতেই হবে। যতক্ষণ প্রকাশ না করা হবে, ততক্ষণ তাঁরা নবান্নের সামনেই অপেক্ষায় থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন তাঁরা। তবে, এই আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

নবান্নগামী সব পথে কংক্রিট দিয়ে প্রায় দু'মানুষ উঁচু ব্যারিকেড তৈরি ছিল। প্রস্তুত ছিল কাঁদানে গ্যাসের সেল। মিছিল বঙ্কিম সেতু পার হতেই বাধা দেয় পুলিশ। তখনই পুলিশ-শিক্ষক হাতাহাতি শুরু হয়। তবে এরপরেই চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যথাক্রমে ১৮ ও ২ জন প্রতিনিধি মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান শিবপুর পুলিশ লাইনে। মুখ্যসচিব চলে যাওয়ার পর অন্য আধিকারিকরা জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৈঠকে অসন্তুষ্ট হয়ে আন্দোলনকারীদের নেতা চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, তালিকা প্রকাশের ফলে রিভিউ পিটিশনে সমস্যা হলে দায় নাকি আমাদের। কিন্তু দুর্নীতির দায় আমাদের নয়।'

বাংলা বলায় ফের গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

থানা অভিযোগ নেয়নি। পরে পার্থর সঙ্গে আজকে জেলা শাসকের দপ্তরে এসেছি।'

৭২ বছর বয়সি জাহেরউদ্দিনের চার ছেলে ও এক মেয়ে। সিরোজ তাঁর দ্বিতীয় ছেলে। জাহেরের জন্মও জিরানপুরেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, 'সিরোজ আমাদের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। তাঁর বৃদ্ধ বাবা জাহেরউদ্দিনকে আমরা ছোটবেলা থেকে চিনি। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে কর সংগ্রহের কাজ করতেন। সিরোজ পাঁচ বছর সৌদি আরবে কাজ করেছিল। তার পাসপোর্ট রয়েছে। শুধুমাত্র বাংলা বলার অপরাধে তাকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' পার্থ বলেন, 'আমরা আজকে তার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থেকে জমির কাগজপত্র সহ সমস্ত নথিপত্র জেলা শাসকের দপ্তরে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে জমা দিয়েছি। জেলা শাসকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন জেলা পুলিশ সহ আমরা সকলে খোঁজ করে তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করব। আমরা দু'একদিন দেখব। কোনও ব্যবস্থা না হলে বিষয়টি নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।'

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে কাজ না পেয়ে বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজে যান। যখন তাঁরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় এঁদের কাগজপত্র ঠিক আছে কি না, বাংলাদেশের নাগরিক কি না। সেগুলো চেকিং চলছে। যদি কাগজপত্র সব ঠিক থাকে তাহলে তো ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

মন্দির সংস্কারে বরাদ্দ ৫০ লক্ষ

নতুন রূপে সাজছে সেবকেশ্বরী

রণজিৎ ঘোষ

সেবক, ১৪ জুলাই : নতুন রূপে সেজে উঠছে শতাব্দীপ্রাচীন সেবকেশ্বরী কালীবাড়ি। শুধু পুজোপাঠ নয়, বহু দশক ধরে এই কালী মন্দির সেবকের অন্যতম পর্যটনস্থলও বটে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ মন্দির দর্শনে আসেন। ৫০ লক্ষ টাকা খরচে মন্দিরের সংস্কার শুরু করেছে পরিচালন কমিটি। আগামীতে মন্দিরে লিফট অথবা এসকালেটর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

সেবকেশ্বরী কালী মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক সুব্রত সাহা বলেন, 'এটি একটি প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকঠাক হয়নি। বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। অনেক কিছু ভেঙে গিয়েছে। বিশ্রামাগারের অবস্থাও ভালো নয়। সেকারণে মন্দির নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি থেকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ২৫ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি জনপদ সেবক। সেখানেই রয়েছে সেবকেশ্বরী কালী মন্দির। মূল রাস্তা থেকে ১০৭টি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য লাইন পড়ে এখানে।

করোনেশন সেতুর মতো সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরও পর্যটকদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু দীর্ঘদিন মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকঠাক হয়নি। বৃষ্টি হলে সিঁড়ি থেকে শুরু করে গোটা মন্দিরে জল পড়ে। বিশ্রামাগার, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থাও ভালো নয়। পুজো দিতে এসে ভক্তরা দু'দণ্ড বসতেও পারেন না। অথচ এই মন্দিরে প্রতিদিন প্রণামি হিসেবে প্রচুর টাকা ওঠে। বহু ভক্ত মন্দিরের উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতাও করেন। তারপরও কেন এমন হাল, সেই প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে।

সম্প্রতি সেবকেশ্বরী মন্দির সংস্কার শুরু হয়েছে। মন্দিরের উপরে অনেকটা উঁচু গম্বুজ তৈরি করা হচ্ছে। যে গম্বুজ অনেকটা দূর থেকে দেখা যাবে। পাশাপাশি মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় লোহার কাঠামো তৈরি করে টিনের ছাউনি দেওয়া হচ্ছে।

মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন মালবাজারের স্কুলপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ সরকার। তাঁর কথায়, 'দু'তিন মাস পরপর এখানে আসি। বহুদিন পর মন্দিরটি সংস্কার হচ্ছে। গত বছরও বর্ষায় পুরো জল থইথই অবস্থা ছিল। এবার নতুনভাবে মন্দির তৈরি হচ্ছে, খুব ভালো উদ্যোগ।'

ইসলামপুর থেকে সেবক বেড়াতে এসে সপরিবারে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন অনাবিল দত্ত। তিনি বললেন, 'সেবকেশ্বরী কালীবাড়ি খুব জাগ্রত শুনেছি। তাই এখানে পুজো দিলাম। নতুনভাবে মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে।'

মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক বলেছেন, 'মন্দিরের সিঁড়িগুলি স্টিলের ফ্রেম দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে।' তাঁর কথায়, 'এখানে ১০৭টি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। এজন্য অনেক বয়স্ক মানুষ মন্দিরে উঠে মায়ের দর্শন করতে পারেন না। সেজন্য আগামীতে এখানে লিফট অথবা এসকালেটর বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।'

সেবকেশ্বরী মন্দিরের উপর উঁচু গম্বুজ তৈরির কাজ চলছে।

শমীকের ভরসায়

প্রথম পাতার পর

বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কী কী করবে সেটাও তুলে ধরেন শমীক। উত্তরের চা শিল্প নিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য কাজ করতে চান। তবে রাজ্য সরকার অসহযোগিতা করছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে সব কাজ হবে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার সময় গোশালা মোড় এলাকায় দলীয় কর্মীরা শমীককে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। তখনই দলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর সময় রাজ্য সভাপতির হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন। ওই চিঠিতেই তিনি বর্তমানে জেলার সংগঠনের পরিস্থিতি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন বলে দাবি। অভিযোগ, জেলার পুরোনো বিজেপি কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সেইসঙ্গে দলের মধ্যে নৈরাজ্য তৈরি করে রেখেছে বর্তমানে দায়িত্বে থাকা নেতৃত্ব। অলোক বলেন, 'দলে শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন রয়েছে। লাথি কাণ্ডের পর নেত্রীর মদ্যপানের ভাইরাল ভিডিও, এগুলোতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী বর্তমানে যাঁরা জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। এদিন চিঠি দিয়ে বলেছি যাতে পুরোনো বিজেপি কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন বৈঠকে যেন আমাদের ডাকা হয়। আমরা আশাবাদী নতুন রাজ্য সভাপতি আমাদের মতো পুরোনো কর্মীদের এবার গুরুত্ব দেবেন।' কোচবিহারেও রাজু রায়, দীপ্তিমান সেনগুপ্তের মতো বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা শমীকের সঙ্গে কথা বলে ক্ষোভ জানানোর অপেক্ষায় রয়েছেন।

আর এদিন দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা দিয়েই তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়ার হুংকার দিয়েছেন শমীক। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন শমীক। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিধায়ক শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন, জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ প্রচুর সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই রাজ্যের শাসকদলকে রীতিমতো ধুয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গের মানুষ আগেই তৃণমূলকে বিদায় দিয়েছেন। এবারে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ মিলে তৃণমূলকে বিসর্জন দেব।'

পুজোর আগে ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু

প্রথম পাতার পর

ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর নিত্য যানজটে নাজেহাল হচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। তার ওপর পুরোনো ব্যারেজের ভগ্নদশা দেখে আতঙ্কিত সকলে। এই অবস্থায় বিকল্প পথ হিসেবে দ্বিতীয় সেতুটি চালু হয়ে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে। যাত্রীদেরও ভোগান্তি কমবে।

কালিয়াচক থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ফরাক্কা যাওয়ার ১৮ মাইল পার করে বাঁদিকে রয়েছে ভাঙ্গাটোলা গ্রাম। গ্রামের গা ঘেঁষে দুই লেনের দুটি করে রাস্তা মিলেছে জাতীয় সড়কে। বাঁদিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এই রাস্তাই হচ্ছে ফরাক্কা ব্যারেজের নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড।

ভাঙ্গাটোলা পিএস মোড় এলাকার বাসিন্দা সুনীল হালদার বলেন, 'এলাকার চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। রাতে ঝলমলে আলো জ্বলে উঠছে। ব্যারেজ দেখেও খুব ভালো লাগছে। দেখার জন্য প্রচুর মানুষ যাচ্ছেন। তবে গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যখন ব্যারেজ চালু হবে ট্যুরিস্ট স্পটের মতন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিড় জমাবে বলে মনে হচ্ছে।'

কোম্পানির সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ার, ইসরাইল শেখ বললেন, 'খুব দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। ব্যারেজের ওপর দু'পাশের ডিভাইডারে রং করার কাজ শুরু হয়েছে। আলোর কিছু কাজ বাকি রয়েছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

স্থানীয় বিধায়ক চন্দনা সরকার বলেন, 'অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দ্বিতীয় সেতুর একটি অংশ অন্তত চালু করে দেওয়া হবে। এমনই খবর আমরা জানতে পেরেছি।' কালিয়াচক ৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার বললেন, 'কাজের গতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

ওই কোম্পানির প্রোজেক্ট ম্যানেজার ভেঙ্কটেশস্বামী রাও জানিয়েছেন, 'অগাস্টের শেষদিকে একদিকের দুটি লেন খুলে দেওয়া হবে। ওই দুটি লেনের প্রায় সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছু বিদ্যুতের সংযোগের কাজ চলছে। গোটা ব্যারেজের ডিভাইডারে সাদা-কালো রং করার কাজ চলছে। তারপরেই সেতুর ওই অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।'

কোচবিহারে দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট মন্দির

প্রথম পাতার পর

এতকিছুর পরেও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা একাধিক মন্দিরের পাশাপাশি শহরের ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা বা নিরাপত্তারক্ষী নেই। বেশিরভাগ মন্দিরে প্রাচীন বিগ্রহ থেকে শুরু করে ঠাকুরের গয়না এবং বাসনপত্র থাকলেও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন বা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের হেলদোল নেই। ফলে আর কতদিন দুষ্কৃতীদের নিশানা হয়ে থাকবে মন্দিরগুলি, এমন প্রশ্ন উঠছে আমজনতার মধ্যে।

লোকোশেডে বরাদ্দ ১২৯ কোটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি জংশনকে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্বমানের স্টেশন। এবার শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল লোকোমোটিভ শেডটিকে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তুলতে ১২৯.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল। নতুন এই লোকোশেডটি তৈরি হলে তা দেশের অন্যতম একটি আধুনিক লোকোশেডে পরিণত হবে। নামে ডিজেল লোকোমোটিভ হলেও, এখানে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি হবে বলে রেল সূত্রে খবর। ফলে লোকো শেডটিকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। রেলের আমব্রেলা প্রোজেক্টে শিলিগুড়ি জংশন যুক্ত হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এখানকার স্টেশনটির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বাড়তি গুরুত্ব দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। লোকো শেডটির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও নজর দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কাজগুলি শেষ হলে শিলিগুড়ি জংশন থেকেও রাজ্যে এবং ভিনরাজ্যে দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে।'

শিলিগুড়ি জংশন। - ফাইল চিত্র

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে রয়েছে চারটি ডিজেল লোকোমোটিভ শেড। এর মধ্যে দুটি অসমে (মরিয়ানি ও নিউ গুয়াহাটি) এবং বাকি দুটি উত্তরবঙ্গে, মালদা টাউন ও শিলিগুড়ি জংশন। শিলিগুড়ি জংশনকেই উত্তর-পূর্ব ভারত তো বটেই, দেশের অন্যতম লোকোমোটিভ শেড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। যার জন্য আমব্রেলা প্রোজেক্টে ১২৯.৪১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে অন্তত ২৫০টি ইঞ্জিন রাখার বন্দোবস্ত থাকবে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজ হবে। বর্তমানে একসঙ্গে প্রায় ৫০টি ইঞ্জিন রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শেডটি এতটাই অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে যে, এখানে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি হবে। বর্তমানে অধিকাংশ ট্রেনই ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে চলে। সেদিকে নজর রেখেই শিলিগুড়ি জংশনের শেডটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রেলের এক পদস্থ কর্তা জানান। তাঁর বক্তব্য, 'এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি এনজেপি-রাঙ্গাপানি-আলুয়াবাড়ি রুটে চাপ কমাতে ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি জংশন থেকে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে লোকো শেডটি।' কিন্তু প্রশ্ন হল, লোকো শেডটির সামনের রেলের জায়গা অনেকটাই দখল হয়ে গিয়েছে। রাস্তাও সংকীর্ণ। ফলে অত্যাধুনিক শেড তৈরিতে পরিধি বাড়াতে হবে, বাইরে থেকে প্রচুর যন্ত্রাংশ আনতে হবে, সেক্ষেত্রে জায়গা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? রেলকর্তাদের বক্তব্য, প্রয়োজনে উচ্ছেদ করে দখলমুক্ত করা হবে রেলের জমি।

উল্লেখ্য, নিউ মাল থেকে বিহারের যোগবাণী পর্যন্ত ডাবললাইনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে রেল। ওই লক্ষ্য এবং নেপালের সঙ্গে রেল সংযোগ ঘটাতে আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রুট তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলওয়ে সেফটি কমিশন থেকে এই রুটের স্টেশন এবং রেললাইন পরিদর্শন করা হয়েছে। সম্প্রতি পরিদর্শনে এসে রেলওয়ে সেফটি কমিশন থেকে কাজের ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে সবুজ সংকেত পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বলে মনে করছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা। পাশাপাশি, এনজেপির বাইপাস তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে রেল। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে এই অঞ্চল অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ।

যা সিদ্ধান্ত

- শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল লোকোমোটিভ শেডকে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তুলতে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা অনুমোদন
- প্রকল্পটির ফলে ৫০টির পরিবর্তে ২৫০টি ইঞ্জিন শেডে রাখার ব্যবস্থা হবে
- সেখানে ডিজেলের পাশাপাশি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি হবে

আরও নদীতে হবে ড্রেজিং

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : তিস্তা নদীর ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমকে দিলেও ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী কয়েকটি নদীর ড্রেজিং অন্য এজেন্সিকে দিয়ে করানোর পরিকল্পনা করছে সেচ দপ্তর। আপাতত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কয়েকটি নদীর সেডিমেন্টেশন স্টাডি রিপোর্ট (কী পরিমাণ বালি ও নুড়ি জমেছে) রাজ্য সেচ দপ্তরে পাঠিয়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। চলতি বছর বর্ষার পর নদীগুলিতে যাতে ড্রেজিং করা হয়, সেই প্রস্তাবও রাজ্য সেচ দপ্তরে পাঠিয়েছে তারা।

বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের এই নদীগুলি থেকে ৭০ হাজার টন থেকে দেড় লক্ষ টনের মতো বালি, নুড়ি, ডলোমাইট গুঁড়ো তুলতে ড্রেজিংয়ের প্রস্তাব রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে। আগামী বর্ষার আগে ড্রেজিং হবে। টেন্ডার করে এজেন্সিকে ড্রেজিংয়ের বরাত দেওয়া হবে।' বিভাগ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তবর্তী বীরপাড়ার কাছে ডিমডিমা, পাগলিঝোরা, মাদারিহাটের ডয়ামারা, কালচিনির বাসরা এবং মাদারিহাটের কাছে তোর্ষা নদীতেও ড্রেজিংয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, কোচবিহার মেডিকেল কলেজের সামনে মরাতোর্ষা ও বুড়িতোর্ষা নদীতেও ড্রেজিং করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের কাছে রেতি-সুকৃতি, মালবাজারের ঘিস এবং মেটেলির জুরন্তি নদীতে ড্রেজিং করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্যকে। বিষয়টি নিয়ে ফোনে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'কেন্দ্রকে বারবার জানিয়েও ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন হয়নি। ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র কোনও টাকা দিচ্ছে না। তাই নিজেরাই ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নিচ্ছি।'

পরীক্ষা চর্চায়

প্রথম পাতার পর

সংখ্যালঘুদের জন্য মৌলানা আজাদ জাতীয় ফেলোশিপে বরাদ্দ ৪৫ কোটি ৮ লাখ থেকে কমে হয়েছে ৪২ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৯৯ শতাংশ। একইভাবে কাটছাঁট হয়েছে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বরাদ্দ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে ঘটা করে ফি বছর 'পরীক্ষা পে চর্চা' করেন। তাতে বাছাই করা পড়ুয়াদের সামনে তিনি পরীক্ষা নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেন। তা টেলিভিশনে দেখে পুরো দেশ। গবেষণা, উচ্চশিক্ষার জন্য বাজেট হুহু করে ছাঁটাই করা হলেও মোদিজির এই জনসংযোগে বরাদ্দ ঢালাও বাড়ানো হয়েছে। ২০১৮ সালে যখন এই চর্চা শুরু হয়, তখন খরচ হয়েছিল ৩ কোটি ৬৭ লাখ। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৮২ লাখে। অর্থাৎ ৭ বছরে বৃদ্ধি ৫২২ শতাংশ। সেই চর্চায় শিক্ষাবিদরা নন, মঞ্চ আলো করে থাকেন চিত্রতারকারা। সেখানে কীভাবে পরীক্ষা ভীতি কাটাতে হবে, তা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন মোদি।

এখানেই শেষ নয়, দেশজুড়ে বানানো হয় সেলফি পয়েন্ট। সেখানে মোদিজির প্রমাণ সাইজের কাটআউটের পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে পারেন পড়ুয়ারা। ২০২৩-'২৪ সালে এমন ১১১১টি সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল সরকারি টাকায়। তাতে খরচ হয়েছিল ২ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। এক-একটা থ্রি-ডি সেলফি পয়েন্ট বানাতে খরচ হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

গতবছর ইভেন্ট ম্যানেজারদের পিছনে গলে গিয়েছে সাড়ে ৬ কোটি টাকা। ২০২১ সালে ঘোর কোভিডের মধ্যেও মোদির এই চর্চা বন্ধ হয়নি। সেবছর ৭ এপ্রিল অনলাইনে খরচ হয়েছে ৬ কোটি। সেখানেই থেমে যাননি তিনি। এগজাম ওয়ারিয়র্স নামে একটা বইও লিখে ফেলেছেন ২০১৮ সালে। তাতে কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে, কোনও বাড়তি চাপ ছাড়াই পড়ুয়ারা পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে পারেন, তা নিয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এবারের ছাত্র-সভায় চর্চায় ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন, সদগুরু, মেরি কম, বিক্রান্ত ম্যাসিরা। অলমতিবিস্তরেণ।

জেড ব্ল্যাক এবার হার্ভার্ডে

ইন্দোর, ১৪ জুলাই : ভারতের বিখ্যাত ধূপের ব্র্যান্ড জেড ব্ল্যাক এবার একটি কেস স্টাডি হিসাবে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে প্রদর্শিত হবে। এটি বর্তমানে ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গর্বের বিষয়। এই ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে ক্রিকেটের জীবন্ত কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখা গিয়েছে। এসপি জৈন ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চের অধ্যাপক তুলসী জয়কুমারের লেখা এই কেস স্টাডিটি নিউইয়র্কের ফ্যাশন ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি সহ বিশ্বব্যাপী নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ানো হচ্ছে। ব্যবসাটি কীভাবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে সেই বিষয়টিই কেস স্টাডিতে উঠে এসেছে। প্রকাশ আগরওয়ালের মাইসোর দীপ পারফিউমারি হাউস এখন প্রতিদিন ৩.৫ কোটি ধূপকাঠি তৈরি করে এবং ১৫ লক্ষ প্যাকেট বিক্রি করে। হার্ভার্ডে এই কেস স্টাডির প্রদর্শন একটি মাইলফলক, জানিয়েছেন এমডিপিএইচ-এর ডিরেক্টর অঙ্কিত আগরওয়াল।

শহিদদের শ্রদ্ধা ওমরের

প্রথম পাতার পর

ওমর নির্ধারিত দিনে রবিবারই সমাধিস্থলে যেতে চেয়েছিলেন। ওইদিন সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করা বরাবরের রীতি। কিন্তু তাঁকে 'গৃহবন্দি' করে রাখা হয় বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি যাতে বেরোতে না পারেন, সেজন্য তাঁর বাসভবনের সামনে বাংকার রেখে দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা ছিল রবিবারের জন্য। কিন্তু সোমবারও তিনি বেরোতে গিয়ে বাধা পান। তারপর কাউকে না জানিয়ে চলে যান শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে গাড়ি রেখে ঢোকার চেষ্টা করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ওমরের ধস্তাধস্তি হয়।

কিন্তু বাধা না মেনে ওমর পাঁচিল টপকে সমাধিস্থলে পৌঁছে শ্রদ্ধা জানান। মহারাজা হরি সিংয়ের বাহিনীর আক্রমণে ১৯৩১-এর ১৩ জুলাই ২২ জনের মৃত্যুতে কাশ্মীর উপত্যকায় রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর প্রতি বছর এই দিনটিতে রাজনৈতিক নেতারা শহিদের সমাধিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ২০১৯-এ জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার পর থেকে ওই সমাধিস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে পুলিশ।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ওমর লিখেছেন, 'আমাকে শারীরিকভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তবে আমি থামিনি। প্রাচীর টপকে ১৯৩১-এর ১৩ জুলাইয়ের শহিদদের স্মরণে ফতিহা পড়েছি।' তাঁর অভিযোগ, 'যাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা আজ ভিলেন। কারণ তাঁরা মুসলিম। কী লজ্জাজনক!'

প্রথমবার ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লাস চেলসির। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো ডাকলেও চেলসির সঙ্গে সেলিব্রেশনে মজে রইলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (নীচে)। নিউ জার্সিতে।

ছক কষে খেলেই বিশ্বজয় চেলসির

নিউ জার্সি, ১৪ জুলাই : অপ্রতিরোধ্য প্যারিস সাঁ জাঁ-কে থামিয়ে বিশ্বজয় চেলসির।

পিএসজি যে দাপটের সঙ্গে গোটা মরশুম খেলেছে তাতে একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তাদের ক্লাব বিশ্বকাপ জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। তবে ফাইনালে ৩-০ গোলে জিতে চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে এনজো মারেসকার চেলসি।

আসলে পরিকল্পনামাফিক ফুটবলেই লুইস এনরিকের দলকে রুখে দিয়েছেন মারেসকা। ম্যাচ শেষে চেলসি কোচ বলেছেন, 'পিএসজি-র মতো দলকে এতটুকু জায়গা দিলেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিত। তাই আমাদের লক্ষ্যই ছিল ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক খেলা। তাতেই ওদের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পেরেছি।' মারেসকার সংযোজন, 'পিএসজি রক্ষণের বাঁদিকটা একটু দুর্বল জানতাম। তাই ওইদিক দিয়েই সিংহভাগ আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল আমাদের। ছেলেরা সেই পরিকল্পনামাফিকই খেলেছে।' ইউরোপ সেরাদের হারিয়ে খেতাব জয়ের পর ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের থেকে ক্লাব বিশ্বকাপকেই এগিয়ে রাখছেন মারেসকা। তাঁর মন্তব্য, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের থেকেও ক্লাব বিশ্বকাপ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলো খেলে। তাই আমি এই প্রতিযোগিতাকেই এগিয়ে রাখব।'

পিএসজি-র বিরুদ্ধে চেলসিকে কেউই এগিয়ে রাখেনি। সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে পেরে খুশি জোড়া গোলে চেলসির জয়ের নায়ক কোল পামার। বলেছেন, 'এই জয়ের অনুভূতি সত্যিই চমৎকার। আরও ভালো লাগছে কারণ, মাঠে নামার আগে পর্যন্ত কেউই আমাদের মধ্যে কোনও সম্ভাবনা দেখেনি। সেই আমরাই লড়াই করে ম্যাচটা জিতে নিয়েছি।' চেলসির কনফারেন্স লিগ জয়েও বড় অবদান ছিল পামারের। তাঁর ধারাবাহিকতায় মুগ্ধ মারেসকা বলেছেন, 'এই ম্যাচগুলোয় পামারের থেকে আমরা এরকম পারফরমেন্সই আশা করি।'

> এই জয়ের অনুভূতি সত্যিই চমৎকার। আরও ভালো লাগছে কারণ, মাঠে নামার আগে পর্যন্ত কেউই আমাদের মধ্যে কোনও সম্ভাবনা দেখেনি।
>
> **কোল পামার**

এদিকে ফাইনালে হারের পরও হতাশা গ্রাস করতে পারেনি পিএসজি কোচ এনরিকেকে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'আমরা হেরে যাইনি। হেরে যাওয়া মানে হাল ছেড়ে দেওয়া। আমরা তা করিনি। খেতাব ঘরে তুলতে না পারলেও গোটা প্রতিযোগিতায় আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। চেলসি যোগ্য দল হিসাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।'

সেলিব্রেশনে ভাগ বসালেন ট্রাম্প

নিউ জার্সি, ১৪ জুলাই : ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে ম্যাচের শেষে দুইটি ঘটনা রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

ফেভারিট হিসাবে নেমেও ৩-০ গোলে হার। খুব স্বাভাবিকভাবেই শেষ বাঁশি বাজতেই মেজাজ হারান প্যারিস সাঁ জাঁ ফুটবলাররা। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থেকে দুই দলের ফুটবলাররা ক্রমশ হাতাহাতিতে জড়ান। এরই মাঝে চেলসির ফুটবলার জোয়াও পেদ্রোকে চড় মারেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। পরে এনরিকের সাফাই, 'ম্যাচ শেষে যেরকম উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা সকলেরই এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আগে ফুটবলারদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। তবে মুহূর্তের ভুলে আমিও মেজাজ হারাই। আশা করি, ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।'

এদিকে, রবিবার নিউ জার্সিতে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে ভিআইপি বক্সে হাজির ছিলেন সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এপর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। বিপত্তি ঘটল ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীর সময়। নিজে থেকেই গিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন ট্রাম্প। উপস্থিত সকলেই বেশ অবাক হয়ে যান। এখানেই শেষ নয়, শিরোপা হাতে চেলসি ফুটবলাররা যখন উচ্ছ্বাসে গা ভাসাচ্ছেন, সেখানেও হাজির মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইনফ্যান্তিনো মঞ্চ ছাড়ার সময় ইঙ্গিত দিলেও ট্রাম্প দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি আবার এক সাক্ষাৎকারে ফিফা সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

চেলসির পেদ্রোকে চড় এনরিকের

হারের ধাক্কায় চেলসির জোয়াও পেদ্রোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে।

চ্যাম্পিয়নরা ফেরত আসেই : আলকারাজ

প্যারিসের ধাক্কা কাটিয়ে গর্বিত সিনার

লন্ডন, ১৪ জুলাই : ৩৫ দিন আগের প্যারিস। ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্ট। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার রক্ত জল করা ফাইনালের পর নিজের জায়গায় বসে রয়েছেন বছর তেইশের বিধ্বস্ত ইতালিয়ান তরুণ। টিভি ক্যামেরার ক্লোজ আপে ধরা পড়ল জানিক সিনারের ভাবলেশহীন দুইটি চোখ। গালের উপর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গড়িয়ে পড়া চোখের জল।

কাট টু রবিবার, ১৩ জুলাইয়ের উইম্বলডন সেন্টার কোর্ট। চতুর্থ সেটে সিনারের সার্ভিসে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার রিটার্ন বাইরে যাওয়ার পরই দুই হাত তুলে দাঁড়ালেন ঝাঁকড়া চুলের ইতালিয়ান। ট্রফি হাতে বিকেলের পড়ন্ত রোদে সিনার আরও উজ্জ্বল।

প্যারিসের শারীরিক ও মানসিক ধাক্কার পর উইম্বলডন জয় আরও মধুর। চ্যাম্পিয়ন হয়ে সিনার বললেন, 'উইম্বলডন জয় সবসময়ই বিশেষ। যেভাবে প্যারিসের ধাক্কা কাটিয়ে ফিরে এসেছি তার জন্য আরও গর্বিত। ৫ সেটের পর ওইভাবে হারার চেয়ে খুন হয়ে যাওয়া কম কষ্টের।'

বরাবরই কোর্টে আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করেন সিনার। তবে সেটা নেহাত সহজ নয়। বলেছেন, 'আমি কাঁদিনি ঠিকই, তারপরও এই জয় যথেষ্ট আবেগপূর্ণ। যাঁরা আমার কাছের তাঁরা জানেন কোর্ট এবং কোর্টের বাইরে কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এটা কখনোই সহজ নয়।'

অন্যদিকে উইম্বলডনে হ্যাটট্রিক করতে নামা আলকারাজ হেরেও নিজের পারফরমেন্সে খুশি। তাঁর মন্তব্য, 'হার সবসময়ই খারাপ। আর সেটা আরও জঘন্য যদি হারটা আসে ফাইনালে। তবে সবমিলিয়ে ঘাসের কোর্টে নিজের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। মাথা উঁচু করে উইম্বলডন ছাড়ছি।'

একইসঙ্গে সিনারের অবিশ্বাস্য পারফরমেন্সে একটুও অবাক নন আলকারাজ, 'ও যেভাবে ফরাসি ওপেন হারের ধাক্কা সামলে উইম্বলডন জিতল তাতে আমি এতটুকুও অবাক নই। চ্যাম্পিয়নরা সবসময়ই হার থেকে শিক্ষা নেয়। আমি জানতাম ও একই ভুল দ্বিতীয়বার করবে না।'

সিনার-আলকারাজের দ্বৈরথে অনেকে রাফায়েল নাদাল বনাম রজার ফেডেরারের ছবি দেখছেন। তা স্বীকার করে নিয়েছেন আলকারাজও। বলেছেন, 'যখনই আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে নামি সর্বোচ্চ স্তরের খেলা হয়। আমার মনে হয় না অন্য কোনও খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ব্যাপারটা দেখা যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আমি খুশি। এটা আমাদের জন্য ভালো, টেনিসের জন্যও ভালো।'

উইম্বলডনের ঐতিহ্য অনুসারে চ্যাম্পিয়ন্স ডিনারের ফাঁকে একসঙ্গে নাচলেন দুই খেতাবজয়ী জানিক সিনার ও ইগা সোয়াতেক।

পারুপল্লি কাশ্যপের সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্ক ভাঙলেন সাইনা নেহওয়াল।

বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা সাইনার

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : দীর্ঘ সাত বছরের দাম্পত্যে ইতি। সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে পারুপল্লি কাশ্যপের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়ালের।

হায়দরাবাদে পুল্লেলা গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমিতে একইসঙ্গে দুইজনের বেড়ে ওঠা। ব্যাডমিন্টন কোর্ট থেকেই প্রেম। ৩ বছর সম্পর্কে থাকার পর জীবনের 'ডাবলস ইনিংস' শুরু করেন সাইনা-কাশ্যপ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সাতপাকে বাধা পড়েন। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে 'পাওয়ার কাপল' বলে পরিচিত দুই তারকা। রবিবার মধ্যরাতে আচমকাই বিবাহবিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন সাইনা।

> মাঝেমাঝে জীবন আমাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। অনেক ভেবে আমি এবং পারুপল্লি কাশ্যপ আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজেদের জন্য, সর্বোপরি পরস্পরের শান্তির জন্য এই পথ বেছে নিলাম আমরা।
>
> **সাইনা নেহওয়াল**

২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী শাটলার লেখেন, 'মাঝেমাঝে জীবন আমাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। অনেক ভেবে আমি এবং পারুপল্লি কাশ্যপ আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজেদের জন্য, সর্বোপরি পরস্পরের শান্তির জন্য এই পথ বেছে নিলাম আমরা।' সাইনা আরও লেখেন, 'দুইজনের যে স্মৃতিগুলো রয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে চাই। আর কিছু চাই না। আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ।' উলটোদিকে কাশ্যপের তরফে এই নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, নেদারল্যান্ডসে রয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে বেশ খোশমেজাজেই দেখা গিয়েছে তাঁকে।

সাইনার মতো একাধিকবার বিশ্বমঞ্চে ব্যাডমিন্টনে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন কাশ্যপও। ২০১২ সালে ভারতের প্রথম পুরুষ শাটলার হিসাবে অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোন তিনি। ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয় কাশ্যপের কেরিয়ারে অন্যতম সেরা সাফল্য। তবে চোটের জন্য পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

সানরাইজার্সের বোলিং কোচ হলেন বরুণ

হায়দরাবাদ, ১৪ জুলাই : গত জানুয়ারিতে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মাঝের সময়ে চেন্নাইয়ের এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছিলেন। তার মধ্যে পেশাদার কোচিংয়ে ঢুকে পড়লেন বরুণ অ্যারন। আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বোলিং কোচ হলেন বরুণ। আজ বিকেলে সানরাইজার্সের তরফে আগামী মরশুমে প্যাট কামিন্সদের বোলিং কোচ হিসেবে বরুণের নাম ঘোষণা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের জেমস ফ্র্যাঙ্কলিনের স্থলাভিষিক্ত হলেন বরুণ। অতীতে তাঁর কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তারপরও বরুণের উপর ভরসা রাখল সানরাইজার্স। কিংবদন্তি ড্যানিয়েল ভেত্তোরির সহকারী হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়ে গর্বিত বরুণ আজ বলেছেন, 'চেষ্টা করব নিজের সেরাটা দিয়ে সানরাইজার্সের সাফল্য আনতে। কোচিংয়ের বিশাল অভিজ্ঞতা না থাকলেও নিজের কাজটা জানি। সেটাই করব।' উল্লেখ্য, ৩৫ বছরের বরুণ টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৯টি টেস্ট ও ৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। আইপিএলের ইতিহাসে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

কলকাতা লিগে দৌড় ডায়মন্ডের

কলকাতা, ১৪ জুলাই : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র অপরাজিত দৌড় অব্যাহত। সোমবার আকাশ হেমরমের শেষ মুহূর্তের গোলে এরিয়ান ক্লাবকে ১-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড। অন্যদিকে, রুদ্ধশ্বাস ৭ গোলের ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ৪-৩ ব্যবধানে হারাল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। খিদিরপুর এসসি-পিয়ারলেস ম্যাচ ড্র হল ১-১ গোলে।

ভারতের বেলাতেই উইকেটে লাগে! প্রশ্ন সানির

> সত্যিই অবাক হচ্ছি। এক্ষেত্রে বলটা সেভাবে বাউন্স হয়নি! ভারতীয় বোলাররা যখন বল করছিল, তখন তো টিভিতে দেখা যাচ্ছিল বল বেশি লাফাচ্ছে।
>
> -সুনীল গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : পঞ্চম দিনের প্রথম সেশন।

লোকেশ রাহুলের বিরুদ্ধে রিভিউ নেন বেন স্টোকস। তাতেই লোকেশ-প্রাপ্তি। অথচ, সাদা চোখে মনে হয়েছিল বল বেরিয়ে যাবে। বল অনেকটা ভিতরে এসে লোকেশের হাঁটুর ওপরে লাগে। সুনীল গাভাসকার নিশ্চিত ছিলেন লোকেশ নট আউট। বল স্টাম্পে হিট করবে না।

যদিও ডিআরএসে উলটো হওয়ায় যারপরনাই অবাক। যে সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি কিছুটা অপ্রস্তুতে পড়ে যান। এরপর গাভাসকারের সংযোজন, কাউকে নিয়ে অভিযোগ করছেন না। প্রশ্ন মূলত প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে।

ইঙ্গিত চতুর্থ দিনে জো রুটের লেগবিফোর না হওয়া নিয়ে তৈরি বিতর্কের দিকে। ইংল্যান্ডের ইনিংসের ৩৮তম ওভারে মহম্মদ সিরাজের বল সোজা গিয়ে লাগে রুটের পায়ে। তখন লেগস্টাম্প পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরও রিভিতে দেখা যায় সেই বল লেগস্টাম্পের বাইরে ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!

অশ্বীন। দাবি করেন, বল ও ব্যাটের মধ্যে গাড়ি গলে যাওয়ার মতো ব্যবধান থাকলেও ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আউট দেন রাইফেল। শুধু ভারতের বিরুদ্ধেই এমন ঘটে কিনা, আইসিসি-র উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা। সঙ্গে সংযোজন, 'আমার বাবা তো সবসময় বলে, পল আম্পায়ারিং করলে আমরা কখনও জিততে পারব না।'

আম্পায়ার রাইফেলকে নিয়ে ক্ষুব্ধ অশ্বীন

গাভাসকার। কমেন্ট্রি বক্সে বসেই মারাত্মক অভিযোগ। নতুন বিতর্ক উসকে দিয়ে কিংবদন্তি ব্যাটারের দাবি, ভারতীয়দের বেলায় শুধু কেন বল উইকেটে লাগে। অথচ, বাকিদের (পড়ুন ইংল্যান্ড) ক্ষেত্রে তা হয় না!

গাভাসকার বলেছেন, 'সত্যিই অবাক হচ্ছি। এক্ষেত্রে বলটা সেভাবে বাউন্স হয়নি! ভারতীয় বোলাররা যখন বল করছিল, তখন তো টিভিতে দেখা যাচ্ছিল বল বেশি লাফাচ্ছে।' সানির যে মন্তব্যে সতীর্থ ধারাভাষ্যকার প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার আম্পায়ার পল রাইফেলকে কাঠগড়ায় তুললেন। অভিযোগ, রাইফেলের সিদ্ধান্ত বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে যায়। ভারত-বিরোধী মানসিকতা নিয়ে নাকি ম্যাচ পরিচালনা করেন! নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ সরাসরি অশ্বীনের অভিযোগ, 'পল রাইফেলকে নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যখন ভারত বল করে, তখন ও মনে করে ব্যাটাররা নট আউট। আবার ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় সবসময় আউট দেয়!'

এখানেই থেমে থাকেনি

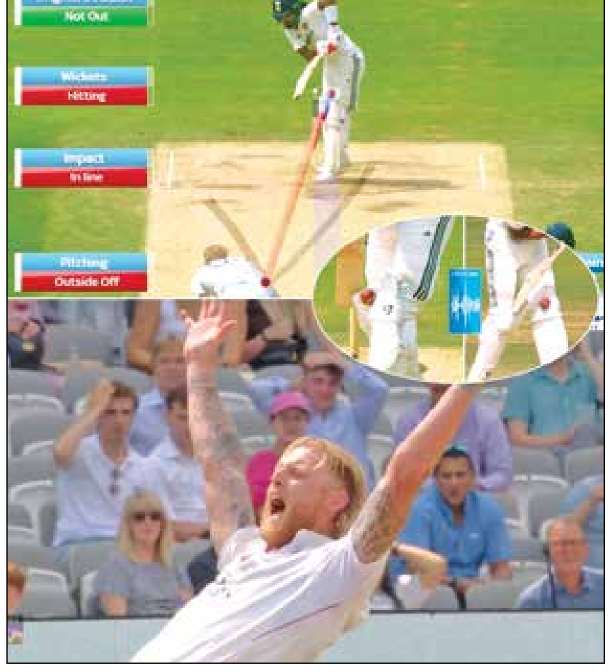

মাঠের আম্পায়ার লোকেশ রাহুলকে নট আউট দিলেও রিপ্লেতে দেখা গেল বল উইকেটে হিট করছে। ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমের এই প্রযুক্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাভাসকার।

শুভমানকে নিয়ে প্রশ্ন ব্রডের

ডাকেট-বিতর্কে শাস্তি সিরাজকে

লন্ডন, ১৪ জুলাই : বেন ডাকেটকে আউট করে দৃষ্টিকটু সেলিব্রেশন। আউট হয়ে ফেরা ইংরেজ ওপেনারকে ধাক্কা ও কটূক্তির জের। আইসিসি-র জরিমানা, শাস্তির মুখে মহম্মদ সিরাজ। আর্থিক জরিমানা বাবদ সিরাজের ম্যাচ ফি-র

১৫ শতাংশ কাটার সিদ্ধান্ত ক্রিকেট দুনিয়ার সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার।

সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আইসিসি-র ২.৫ ধারা ভঙ্গ করেছেন। জরিমানার পাশাপাশি, এক ডেমিরেট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলে আরও শাস্তির মুখে পড়বেন মহম্মদ সিরাজ।

আইসিসি-র যে সিদ্ধান্তের মধ্যে আবার দ্বিচারিতা দেখছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসারের দাবি, শুভমান গিলও একইরকম আচরণ করেছেন। তাহলে শুধু সিরাজই কেন শাস্তি পাবে? শাস্তি দিতে হলে শুভমান, সিরাজ দুইজনকে দেওয়া উচিত। নাহলে কাউকেই নয়। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দরকার। শুধু সিরাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের যুক্তি তিনি অন্তত খুঁজে পাচ্ছেন না।

ডার্বি হচ্ছে কল্যাণীতেই, ঘোষণা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাই : শনিবার কলকাতা ফুটবল লিগের ডার্বি হচ্ছে কল্যাণী স্টেডিয়ামেই। সরকারি ঘোষণা হয়তো মঙ্গলবারই।

প্রাথমিকভাবে বারাসতে বড় ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল আইএফএ-র। তবে গত শুক্রবার জানা যায় ওই মাঠ এখনও ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত নয়। ওইদিনই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' জানিয়েছিল, বিকল্প হিসাবে কল্যাণীতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা রয়েছে আইএফএ-র। সেটাই চূড়ান্ত হওয়ার পথে। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডার্বি আয়োজনের জন্য প্রশাসনের থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে গিয়েছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

ইস্ট-মোহন ম্যাচ ফ্লাডলাইটে

এখনও পর্যন্ত যা ঠিক রয়েছে তাতে ম্যাচ শুরু হবে বিকেল সাড়ে ৫টায়। অর্থাৎ দীর্ঘদিন পর কলকাতা লিগের ডার্বি হবে ফ্লাডলাইটে। মঙ্গলবারই হয়তো সরকারিভাবে তা ঘোষণা করা হবে।

এদিকে বুধবার থেকে অনলাইনে ডার্বির টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র। কিছু অল্প সংখ্যক অফলাইন টিকিটও হয়তো থাকবে। ইস্ট-মোহন ম্যাচে দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে থাকছে কড়া নিরাপত্তা।

জাদেজার লড়াই শেষে স্বপ্নভঙ্গ

ইংল্যান্ড-৩৮৭ ও ১৯২
ভারত-৩৮৭ ও ১৭০
(২২ রানে জয়ী ইংল্যান্ড)

লন্ডন, ১৪ জুলাই : মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট।

লর্ডসের নির্ণায়ক দিনে রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধের পরতে পরতে তারই প্রতিফলন। রবীন্দ্র জাদেজার স্বপ্নের লড়াই। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের মরিয়া প্রয়াস। অবিশ্বাস্য জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও শেষপর্যন্ত হার মানা।

১৯৩ রানের জয়লক্ষ্যে জাদেজাদের লড়াই থেমে যায় ১৭০-এ। ২২ রানে ভারতকে হারিয়ে ইংল্যান্ড ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। সেখানে প্রথম চারদিনে বেশিরভাগ সময় দাপট দেখিয়ে ম্যাচ হাতছাড়া ভারতের। নিটফল, ২০২১ সালের লর্ডসের পুনরাবৃত্তি নয়, একরাশ হতাশা নিয়ে ফেরা।

৫৮/৪ থেকে শুরু করে এদিন লাঞ্চেই ১১২/৮। ক্রিজে জাদেজা। সঙ্গী বলতে বুমরাহ ও সিরাজ। কত তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ড জয় তুলে নিতে পারবে, সেটাই মূল চর্চার বিষয়। সমস্ত ক্রিকেট অঙ্ককে গুলিয়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ। বুমরাহ (৫৪ বলে ৫), সিরাজকে (৩০ বলে ৪) সঙ্গে নিয়ে শেষ দুই উইকেটে ৫৮ রান যোগ করেন জাদেজা।

১৭০/৯। দরকার ছিল আর ২৩ রান। মনে হচ্ছিল অবিশ্বাস্য কিছু ঘটতে চলেছে। হাতে একাধিকবার আঘাত পেয়েও সিরাজের নাছোড় মানসিকতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের। শোয়েব বশিরের বলটা ব্যাটের মাঝখান দিয়ে আটকে দিয়েছিলেন সিরাজ। কিন্তু মাটিতে পড়ে সেই বল রোল হয়ে উইকেটে গিয়ে আঘাত করে। বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের অপমৃত্যু। চোখ চিকচিক করছে সিরাজের। শূন্য দৃষ্টি জাদেজার। ১৮১ বল অপরাজিত ৬১, চার ঘণ্টার বেশি সময় ক্রিজে কাটিয়ে দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে না পারার যন্ত্রণা। জাদেজা, সিরাজের যে হতাশায় সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিলেন জো রুট, ওলি পোপরা। পাঁচদিনের উত্তেজক টানাপোড়েন ঝেড়ে বেন স্টোকস বুকে টেনে নিলেন জাদেজাকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে কুর্নিশ জানালেন সিরাজের লড়াইকে।

আসলে চতুর্থ দিনের শেষ ঘণ্টায় ৫৮/৪ হওয়ার মধ্যেই হারের আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছিল। চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক গতকাল বলেছিলেন, পঞ্চম দিনে এক ঘণ্টার মধ্যে ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলবেন। জাদেজাদের লড়াইয়ে একসময় মনে হচ্ছিল সেই অহংকার ভাঙতে চলেছে। আফসোস যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়াররা যদি উইকেট উপহার না দিতেন! একটু ধৈর্য দেখাতেন বাকিরা। কিংবা দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় বোলাররা যদি ৩২ রান অতিরিক্ত না দিতেন।

প্রথম টেস্টে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলেন শুভমান গিলরা। লর্ডসের ছবিটাও প্রায় এক। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড পাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ৩৭৬/৬ থেকে ৩৮৭-এ গুটিয়ে যায়। আম্পায়ারিং, প্রযুক্তি (ডিআরএস) নিয়েও রয়েছে একাধিক অভিযোগ। ঘটনা যাইহোক, বাস্তব হল লর্ডসে ভারত-বধের উন্মাদনা নিয়ে চতুর্থ টেস্টে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামবে স্টোকসরা।

৫৮/৪ থেকে এদিন শুরু করে ভারত। দরকার ছিল আরও ১৩৫ রান। যদিও সকালের সেশনেই জোফ্রা আর্চার-স্টোকসের বোলিং যুগলবন্দিতে 'বন্দি' ভারতীয় টপ অর্ডার। চার বছর পর টেস্ট ফরম্যাটে ফেরার ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখলেন আর্চার। ঋষভ পন্থের (৯) অফস্টাম্প ওড়ালেন স্বপ্নের বলে। লোকেশ রাহুলের (৩৯) জমাটি রক্ষণ ভাঙল স্টোকসের ইনকামিং ডেলিভারিতে। দ্রুতগতিতে আসা যে বল সামলাতে পারেননি। রিভিউ নিয়ে বাজিমাত আত্মবিশ্বাসী স্টোকসের। কার্যত ইংল্যান্ডের জয় ওখানেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া।

পরের ওভারে একই পথে ওয়াশিংটন সুন্দরও (০)। আর্চারের ফুল লেংথ ডেলিভারি খেলতে গিয়ে হাওয়ায় বল চলে যায়। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে দর্শনীয় ক্যাচ। ৮২/৭। তখনও দরকার আরও ১১১। প্রবল চাপের মাঝে জাদেজা-নীতীশকুমার রেড্ডির যুগলবন্দিতে অবিশ্বাস্য কিছুর হাতছানি উঁকি দিচ্ছিল।

যদিও ফের স্বপ্ন দেখিয়ে আলেয়ার মতো তা মিলিয়ে যাওয়া। লাঞ্চের ঠিক আগে নীতীশের (৫৩ বলে ১৩) লড়াইয়ে ইতি টানেন ক্রিস ওকস। চতুর্থ দিনের শেষে সুনীল গাভাসকাররা বলেছিলেন, প্রথম সেশনেই ম্যাচের ভাগ্য তৈরি হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্য ভারতের। সেশনটা যায় ইংল্যান্ডের নামে।

জাদেজা যদিও সহজে ময়দান ছাড়তে রাজি ছিলেন না। বুমরাহও সতীর্থ টপ অর্ডার ব্যাটারদের দেখালেন, চাপের মধ্যে কীভাবে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয়। বিলেতের মাটিতেই স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ৩৫ রান রয়েছে বুমরাহর। দলের প্রয়োজনে এদিন ২২ ওভার ক্রিজে কাটালেন। বুমরাহর (৫৪ বলে ৫) লড়াই থামে স্টোকসের শর্টবলে। ১১২/৮ থেকে ১৪৭/৯। সিরাজকে (৪) নিয়ে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি জাদেজা (অপরাজিত ৬১)।

অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংসে লড়াই চালালেন রবীন্দ্র জাদেজা।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বোল্ড হওয়ার পর মুখ লুকোলেন মহম্মদ সিরাজ।

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয়দের টানা অর্ধশতরান (টেস্টে)

অর্ধশতরানের সংখ্যা	ব্যাটার	সময়কাল
৫	ঋষভ পন্থ	২০২১-২০২৫
৪	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	২০০২
৪	রবীন্দ্র জাদেজা	২০২৫

স্কোরবোর্ডে থাকবে না লড়াইয়ের কথা : শুভমান

লন্ডন, ১৪ জুলাই : এত কাছে। তবু কত দূরে!

বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মহম্মদ সিরাজ। অবিশ্বাসের ঘোরে তখন লর্ডসের ভরা গ্যালারিও। নন স্ট্রাইকার রবীন্দ্র জাদেজার শরীরীভাষায়ও ভরপুর অবিশ্বাস। এমন আবার হয় নাকি! এভাবেও ম্যাচ হারা যায়?

শোয়েব বশিরের নির্বিষ অফস্পিন সিরাজের ব্যাটে লাগার পর মাটিতে ড্রপ পড়ে পায়ের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে ভেঙে দিল স্টাম্প। লর্ডস জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল টিম ইন্ডিয়ার। ২২ রানে লর্ডস জয় করে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে একরাশ হতাশার সাগরে ডুবে গেল ভারতীয় ক্রিকেট।

চার বছর আগে ২০২১ সালে লর্ডসে টেস্ট জিতেছিল বিরাট কোহলির ভারত। আজ শুভমান

ধোঁয়াশা রাখলেন বুমরাহ নিয়ে

গিলের টিম ইন্ডিয়াও সেই নজিরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গতকাল চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ওয়াশিংটন সুন্দর সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, ভারত জিতবে। বাস্তবে টিম ইন্ডিয়া জয়ের খুব কাছে পৌঁছানোর মরিয়া লড়াই চালিয়ে গেল সারাদিন ধরে। জাদেজার লড়াই মর্যাদা পেল না। জসপ্রীত বুমরাহ ও সিরাজকে নিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যে লড়াই শুরু করেছিলেন জাড্ডু, সেটা স্কোরবোর্ডে লেখা থাকবে না। ম্যাচ হারের পর একরাশ হতাশা নিয়ে সেই কথাই শুনিয়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান। সঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, যদি টপ অর্ডারে একটা বড় পার্টনারশিপ হত।

২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে। তার আগে আপাতত কয়েকদিন বিশ্রাম টিম ইন্ডিয়ার। আর সেই বিশ্রামের মাঝে লর্ডস হারের যন্ত্রণা তাড়া করবে টিম ইন্ডিয়াকে। অধিনায়ক শুভমানের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে দলের অন্দরের ছবিটা। ভারত অধিনায়ক ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। কিন্তু তারপরও আমরা পরাজিতর দলে। টপ অর্ডারে যদি একটা বড় পার্টনারশিপ হত, তাহলে ছবিটা ভিন্ন হতেই পারত।' আজ শেষ দিনের শুরুতে ঋষভ পন্থের উইকেটকে অনেকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলছেন। ভারত অধিনায়ক শুভমান অবশ্য একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিষয়টা। বলেছেন, 'আমাদের হাতে পর্যাপ্ত উইকেট ছিল। দিনের খেলা শুরুর আগে আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই মাঠে নেমেছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বড় পার্টনারশিপ যদি হত দিনের শুরুতে, তাহলে অন্যরকম হত খেলার ফল। আসলে আমাদের লড়াইয়ের কথা স্কোরবোর্ডে লেখা থাকবে না।'

একা কুম্ভ হয়ে লড়াই করছিলেন স্যর জাদেজা। ভারতীয় সাজঘর থেকে জাদেজার জন্য কোনও পরামর্শ ছিল কি? জবাবে শুভমান বলছেন, 'জাদেজা অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ও জানে এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হয়। ওর উপর ভরসা ছিল আমাদের। যদিও ম্যাচটা জিততে পারিনি আমরা।' ১৯৩ রানের চ্যালেঞ্জ বিশাল ছিল না। দিনের শুরুতে কিছু উইকেট হারানোর পরও ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ তৈরি হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'খেলার শেষ এক ঘণ্টা আমাদের আরও দায়িত্ব নিয়ে, সতর্ক থেকে ব্যাটিং করা উচিত ছিল।' ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে কি দেখা যাবে? এমন প্রশ্নের স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি ভারত অধিনায়ক। বলেছেন, 'খুব দ্রুত এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন সবাই।'

ঋষভের উইকেটই টার্নিং পয়েন্ট : স্টোকস

লন্ডন, ১৪ জুলাই : কী অদ্ভুত সমাপতন!

ঠিক ছয় বছর আগে আজকের দিনেই প্রথমবার একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হয়েছিল ইংল্যান্ড। দ্য হোম অফ ক্রিকেটে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বেন স্টোকসরা। সেই মাঠেই ছয় বছর পর শুভমান গিলের ভারতের বিরুদ্ধে এল রোমহর্ষক টেস্ট জয়।

শোয়েব বসিরের বলটা মহম্মদ সিরাজের স্টাম্প ভেঙে দেওয়ার সঙ্গেই শুরু হয়েছিল উৎসব। বিলেতের সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দিকে যত এগিয়ে গেল, ততই রঙিন হয়ে উঠল লর্ডস সংলগ্ন সেন্ট জনস উড এলাকা। ঠিক যেমন হয়েছিল ছয় বছর আগে ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্বজয়ের রাতে। টেস্টের আঙিনায় বাজবল ভুলে অন্য ক্রিকেট খেলে টিম ইন্ডিয়াকে ২২ রানে হারিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক স্টোকস। সিরিজে ২-১

বিশ্বজয়ের লর্ডসে আবেগে ভাসলেন

ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস একদিকে যেমন বিশ্বজয়ের সেই রাতের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছেন। তেমনই জানিয়েছেন, ঋষভ পন্থের উইকেটটাই লর্ডস টেস্টের টার্নিং পয়েন্ট।

লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ভারতের ছয় উইকেট। দিনের শুরুতেই স্বপ্নের ডেলিভারিতে ঋষভকে বোল্ড করেন জোফ্রা আর্চার। চার বছর পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরেই আর্চার দেখিয়েছেন তাঁর স্কিল। অধিনায়ক স্টোকসের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা টেস্ট ম্যাচ জিতলাম আমরা। আজ দিনের খেলা শুরুর আগে জোফ্রার সঙ্গে আজকের দিনটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছয় বছর আগে এই লর্ডসেই একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছিলাম আমরা। আজ এই মাঠেই দুর্দান্ত টেস্ট জিতলাম। দিনের শুরুতে জোফ্রা ঋষভকে ফিরিয়ে আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। ওটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।' সতীর্থ জোফ্রা, ব্রাইডন কার্সদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। জোফ্রা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'চার বছর পর লাল বলের টেস্টে ফিরে জোফ্রা প্রমাণ করল, স্কিল ওর আগের মতোই রয়েছে। এই টেস্টে প্রয়োজনের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছে ও।'

কার্সও একইভাবে দলকে ভরসা দিয়ে অধিনায়ক স্টোকসের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলছেন, 'অল্প রানের পুঁজি নিয়েও কীভাবে বিপক্ষ শিবিরে চাপ তৈরি করতে হয়, চতুর্থ দিনের খেলা শেষের আগেও দেখিয়ে দিয়েছিল।' অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে লর্ডস টেস্টের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক স্টোকস। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে তিনি খুশি। স্টোকসের কথায়, 'আমি নিজে একজন অলরাউন্ডার। সেভাবেই নিজেকে দেখি। দলের সাফল্যে ব্যাটে-বলে অবদান রেখে ম্যাচ জেতাতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা। যদিও সিরিজের এখনও অনেক বাকি।'

পাঠচক্রের বিরুদ্ধে রক্ষণই চিন্তা লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাই : চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে টিকে থাকতে সিনিয়ার দল থেকে ফুটবলার চাইলেন ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। কলকাতা লিগে শুরুটা দারুণ করে পরের দুই ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট করেছে ইস্টবেঙ্গল। তারওপর মনোতোষ মাঝি, মনোতোষ চাকলাদারের মতো ফুটবলাররা চোটের কবলে। এই পরিস্থিতিতে 'ভূমিপুত্র' নিয়ম মেনে দল সাজাতে সমস্যায় লাল-হলুদ। কোচ বিনো বলেছেন, 'ভূমিপুত্র নিয়মে পরিবর্তন হওয়ায় আমরা একটু সমস্যায় পড়েছি। একাধিক ফুটবলার চোটের কবলে। তাদের বিকল্প পেতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই সিনিয়ার কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে আবেদন করেছি সিনিয়ার দলের কয়েকজন ফুটবলারকে লিগের জন্য ছাড়তে। বাকিটা ওদের সিদ্ধান্ত।'

এই সমস্যার মধ্যেই মঙ্গলবার পাঠচক্রের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তিনটি ম্যাচেই রক্ষণ ভালো ভুগিয়েছে লাল-হলুদকে। ডার্বির আগে এটাই শেষ ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। তাই এই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পেতে মরিয়া লাল-হলুদ। কোচ বিনো বলেছেন, 'রক্ষণে এখনও বোঝাপড়া তৈরি হয়নি। তাই গোল হজম করতে হয়েছে। তবে ছেলেরা এই ম্যাচে সব ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নামবে। ৩ পয়েন্ট আমাদের লক্ষ্য।' পাঠচক্রের বিরুদ্ধে দলে তিনটি পরিবর্তন হতে পারে। সঞ্জীব ঘোষ, কুশ ছেত্রী, জোসেফ জাস্টিনকে বসাতে পারেন বিনো। তার বদলে সুমন দে, জেসিন টিকে ও সায়ন বন্দোপাধ্যায়কে দলে আসতে পারেন।

উলটোদিকে টানা তিন ম্যাচ জিতেও পাঠচক্রের ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বাড়তি সতর্ক। কোচ পার্থ সেন বলেছেন, 'আমরা তিনটি ম্যাচ জিতলেও দল পুরোপুরি তৈরি নয়। তবে মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ছেলেরা লড়াই করবে।'

সোমবার সিনিয়ার দলের অনুশীলনে গোলরক্ষক জুলফিকার গাজি যোগ দিয়েছেন। আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল সম্ভবত ১৯ তারিখ কলকাতায় আসছেন। নীশু কুমারকে এদিন সরকারিভাবে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল।

আজ কলকাতা লিগে
ইস্টবেঙ্গল বনাম **পাঠচক্র**
সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** ব্যারাকপুর

ইস্টবেঙ্গলকে আটকানোর প্রতিজ্ঞা 'মাতৃহারা' অর্ণবের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৪ জুলাই : মাকে দাহ করে শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে কোচ পার্থ সেনকে ফোন পাঠচক্রের গোলরক্ষক অর্ণব দাসের। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'স্যর, ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা আমি খেলব।' অর্ণবের কথা শুনে হকচকিয়ে যান কোচ পার্থ।

শুধু তাই নয়, সোমবার সকালেই অনুশীলনে হাজির অর্ণব। পাঠচক্রের হয়ে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে গোল না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন সদ্য 'মাতৃহারা' অর্ণব।

চার বছর আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন। এবার গত রবিবার রাতে মা-ও প্রয়াত হয়েছেন। শোকের আবহে প্রয়াত বাবা-মায়ের জন্যই ম্যাচটা খেলবেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে অর্ণব বলেছেন, 'বাবা-মায়ের জন্যই ম্যাচটা খেলতে চাই। আমার জীবনে এখন বেঁচে থাকার রসদ ফুটবল। আমি এই ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে দুইটি পথ আমার সামনে খোলা। হয় থেমে যাও না হলে এগিয়ে চলো। আমি এগিয়ে যেতে চাই।'

পাঠচক্রের দুর্গ সামলাতে তৈরি অর্ণব দাস।

এই বছর লিগের তিনটি ম্যাচেই ক্লিনশিট রেখেছেন অর্ণব। চাকদহের বছর একুশের এই গোলরক্ষককে নিয়ে পাঠচক্র কোচ পার্থ বলেছেন, 'আমাকে রাতেই ফোন করে অর্ণব বলে ম্যাচটা খেলব। অন্য কোনও খেলোয়াড় হলে এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে থাকত। কিন্তু ও লড়াকু মানসিকতার ছেলে। পুরো দল ওর সঙ্গে রয়েছে। অর্ণবের জন্য এই ম্যাচে পাঠচক্র নিজেদের সেরাটা দেবে।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিজের আদর্শ মনে করেন অর্ণব। পর্তুগিজ মহাতারকাকে দেখেই নিজের লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা পান তিনি। অর্ণব বলেছেন, 'রোনাল্ডো আমার আদর্শ। ওর জীবনকাহিনী আমাকে প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা জোগায়।'

আপাত দৃষ্টিতে অর্ণব একা হলেও পুরো ক্লাব কিন্তু তাঁর পাশে রয়েছে। বিশেষ করে ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য সবসময় অর্ণবের পাশে ছিলেন। আগামীদিনে লড়াই করে ভারতীয় ফুটবলে নিজের একটা জায়গা পাকা করে নেওয়াই লক্ষ্য এই গোলরক্ষকের।

লজ্জার নজির কনস্টাসের

কিংস্টন, ১৪ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নতুন রেকর্ড স্যাম কনস্টাসের। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে ছয় ইনিংসে কনস্টাস করেছেন মাত্র ৫০ রান। ব্যাটিং গড় ৮.৩৩। ১৯৮৪ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার কোনও ওপেনারের ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে এটাই সর্বনিম্ন ব্যাটিং গড়। এদিকে, তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ১৪৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে ক্যারিবিয়ানরা। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ২২৫ রান। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৯৯ রান সংগ্রহ করেছে অস্ট্রেলিয়া। আপাতত ১৮১ রানে এগিয়ে অজিরা।

বল হাতেও কামাল দেখালেন বৈভব

বেকেনহাম, ১৪ জুলাই : ব্যাট হাতে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে তো নজির গড়ছেনই, অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচে বল হাতেও কামাল দেখালেন বৈভব সূর্যবংশী। বাঁ হাতে অর্থোডক্স স্পিন বোলিংয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসের ৪৫ তম ওভারের শেষ বলে তিনি শিকার বানান হামজা শেখকে (৮৪)। বৈভবের লো ফুলটস লং অফের ওপর দিয়ে ওড়াতে গিয়ে হামজা ক্যাচ দিয়ে বসেন হেনিল প্যাটেলকে। সেইসঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে যুব টেস্টে কনিষ্ঠতম উইকেট শিকারি হয়ে গেলেন ১৪ বছর ১০৭ দিন বয়সের বৈভব। পেছনে ফেলে দিলেন ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো জানসেনকে ফিরিয়ে নজির গড়া মনস্বীকে। পরে বৈভব (৩৫/২) আউট করেছেন থমাস রিউকেও (৩৮)। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের ৫৪০ রানের জবাবে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১১৪.৫ ওভারে ৪৩৯ রানে অল আউট হয়। সফলতম বোলার হেনিল (৮১/৩)। দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভারত ২৩.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৯ রান তুলেছে। বৈভব ৫৬ ও আয়ুষ মাত্রে ৩২ রানে আউট হন।

ম্যাচের সেরা স্বাধীন পাল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

সুপ্রিম কাপ ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বুড়িরহাট প্রাণেশ্বর হাইস্কুল ৯-০ গোলে কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্বাধীন পাল হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করে। হ্যাটট্রিক এসেছে রোহিত মহন্তর। তাদের অন্য গোলটি শুভজিৎ বর্মনের। মঙ্গলবার খেলবে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল ও বলরামপুর হাইস্কুল।

মিলনের ফুটবল শুরু কাল

চালসা, ১৪ জুলাই : দক্ষিণ ধূপঝোরা মিলন সংঘ অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাকাডেমির গরুমারা ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি চ্যাম্পিয়ন ও দীপ্তি বর্মন স্মৃতি রানার্স ট্রফি ফুটবল বুধবার শুরু হবে। খেলবে উত্তরবঙ্গের ৮টি দল। মিলনের সচিব ভূপেশ রায় জানিয়েছেন, এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ৪ দলীয় লিগ পর্যায়ের খেলাও হবে।

প্লেয়ার্সের ড্র

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের চ্যাম্পিয়ন লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সোমবার প্লেয়ার্স ইউনিট ও রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্লেয়ার্সের গোল করেন ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু প্রধান। রামমোহনের গোলটি সুজয় রায়ের। মঙ্গলবার খেলবে রায় কোচিং সেন্টার ও রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 82H 87557 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার মতো এমন কিছু যা আমি ভবিষ্যতেও কখনও ভাবিনি। স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচের মাধ্যমে আমার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা লক্ষ্মণ পাল - কে 02.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে চৌরঙ্গি একাদশ। ছবি : শতাব্দী সাহা

চ্যাম্পিয়ন চৌরঙ্গি একাদশ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ জুলাই : হক মঞ্জিল ফুটবল একাদশের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চৌরঙ্গি একাদশ। তারা ফাইনালে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা একাদশকে। হক মঞ্জিল মেলার মাঠে ম্যাচের সেরা হয়েছেন চৌরঙ্গির অভিজিৎ রায়। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার চ্যাংরাবান্ধার সুজন রায়।

জিতল যুব

তুফানগঞ্জ, ১৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার কামাতফুলবাড়ির যুব সংঘ ১-০ গোলে রসিকবিল যুবশ্রী সংঘকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা বিষ্ণু মণ্ডল। মঙ্গলবার খেলবে ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

নবীনের ড্র

জামালদহ, ১৪ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে মাঝিরবাড়ির পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ ও গোপালপুর নবীন সংঘের খেলা ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। গোপালপুরের গোল করেন অমিত বর্মন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। মাঝিরবাড়ির গোলস্কোরার প্রশান্ত বর্মন ও ম্যাচের সেরা অনিমেষ বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে মাঝিরবাড়ির পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ ও অশোকবাড়ি জাগ্রত সংঘ।

ম্যাচের সেরা অনিমেষ বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জেতালেন রনিত

ম্যাচের সেরা হয়ে সুমন মুর্মু। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার কলাবাগান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ১-০ গোলে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে রনিত দাস গোল করেন। ম্যাচের সেরা কলাবাগানের সুমন মুর্মু। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।